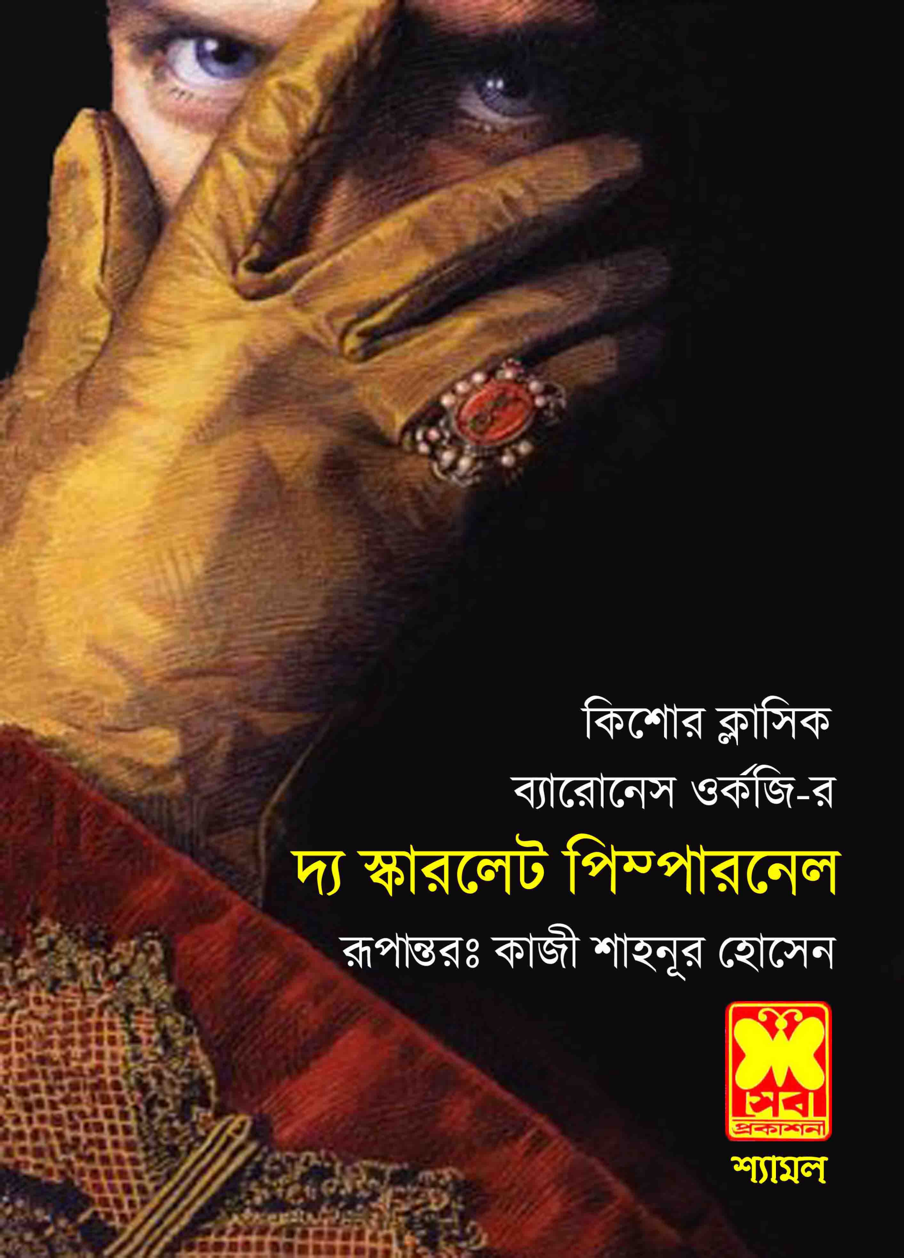

কিশোর ক্লাসিক

ব্যারোনেস ওর্কজি-র

দ্য স্কারলেট পিম্পারনেল

রূপান্তরঃ কাজী শাহনূর হোসেন

সেবা প্রকাশনা

শ্যামল

Visit www.banglapdf.net For More Exclusive, High Quality, Water-mark less E-books.

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books.

And Don’t Remove This Page. Thank You.

-SHAMOL

ব্যারোনেস ওর্কজি

দ্য স্কারলেট পিম্পারনেল

রূপান্তরঃ কাজী শাহনূর হোসেন

ফরাসি বিপ্লবের পরের কথা। ফ্রান্সের অভিজাতদের তখন দুরবস্থা। ধরা পড়লেই কল্লা চলে যাচ্ছে গিলোটিনে। এরকম ডামাডোলের মধ্যে দুঃসাহসী একদল ইংরেজ বারবার ঢুকে পড়ছেন ফ্রান্সে, ছদ্মবেশে। বার করে নিয়ে আসছেন অভিজাতদের। কেউ জানেনা এই দলের সদস্য কারা, কে-ই বা এর নেতা।

এই নির্ভীক অভিযাত্রীদের সঙ্গে আপনিও দুরন্ত অভিযানে অংশ নিতে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

ব্যারোনেস ওর্কজি

দ্য স্কারলেট পিম্পারনেল

রূপান্তর ■ কাজী শাহনূর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

(সেগুনবাগিচা), ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-1623-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা), ঢাকা ১০০০
সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের
প্রথম প্রকাশ: ২০০৮
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা), ঢাকা ১০০০
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা), ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা), ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

সেবা প্রকাশনী

ছাপ্পান্ন টাকা

THE SCARLET PIMPERNEL
By: Baroness Orczy
Trans. By: Qazi Shahnoor Husain

দ্য স্কারলেট পিম্পারনেল/ব্যারোনেস ওর্কজি ১১৮–১৯৩

সেবা প্রকাশনীর
ক'টি কিশোর ক্লাসিক/অনুবাদ

মারিয়ো পুজো
রূপান্তর : শেখ আবদুল হাকিম
গডফাদার-১,২ (একত্রে) ৫০/-
গডফাদার-৩,৪ (একত্রে) ৫৫/-

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
রূপান্তর নিয়াজ মোরশেদ
শী ৩৮/-
রিটার্ন অভ শী ৪১/-
মর্নিং স্টার ৪৯/-
রূপান্তর : খসরু চৌধুরী
নেশা ৩৮/-
এরিক ব্রাইটিজ ৪৭/-
অ্যালান কোয়াটারমেইন ৩৬/-
রূপান্তর : কাজী মায়মুর হোসেন
চাইল্ড অভ স্টর্ম ৪৩/-
এলিসা ৪৬/-
অ্যালান অ্যান্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার ৮৫/-
রূপান্তর : সায়েম সোলায়মান
ক্লিওপেট্রা ৫০/-
জেস ৪৭/-
বেনিটা ৫৫/-
রূপান্তর : কাজী আনোয়ার হোসেন
মন্টেজুমার মেয়ে ৭০/-

রাফায়েল সাবাতিনি
রূপান্তর : কাজী আনোয়ার হোসেন
ব্ল্যাক সোয়ান ৩৬/-
লাভ অ্যাট আর্মস ৩৮/-
রূপসী বন্দিনী ৬২/-

পল ওয়েলম্যান
রূপান্তর : তাহের শামসুদ্দীন
দি আয়রণ মিস্ট্রেস-১,২,৩ (একত্রে) ৬০/-

এরিক মারিয়া রেমার্ক
রূপান্তর : মাসুদ মাহমুদ
থ্রী কমরেডস (১,২ একত্রে) ৫২/-
রূপান্তর : জাহিদ হাসান
অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট ৫০/-

মেরি শেলী
রূপান্তর : খসরু চৌধুরী
ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ৩০/-

চার্লস নর্ডহফ ও জেমস নরম্যান হল
রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ
পিটকেয়ার্নস আইল্যান্ড ৩৬/-

জুল ভার্ন
রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব
জুল ভার্ন ভলিউম-১
(আশি দিনে বিশ্ব ভ্রমণ+নাইজারের বাঁকে+মরুশহর) ৪৫/-
রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব
জুল ভার্ন ভলিউম-২
(রহস্যের দ্বীপ+বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ+কার্পেথিয়ান দুর্গ) ৪৩/-
রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব ও খসরু চৌধুরী
জুল ভার্ন ভলিউম-৩
(পাতাল অভিযান+মাস্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড+বেগমের রত্নভাণ্ডার) ৩৭/-
রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব
জুল ভার্ন ভলিউম-৪
(সাগরতলে+মাইকেল স্ট্রগফ+গুপ্তরহস্য) ৪২/-
রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব
জুল ভার্ন ভলিউম-৫
(নোঙর ছেঁড়া+ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস+চাঁদে অভিযান) ৩৯/-
রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব
জুল ভার্ন ভলিউম-৬
(প্রপেলার আইল্যান্ড+কানপুরের বিভীষিকা+ব্ল্যাক ডায়মন্ড) ৩৭/-

দ্য স্কারলেট পিম্পারনেল

ব্যারোনেস ওর্কজি

রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

এক

ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকজন সাধারণ মানুষের ওপর কয়েকশো বছর ধরে অত্যাচার চালানোর পর এল ফরাসি বিপ্লব। এই বিপ্লবের পরে জনগণ রাজা ত্রয়োদশ লুই এবং তাঁর চ্যালা চামুণ্ডাদের উৎখাত করে দেশের শাসনভার, নিজেদের হাতে নিয়ে নিল।

প্রত্যেক অভিজাতই তখন সাধারণ মানুষের চোখে বিশ্বাসঘাতক। এবং হবে না-ই বা কেন? মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদন করেছে, অনাহারে থেকেছে; আর ওদিকে অভিজাতরা তাদেরই মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেয়েছে, ফুর্তি করেছে। এখন অভিজাতদের সপরিবারে ঢোকানো হয়েছে জেলে। বিচারের পর কল্লা নেয়া হচ্ছে গিলোটিনে।

লোকজন প্রতিদিন প্যারিসের বাজারে জমায়েত হয়, সারা দিনে কজনের মাথা কাটা পড়ল গুণে মজা পায়। নিধনযজ্ঞ চলে প্রায় সারাদিনই। ফলে প্রতিদিনই কাটা মাথার সংখ্যা বাড়তে লাগল। রাজা এবং রাণীর মাথা কাটার আগ পর্যন্ত চলতেই থাকবে ঘ্যাচাং ঘ্যাচ মুণ্ডু কর্তন।

অভিজাতদের অনেকেই ফ্রান্স থেকে পালানোর জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সে-ও আরেক মজা। প্রতিদিন বিকেলে সবকটা গেট বন্ধ হয়ে যায়। ব্যবসায়ীদের ঘোড়ার গাড়িগুলো বিভিন্ন ব্যারিকেড পেরিয়ে চলে যাওয়ার আগে কোন কোন অভিজাত শহর থেকে বেরনোর জন্যে মরিয়া চেষ্টা চালায়। পুরুষ মানুষ নারীর ছদ্মবেশ নেয়, নারী নেয় পুরুষের ছদ্মবেশ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভিখিরি সাজে। সাধারণ মানুষ খুব আমোদ পায় এতে। কাউন্ট, মারকুইস এমনকি ডিউকরাও এভাবে ফ্রান্স থেকে পালিয়ে ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড বা অস্ট্রিয়ায় যাওয়ার চেষ্টা করে। সেখানে পৌঁছেই সেনাবাহিনী গঠনে মন দেয় তারা। উদ্দেশ্য, ফ্রান্সকে আবার দখল করে রাজা রাণীকে মুক্ত করা।

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে যায় তারা। পশ্চিম গেটের সার্জেন্ট বিবটের এজন্যে খুব খ্যাতি। নিখুঁত ছদ্মবেশেও তার চোখ এড়িয়ে পালানোর জো নেই। ইঁদুরের প্রতি বেড়ালের যে দৃষ্টি, শিকারের দিকে বিবটেরও সেই একই শ্যেন দৃষ্টি। শিকারকে নিয়ে খেলতে ভালবাসে সে। প্রায় আধ ঘণ্টাখানেক এমন ভান করে যেন চিনতে পারেনি। মাঝে মধ্যে শিকারকে সে গেটও পেরোতে দেয়।

বেচারা যখন ভাবছে এযাত্রা প্রাণে বেঁচে গেছে, নিরাপদে এখন ইংল্যাণ্ডের উপকূলে পৌঁছে যাবে ঠিক তখনই তার পেছনে দুজন লোক পাঠিয়ে দেয় বিবট। তারা ফিরিয়ে আনে সাময়িক মুক্তির আস্বাদ পাওয়া অভিজাতটিকে।

বিবটের তখন ফুর্তির অন্ত থাকে না। অনেক ক্ষেত্রেই এসব পলায়মান পুরুষের ছদ্মবেশে থাকে নারী। বিবটের খপ্পরে পড়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায় তাদের। জানে, পরদিনই কল্লা কাটা যাবে।

সেপ্টেম্বরের এক গরমের দিনে পশ্চিম গেটে সমবেত জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠল। সেদিন একশোটা মাথা কাটা পড়েছে। জনতার দাবি, প্রতিদিন একশো করে মাথা চাই।

একটা ওল্টানো খালি পিপের ওপর বসে রয়েছে জনগণের নায়ক বিবট। দিনকে দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে তার কাজ। ইদানীং নির্বোধ অভিজাতগুলো পালানোর জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠছে, সর্বাত্মক ঝুঁকি নিচ্ছে। বাতাসে গুজব রটেছে, এসবের পিছনে এক দল ইংরেজের হাত রয়েছে। তারা নাকি গিলোটিনে নেয়ার পথে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অভিজাতদের।

ব্যাপারটা গুরুতর। এই রহস্যময় ইংরেজদের কেউই চোখে দেখেনি। কিন্তু মনে মনে সকলে ভয় পেতে শুরু করেছে তাদের। এ দলের সর্দার নাকি অতি ধূর্ত, দুঃসাহসী। অভিজাতদের প্রতিটি গ্রুপ ফ্রান্স ছেড়ে বেরিয়ে গেলেই 'কমিটি অভ পাবলিক সেফটি'-র পরিচালক সিটিজেন ফকুয়ে টিনভিল এক টুকরো করে কাগজ পান। তাতে থাকে ছোট্ট একটা তারার মত দেখতে ফুলের চিহ্ন। ফুলটির নাম স্কারলেট পিম্পারনেল। প্রতিবার লাল কালি দিয়ে আঁকা হয় ফুলটি।

সিটিজেন ফকুয়ে টিনভিল কখনোই বুঝে পান না তাঁর কোট বা শার্টের পকেটে কোন্ ফাঁকে ঢুকে বসে থাকে কাগজের টুকরোটি। গত ক'সপ্তাহে বহুবার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

সিটিজেন টিনভিল প্রতি গেটে প্রহরীর সংখ্যা দ্বিগুণ করে দিয়েছেন গেটের সার্জেন্টদের পুরস্কারের লোভ দেখানো হয়েছে। এই ইংরেজদের জীবিত বা মৃত ধরতে পারলে বিপুল পুরস্কার দেয়া হবে। স্কারলেট পিম্পারনেল অর্থাৎ দলনেতাকে ধরে দিতে পারলে পাওয়া যাবে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক। আর কোন সার্জেন্ট যদি ভুলবশতও এই ইংরেজ দলটিকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয় তবে তার আক্কেল সেলামী হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড।

সবার ধারণা, আর কেউ না পারলেও বিবট ঠিকই ধরে ফেলতে পারবে স্কারলেট পিম্পারনেলকে। বিবটই আসলে মানুষকে একথা বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে। সব সময়ই বড় বড় বুলি তার মুখে। জনতা প্রতিদিনই ভিড় জমায় পশ্চিম গেটে; আশা করে, আজ হয়তো তাদের সামনেই সদলবলে ধরা পড়বে স্কারলেট পিম্পারনেল।

'হুঁহ্!' তাচ্ছিল্য ফুটল বিবটের কণ্ঠে। 'সিটিজেন গ্রসপিয়েরে আস্ত গর্দভ। গত সপ্তাহে উত্তর গেটে যদি আমি থাকতাম...' গেটে দাঁড়ানো সৈন্যদের উদ্দেশে বলল ও।

সিটিজেন গ্রসপিয়েরেকে আরও বেশি হেয় করার জন্যে মাটিতে থুথু ফেলল

বিবট।

'কি হয়েছিল আসলে, সিটিজেন?' জনতা গল্প শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব। ঘিরে রেখেছে তাকে, উৎকর্ণ।

'গ্রসপিয়েরে গেটে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল,' মুখ খুলল বিবট। 'বাজারের ঘোড়ার গাড়িগুলো বেরিয়ে যাচ্ছিল গেট দিয়ে। একটায় ঠাসা ছিল শুধু পিপে। এক বুড়ো আর এক বাচ্চা ছেলে বসে ছিল ওটায়। গ্রসপিয়েরের নেশাটা তখন সবে ধরেছে। তবে ওর তো সবসময় ধারণা ওর মত চালাক লোক দুনিয়ায় আর দুটো নেই। কয়েকটা পিপে পরীক্ষা করে দেখে কিচ্ছু নেই, খালি। ফলে ছেড়ে দিল গাড়িটাকে।'

'আধ ঘণ্টা পরে,' বলে চলেছে বিবট, 'এক ক্যাপ্টেন তাঁর সৈন্যদের নিয়ে হাজির হয়ে গেলেন।'

'একটা ঘোড়ার গাড়ি কি গেছে এখান দিয়ে?' গ্রসপিয়েরেকে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ,' বলল গ্রসপিয়েরে। 'এই তো আধ ঘণ্টা হবে।'

'তোমার জন্যেই পালাতে পেরেছে ওরা,' ক্রুদ্ধ গর্জন করলেন ক্যাপ্টেন। 'এজন্যে গিলোটিনে যেতে হবে তোমাকে। ডিউক ডি ক্যালিস আর তার পরিবারের সবাই লুকিয়ে ছিল ওই গাড়িটাতে।'

'অ্যাঁ!' প্রায় ককিয়ে উঠল বেচারা গ্রসপিয়েরে।

'হ্যাঁ! আর গাড়িটা কে চালাচ্ছিল জানো? ওই বজ্জাত স্কারলেট পিম্পারনেলটা।'

বিবটের কাহিনী শুনে জনতা খেপে লাল। এতবড় ক্ষতি করে দিল বোকা গ্রসপিয়েরে?

গল্পটা শেষ করে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল বিবট।

'ওদের ধাওয়া করো,' আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। বলে চলেছে বিবট, হাসির ফাঁকে ফাঁকে। 'পুরস্কারের কথা মনে নেই? ওরা বেশিদূর যেতে পারেনি,' এই বলেই তিনি সৈন্য সমেত ছুটে বেরোলেন গেট দিয়ে। কিন্তু বেরোলে কি হবে ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক।'

'গ্রসপিয়েরে পিপেগুলো না দেখেই ছেড়ে দিল কোন্ বুদ্ধিতে?' বলল শ্রোতাদের একজন।

'ওর কল্লা গেলে খুশি হব আমি,' মন্তব্য করল আরেকজন।

উত্তেজিত জনতার বিভিন্ন মন্তব্য শুনে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল বিবটের, চোখে পানি এল।

'তোমরাও দেখছি গ্রসপিয়েরের মতই গাধা,' অতিকষ্টে হাসি চেপে বলল ও। 'ওই ডিউক ঘোড়ার গাড়িতে ছিল না। আর ড্রাইভারটাও স্কারলেট পিম্পারনেল নয়।'

'তবে?'

'আসলে ক্যাপ্টেনের ছদ্মবেশে বদমাশ পিম্পারনেল নিজেই এসেছিল। আর

তার সৈন্যদের ছদ্মবেশ নিয়েছিল ডিউক এবং তার পরিবার।'

থ বনে গেল জনতা। ইংরেজ লোকটা তো শেয়ালের চেয়েও ধূর্ত! নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে খোদ শয়তানের যোগসাজশ আছে।

সূর্য ডুবছে। গেট বন্ধ করে দেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে বিবট।

হঠাৎ গোটা ছয়েক ঘোড়ার গাড়িকে সারি বেঁধে গেটের দিকে আসতে দেখা গেল। তাজা শাকসব্জী আর খাবার নিয়ে আসার জন্যে গ্রামের দিকে যাচ্ছে ওগুলো। কাল সকালে বাজারে বেচবে। এসব গাড়ির চালকদের অধিকাংশই মহিলা এবং বিবটের পরিচিত। প্রতিদিনই আসা যাওয়া করে তারা। তারপরও ঝুঁকি নিল না বিবট। গাড়িগুলো পরীক্ষা করল তীক্ষ্ণ চোখে।

'আমি গ্রসপিয়েরের মত বোকামি করব না,' আপন মনে বলল বিবট।

এই ঘোড়ার গাড়িগুলোর চালিকারা দিনের বেশিরভাগ সময়ই গল্পগুজব করে কাটায়, গিলোটিনের আশেপাশে। তাদের চোখের সামনেই অন্যান্য গাড়ি বোঝাই বন্দীদের নিয়ে আসা হয় গিলোটিনে দেয়ার জন্যে। মহিলারা বসে বসে এক দুই করে কাটা মাথা গোণে।

'তোমার গাড়িতে কি?' এক বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করল বিবট।

সকালে একে ঘোড়ার চাবুক হাতে গিলোটিনের কাছে বসে থাকতে দেখেছে ও। সেই চাবুকটির হাতলে এখন এক গোছা কোঁকড়া চুল বেঁধে রেখেছে মেয়েলোকটা। চুলের গোছাগুলোর রং বিভিন্ন, সেগুলোর ওপর হাড্ডিসার আঙুলগুলো বুলিয়ে বিবটের উদ্দেশে হাসল ও।

'মাদাম গিলোটিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি আমি,' কুৎসিত হেসে বলল মেয়েলোকটা। 'এই গোছাগুলো সে-ই দিয়েছে আমাকে। কথা দিয়েছে কাল আরও বেশি দেবে। তবে ঠিক জানি না কাল এখানে আসতে পারব কিনা।'

'জানো না কেন?' জানতে চাইল বিবট। চাবুকের হাতলে বেঁধে রাখা চুলগুলোর দিকে চেয়ে কেঁপে উঠল একবার।

'আমার নাতির গুটিবসন্ত হয়েছে,' বুড়ো আঙুলের ঝাঁকিতে গাড়ির ভেতর দিকটা দেখাল ও। 'অনেকে বলছে প্লেগ হতে পারে। যদি তাই হয় তবে কাল তো আমাকে প্যারিসে ঢুকতে দেয়া হবে না।'

মেয়েলোকটা গুটিবসন্তের কথা উচ্চারণ করতেই আঁতকে পিছিয়ে গেছে বিবট। এরপর প্লেগের উল্লেখ যেন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। ঘোড়ার গাড়িটার কাছ থেকে বেশ খানিকটা সরে দাঁড়াল বিবট।

'যত্তসব!' বিড়বিড় করে বলল ও।

জনতাও সরে গেছে গাড়ির কাছ থেকে। ওই ভয়ানক রোগের ধারে কাছে ঘেঁষতে চায় না কেউ।

হেসে উঠল বৃদ্ধা।

'সিটিজেন বিবট, আপনি দেখছি ভীতুর ডিম। সামান্য একটা রোগের ভয়েই সিঁটিয়ে গেলেন?'

'বাজে কথা বলবে না!' রেগে উঠল বিবট। 'প্লেগ কি সামান্য রোগ হলো?'

সবাই নিশ্চুপ। এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই। প্রত্যেকেই যমের মত ভয়

পায় একে।

'দূর হ এখান থেকে! তোর প্লেগের গুষ্টি নিয়ে নরকে যা,' চেঁচিয়ে উঠল বিবট।

অট্টহাসি হাসল বৃদ্ধা। চাবুক কষাল হাড় জিরজিরে ঘোড়াটার পিঠে। বেরিয়ে গেল গেটের বাইরে।

বিকেলটা মাটি করে দিল এই ঘটনা। ফরাসি জনগণ গিলোটিনের চেয়েও অনেক বেশি ভয় পায় ওই অলক্ষুণে রোগ দুটোকে।

ব্যারিকেডের কাছে জটলা পাকাতে লাগল জনতা। সন্দেহের দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে চাইছে। বুঝতে চাইছে উপস্থিত কারও প্লেগ রয়েছে কিনা।

এ সময় ঠিক গ্রসপিয়েরের ঘটনার মতই একজন ক্যাপ্টেন তাঁর সৈন্যদের নিয়ে হঠাৎই হাজির হয়ে গেলেন ওখানে। তবে ইনি বিবটের অতি পরিচিত। ফলে, এঁর ছদ্মবেশী স্কারলেট পিম্পারনেল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

'একটা ঘোড়ার গাড়ি!' গেটের কাছে না পৌঁছেই চেঁচালেন উত্তেজিত ক্যাপ্টেন।

'কোন্টা?' জানতে চাইল বিবট।

'এক বুড়ি চালাচ্ছিল…ঢাকা গাড়ি…'

'অমন অন্তত এক ডজন গেছে…'

'ওই বুড়ির চাবুকের হাতলে মানুষের চুল বাঁধা ছিল।'

বিবর্ণ হয়ে গেল বিবটের চেহারা।

'যার নাতির প্লেগ হয়েছে?' শুকনো মুখে জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ। ওকে যেতে দিয়েছ নাকি?'

'হ্যাঁ,' কোনমতে বলতে পারল বিবট। পা কাঁপছে ওর।

'এর ফল কি হবে জানো?' ধমকে উঠলেন ক্যাপ্টেন।

জনতার অগ্নিদৃষ্টি এখন বিবটকে ভস্ম করে দিচ্ছে। নিজেকে বেশি চালাক মনে করত ও। অতি চালাকের গলায় দড়ি পড়ল।

'কি হবে এখন?' আতঙ্কিত বিবট জানতে চাইল।

'তোমার দিন শেষ,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'ওই গাড়িতে করে কাউন্টেস ডি টার্নি তার দুই বাচ্চাসহ পালিয়েছে। কাল সকালে ওদের গিলোটিনে যাওয়ার কথা ছিল।'

'আর গাড়ি চালাচ্ছিল যে বুড়িটা সে কে?' কাঁপতে কাঁপতে প্রশ্ন করল বিবট।

'সে-ই স্কারলেট পিম্পারনেল।'

দুই

স্যালি রান্নাঘরে ব্যস্ত। বিশাল চুলোটায় অনেক পদের রান্না চাপিয়েছে ও। স্যালিকে কাজে সাহায্য করছে অল্পবয়সী দুটি মেয়ে। অবশ্য কতখানি সাহায্য হচ্ছে সে ব্যাপারে স্যালির যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মেয়ে দুটি খিলখিল করে

হাসতেই ব্যস্ত, কাজে বিশেষ মন নেই তাদের। বৃদ্ধা জেমিনাও আজ রয়েছে রান্নাঘরে। এ মুহূর্তে স্যুপের হাঁড়িতে চামচ নাড়ছে।

'কি খবর, স্যালি!' লাগোয়া কফি রুম থেকে উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'উফ্, ঈশ্বর!' হেসে উঠে বলল স্যালি। 'ওঁরা এখন চাচ্ছেনটা কি শুনি।'

'বিয়ার ছাড়া আর কি চাইবে,' জেমিনার গলায় বিরক্তি। 'এক মগে কি তেষ্টা মেটে ওই জিমি পিটকিনের!'

'মিস্টার হ্যারীরও খুব তেষ্টা পেয়েছে মনে হলো,' বলল মার্থা নামের কিচেন মেইডটি। কথাটা বলেই দু বান্ধবীতে আবার হাসতে লাগল খিলখিলিয়ে।

মুহূর্তে মেজাজ চড়ে গেল স্যালির। ছুঁড়িটাকে কষে এক চড় মারতে ইচ্ছে হলো তার। বহু কষ্টে সামলে নিয়ে মন দিল আলু ভাজার কাজে।

'কিরে, স্যালি! এই স্যালি!'

পরমুহূর্তেই বেশ কটা অসহিষ্ণু হাত মগ সমেত নেমে এল ওক কাঠের টেবিলটিতে, সশব্দে।

'স্যালি, বিয়ার পাব না কি? সারা রাত পার হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।'

'বাবার উচিত ওঁদের বিয়ার সার্ভ করা,' আপন মনেই বলল স্যালি। 'আমরা ব্যস্ত আছি জানেই তো।'

'তোমার বাবা মিস্টার হেম্পসিডের সঙ্গে পলিটিক্সের গল্প জুড়েছে। তার কি এখন অন্য কিছু ভাবার সময় আছে?' মগে বিয়ার ঢালতে ঢালতে বলল জেমিনা।

রান্নাঘরের এক কোণে টাঙানো ছোট্ট আয়নাটার সামনে চলে গেল স্যালি। দ্রুত হাতে চুলে হাত বুলিয়ে কুঁচিদার ক্যাপটা ঠিকঠাক মত বসিয়ে নিল মাথায়। তারপর দু হাতে তিনটে করে মোট ছটা মগ নিয়ে কফি রুমের দিকে এগোল। মৃদু হাসি এবং লাল আভা ওর মুখে।

'ফিশারম্যান্স রেস্ট'-এর কফি রুমটা সত্যিই চমৎকার। লাল টালির মেঝে, গদিমোড়া চেয়ার আর ঝকঝকে তকতকে টেবিলগুলো বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে এর সৌন্দর্য। রুচিবানদের আড্ডা মারার মত জায়গা বটে এটা।

পাব-এর মালিক মিস্টার জেলিব্যাণ্ড ধনী লোক, নাক উঁচুও বটে। আরও অনেক ইংরেজের মত তাঁরও ধারণা ইংল্যাণ্ড হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে সভ্য দেশ। এদেশের বাইরে যারা বাস করে তারা হয় বর্বর নয়ত নরখাদক।

ফিশারম্যান্স রেস্টে শুধু যে স্থানীয় জেলেরা আড্ডা মারতে আসে তা নয়। লণ্ডন আর ডোভারের কোচ প্রতিদিন এখান থেকেই ছাড়ে। চ্যানেল পেরিয়ে ইংল্যাণ্ডে আগত লোকেরা যেমন আসে এখানে, তেমনি ফ্রান্স গমনেচ্ছুরাও নৌকায় চাপার আগে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যায়।

স্যালি কফি রুমে ঢুকতেই সমস্বরে সবাই ওর কুশল জিজ্ঞেস করতে লাগল।

'তা আছ কেমন, স্যালি!'

'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বুঝি বয়রাই হয়ে গেছ,' চেঁচাল জিমি পিটকিন।

হাসল স্যালি। মগগুলো নামিয়ে রাখল টেবিলে।

'এত তাড়া কিসের? ট্রেন ছেড়ে দেবে নাকি?'

স্যালির হালকা রসিকতায় সবাই খুব একচোট হাসল। এ মুহূর্তে রান্নাঘরে

ফেরার তাড়া দেখা গেল না স্যালির মধ্যে। সুদর্শন যুবক জিমি পিটকিনের সঙ্গে গল্পে মশগুল হলো সে। জিমি স্থানীয় এক জেলে।

স্যালির বাবা মিস্টার জেলিব্যাণ্ড রাজনীতি আর আবহাওয়া নিয়ে তখন আলোচনা করছেন কজন খদ্দেরের সঙ্গে। পুরো সেপ্টেম্বর মাসটাই গরমে আইঢাই করেছে সবাই। কিন্তু হঠাৎই গত দু দিনের প্রবল বর্ষণে আপেল, নাশপাতিসহ সব মৌসুমী ফল নষ্ট হয়ে গেছে। জেলিব্যাণ্ডরা যখন আলাপ করছেন তখনও বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে জানালার শার্সিতে, চিমনি বেয়ে গড়াচ্ছে পানি। নিভিয়ে দেবে যেন ফায়ারপ্লেসের আগুন।

'সেপ্টেম্বর মাসে এমন বৃষ্টি আর কখনও দেখেছেন, মিস্টার জেলিব্যাণ্ড?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার হেম্পসিড। জ্ঞানী লোক হিসেবে এলাকায় সম্মান রয়েছে তাঁর। পাড়া প্রতিবেশী শ্রদ্ধা করে তাঁকে। ধর্মশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান ভদ্রলোকের।

'না, এবারই প্রথম দেখলাম,' স্বীকার করলেন মিস্টার জেলিব্যাণ্ড। 'এ অঞ্চলে তো প্রায় ষাটটা বছর কাটিয়ে দিলাম।'

'আমি আছি পঁচাত্তর বছর ধরে,' বললেন মিস্টার হেম্পসিড। 'আবহাওয়া দেখে বলে কার সাধ্য এটা এপ্রিল মাস নয়—সেপ্টেম্বর।'

'ঠিকই বলেছেন,' বললেন জেলিব্যাণ্ড। 'আবহাওয়ার কথা বাদ দিন। আমাদের সরকার ফরাসিদের ব্যাপারে কি নীতি নেবে বলে মনে করেন?'

'কে জানে! সরকার কি আর আমাদের পোছে? তার যা ইচ্ছে তাই করবে,' জবাব দিলেন হেম্পসিড।

'তাই তো করছে। ফরাসি শয়তানগুলো নির্বিচারে অভিজাতদের মেরে ফেলছে অথচ আমাদের প্রধানমন্ত্রী টুঁ শব্দটিও করছেন না।'

'ওরা ওরাই মরুক,' বললেন হেম্পসিড। রাজনীতির ব্যাপারে মাথা ঘামাতে ভাল লাগে না ওঁর।

'উফ্, মিস্টার হ্যারী, ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন একেবারে,' স্যালির কণ্ঠ।

কপাল মন্দ স্যালির। তার এই মন্তব্য মিস্টার জেলিব্যাণ্ডের কানে পৌঁচেছে। খদ্দেরদের সঙ্গে মেয়ের মেলামেশা বা কথাবার্তা হোক তা চান না বাবা।

'স্যালি, ভেতরে গিয়ে কাজ করোগে যাও,' ভ্রূ কুঁচকে বললেন মিস্টার জেলিব্যাণ্ড।

'সারা দিনই তো কাজ করি,' মৃদু প্রতিবাদ জানাল স্যালি।

বাপ হিসেবে জেলিব্যাণ্ড খুব কঠোর। তিনি কখনও চান না তাঁর একমাত্র মেয়ে স্থানীয় কোন জেলেকে বিয়ে করুক। হাজার হলেও মেয়েটি ভবিষ্যতে এই সরাইখানার মালিক হতে যাচ্ছে।

'আমার কথা শুনতে পাওনি?' কড়া গলায় জানতে চাইলেন ভদ্রলোক। এবার আর অমান্য করতে সাহস পেল না স্যালি।

'লর্ড টনির ডিনার তৈরি করে ফেলো। খুব যত্ন করে করবে, যাও।'

'বিশেষ কোন অতিথি আসছেন নাকি আজ রাতে?' জিজ্ঞেস করল জিমি পিটকিন। মন খারাপ হয়ে গেছে তার, স্যালি রান্নাঘরে চলে যাবে বলে।

'হ্যাঁ, লর্ড টনি কজন ডিউক আর ডাচেসকে নিয়ে ওপার থেকে আসছেন।

খুব সম্ভব তিনি এবং তাঁর বন্ধু স্যার অ্যাণ্ড্রু ফোকস ওঁদের জীবন বাঁচিয়েছেন।'

'কেন যে লোকে অন্যের ব্যাপারে নাক গলায় বুঝি না! বাইবেলে বলে…' বলতে চাইলেন মিস্টার হেম্পসিড।

'মানুষ মানুষকে খুন করলে আপনার খুব ফুর্তি লাগে, না?' ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন জেলিব্যাণ্ড।

'আমি কিন্তু ওকথা বলিনি,' প্রতিবাদ করলেন মিস্টার হেম্পসিড।

কিন্তু মুখ ছুটে গেছে জেলিব্যাণ্ডের। তাঁকে থামায় কার সাধ্য।

'মানে আপনি খুনোখুনি চান! আপনি ফ্রান্সে জন্মালেই ভাল হত!'

'কি মুশকিল…'

'আমি অতশত বুঝি না। এটুকু বুঝি যে ওই ফরাসিগুলো আমাদের দেশে দূত পাঠিয়ে বোঝাতে চাইছে তারা ঠিক কাজটাই করছে। আমি যা বুঝি, ইংল্যাণ্ডে যেসব ফরাসি আসে তারা প্রত্যেকেই স্পাই।'

কোণের একটি টেবিলে দুজন খদ্দের ডোমিনো খেলতে ব্যস্ত। জেলিব্যাণ্ডের বক্তৃতা শুনে খেলা থামাল ওরা। ওদের একজন এগিয়ে এল সরাইখানার মালিকের দিকে। তার ঠোঁটের কোণে এক টুকরো বিদ্রূপের হাসি।

'সব ফরাসিই যে স্পাই তা বুঝলেন কিভাবে?' চোস্ত ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল ও।

'ওটা কমন সেন্সের ব্যাপার,' জবাব দিলেন জেলিব্যাণ্ড। 'ইংল্যাণ্ডের সবাই একথা জানে।'

'আপনার ধারণা সত্যি হলেই ভাল,' ধূর্ত হেসে বলল আগন্তুক। 'দেখবেন আপনার এখানে যেন কোন স্পাই ঢুকে না পড়ে।'

'আমার এখানে?' সশব্দে হেসে উঠলেন জেলিব্যাণ্ড। 'পাগল! আমার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারবে না ব্যাটারা। ওরা নাকি ইংরেজির ই-ও জানে না। কাজেই ইংরেজি বলতে গিয়ে ফেঁসে গেলেই ধরে ফেলব আমি, তারপর অ্যায়সা প্যাঁদানি দেব যে বাপের জন্মে আর এমুখো হবে না।'

আগন্তুক মৃদু হেসে বলল, 'আপনি খুব সাহসী লোক দেখছি। বিশ জন ফরাসিও তো কিছুই নয় আপনার কাছে। আপনার সরাইখানায় ওরা ঢোকার সাহসই পাবে না। আপত্তি না থাকলে আসুন না ওয়াইনের বোতলটা দুজনে শেয়ার করি।'

'বেশ তো,' বললেন জেলিব্যাণ্ড।

আগন্তুক দুটো মগে মদ ঢেলে একটা এগিয়ে দিল জেলিব্যাণ্ডের দিকে।

'আর যা-ই বলেন না কেন ফ্রান্স থেকে একটা হলেও কাজের জিনিস আসছে আমাদের দেশে। সেটা হচ্ছে ওদের এই ওয়াইন,' বলল আগন্তুক। বিদ্রূপের হাসিটা তখনও লেগে রয়েছে ঠোঁটে।

'একদম ঠিক,' বললেন জেলিব্যাণ্ড। 'ওদের ওয়াইন সবাই পছন্দ করে, পছন্দ করে না কেবল ওদের মারামারি কাটাকাটি।'

সে সময় বেশিরভাগ ইংরেজই জেলিব্যাণ্ডের মত একই কথা ভাবত। রাণী মেরি অ্যান্টোইনেটের সুন্দরী বান্ধবী রাজকুমারী ডি লামবেল-এর হত্যাকাণ্ড নাড়া

দিয়ে গেছে ইংল্যাণ্ডবাসীকে। সাধারণ মানুষ এই অবিরাম নির্বিচার হত্যাকাণ্ড কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। তাদের মতে, সব অভিজাত যে উৎপীড়ক ছিল তা তো নয়। কিন্তু ফরাসি জনগণকে একথা বোঝাবে কে?

তবে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাতে রাজিও নয় কেউ। জনা কয়েক বড় গোছের নেতার ধারণা, ফ্রান্সের বন্দী রাজা-রাণীকে মুক্ত করার জন্যে ইংল্যাণ্ডের সেনাবাহিনী পাঠানো উচিত। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য এ মুহূর্তে আর কোন যুদ্ধে জড়াতে মোটেও রাজি নন। তাঁর মতে, অস্ট্রিয়ার কর্তব্য ফরাসি রাজা-রাণীকে উদ্ধার করা। হাজার হলেও, রাণী অস্ট্রিয়ান। ইংল্যাণ্ড কেন প্রথম পদক্ষেপ নেবে?

জনগণ অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর গা বাঁচানো মনোভাবে ক্ষুব্ধ। তারা কূটনীতি বোঝে না, বুঝতে চায়ও না; তারা চলে আবেগে।

স্যালি দৌড়ে কফি রুমে চলে এল।

'লর্ড অ্যান্টনির ঘোড়াটাকে দেখলাম, বাবা,' বলল ও। অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে দ্রুত এগোল।

কিন্তু তার আগেই খুলে গেছে দরজা। পরমুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করলেন লর্ড অ্যান্টনি।

'স্যালির নজর খুব চোখা,' বললেন লর্ড। 'ঠিক দেখে ফেলেছে আমাকে।'

স্যালি ও তার বাবার সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন তিনি।

ডিউক অভ এক্সটারের ছেলে লর্ড অ্যান্টনি একজন আদর্শ ইংরেজ যুবক। লম্বা, শক্ত সমর্থ লোকটি তাঁর প্রাণ খোলা হাসির জন্যে শহর আর গ্রাম দু জায়গাতেই সমান জনপ্রিয়। লণ্ডনের ড্রইংরুমগুলোতে যেমন প্রাণের সঞ্চার হয় তাঁর উপস্থিতিতে তেমনি গ্রামের সরাইখানাও মেতে ওঠে তাঁকে পেয়ে ফিশারম্যান্স রেস্ট-এর সব খদ্দের চেনে তাঁকে। ভদ্রলোক প্রায়ই ফ্রান্সে যান।

আগুন পোহানোর জন্যে ফায়ারপ্লেসের দিকে এগোলেন তিনি। ডোমিনো খেলতে ব্যস্ত আগন্তুক দুজনকে জরিপ করলেন তীক্ষ্ণ চোখে। মুহূর্তের জন্যে উদ্বিগ্ন দেখাল তাঁকে, তবে সামলে নিয়ে হাসলেন জেলিব্যাঙের দিকে চেয়ে।

'আপনার এখানে থাকছে নাকি কেউ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'না তো। তবে আজ সন্ধ্যায় কজন মেহমান আসার কথা।'

'কারা?'

'স্যার পার্সি ব্ল্যাকনি আর তাঁর স্ত্রী আসবেন...'

'লেডি ব্ল্যাকনি?' অবাক শোনাল লর্ড অ্যান্টনির কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ, মাই লর্ড। স্যার পার্সির জাহাজের ক্যাপ্টেন খানিক আগে এসেছিলেন। তিনি বললেন, লেডি ব্ল্যাকনির ভাই আজ ফ্রান্সে চলে যাচ্ছেন। স্যার পার্সি তাই স্ত্রীকে নিয়ে তাঁকে বিদায় জানাতে আসছেন। আপনার অস্বস্তির কোন কারণ নেই, মাই লর্ড।'

'না-না, অস্বস্তি কিসের? তাছাড়া, স্যালি যদি মজার মজার খাবার খাওয়ায় তবে আর অন্য দিকে মন দেয়ার উপায় আছে?'

'ডিনার নিয়ে ভাববেন না, মাই লর্ড.' বলল স্যালি। টেবিল সাজাতে ব্যস্ত সে। 'কটা প্লেট সাজাব?'

'পাঁচটা। তবে খাবার দিয়ো দশজনের আন্দাজ। আমার বন্ধুরা খুব ক্লান্ত থাকবে তো–'

'ওঁরা বোধহয় এলেন,' স্যালির কণ্ঠে উত্তেজনা। খুর ও চাকার শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

তড়িঘড়ি বাইরে বেরিয়ে গেলেন মিস্টার জেলিব্যাণ্ড, চারজনের দলটাকে অভ্যর্থনা জানাতে। দুজন পুরুষ ও দুজন মহিলা এসেছেন।

'ইংল্যাণ্ডে স্বাগতম!' বললেন লর্ড অ্যান্টনি। দু হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন নবাগতদের দিকে।

'আপনি নিশ্চয়ই লর্ড অ্যান্টনি,' অপেক্ষাকৃত বয়স্কা মহিলাটি বললেন। তাঁর উচ্চারণে বিদেশী ভাব স্পষ্ট। ভদ্রমহিলা কাউন্টেস ডি টার্নি। মেয়ে আর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্স থেকে পালিয়ে এসেছেন।

বাউ করলেন লর্ড অ্যান্টনি। তারপর পুরুষ দুজনের দিকে এগিয়ে গিয়ে উষ্ণ করমর্দন করলেন।

স্যালি মহিলাদের ক্লোক খুলতে সাহায্য করল। তাঁরা ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুনের কাছে গিয়ে বসলেন। নবাগতদের নিয়ে সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও ডোমিনো খেলিয়ে লোক দুজনের কিন্তু এদিকে মন নেই। তারা একবারের জন্যেও চোখ তোলেনি।

'ইংল্যাণ্ডে আসতে পেরে কি যে ভাল লাগছে,' বললেন কাউন্টেস। চোখ ছলছল করছে তাঁর। 'মনে হচ্ছে সব কষ্ট যেন উসুল হয়ে গেছে।'

'স্যার অ্যাণ্ড্রু ফোকসকে সঙ্গী হিসেবে কেমন লাগল?'

'উনি আমাদের জন্যে যা করেছেন–' ধরে এল কাউন্টেসের গলা। 'কোনদিন ভুলতে পারব না আমরা।'

ভদ্রমহিলার মেয়ের নাম সুজান। সুন্দরী মেয়েটির মায়াবী চোখজোড়া এ মুহূর্তে স্যার অ্যাণ্ড্রুর দিকে একবার চোরা চাহনি দিল। ওর চোখের ভাষা বুঝতে কষ্ট হলো না কারও। ভালবাসা আর কৃতজ্ঞতা স্পষ্ট সেখানে।

'তো আমরা এখন ইংল্যাণ্ডে,' বলল মেয়েটি। চারদিকে কৌতূহলী নজর বুলাল।

'হ্যাঁ, এদেশের মাটি ধন্য হলো এতদিনে,' স্মিত হেসে বললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু।

লালের ছোপ লাগল মেয়েটির গালে। দুজনে যে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'সাপারে বসা যাক,' স্বভাবসিদ্ধ আমুদে গলায় বললেন লর্ড অ্যান্টনি। 'সবারই নিশ্চয়ই পেট চোঁ চোঁ করছে!'

টেবিল ঘিরে বসে পড়ল সবাই। খোশমেজাজে রয়েছে প্রত্যেকে। রোস্ট আর পুডিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিজেদের নিয়ে এত বেশি মেতে রয়েছে ওরা অন্য টেবিলের আগন্তুক দুজন যে উঠে পড়েছে তা খেয়ালই করল না কেউ। কোট গায়ে চড়ানোর সময় ওদের একজন বিড়বিড় করে বলল, 'সবাই দেখছি ভালই আছে!'

তার সঙ্গী হঠাৎই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে সেঁধোল গিয়ে ওক বেঞ্চটার নিচে। নিঃশব্দে। ঘরের কারও চোখে পড়ল না ব্যাপারটা।

প্রথম জন উঁচু গলায় 'গুডনাইট' বলে বেরিয়ে গেল কফিরুম ছেড়ে। সে বেরিয়ে যেতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই।

'যাক, আপদ বিদেয় হলো শেষ পর্যন্ত!' হেসে মন্তব্য করলেন লর্ড অ্যান্টনি।

কাউন্টেসের ছেলে উঠে দাঁড়াল এ সময়। হাতে গেলাস।

'রাজা জর্জ দীর্ঘজীবী হোন!' বলে উঠল সে।

প্রতিধ্বনি তুলল অন্যেরা।

'এবার কাউন্ট ডি টার্নির জন্যে টোস্ট করব আমরা,' বললেন লর্ড অ্যান্টনি। 'প্রার্থনা করি তিনিও যেন অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে যান।'

'আপনার কথা যেন সত্যি হয়,' আবেগে বুজে এসেছে কাউন্টেসের গলা।

'ধৈর্য ধরুন, ম্যাডাম,' বললেন লর্ড অ্যান্টনি। 'আপনার স্বামীও নিরাপদেই পৌঁছে যাবেন।'

'ঈশ্বরের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। এখন তিনিই ভরসা। প্রার্থনা করা ছাড়া আমার তো আর কিছু করার নেই। আশায় বুক বেঁধে...'

'ম্যাডাম,' বাধা দিয়ে বললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। 'ঈশ্বরের ওপর অবশ্যই ভরসা রাখবেন, তবে আপনার ইংরেজ বন্ধুদেরকেও ভুলে যাবেন না যেন।'

'কি যে বলেন!' জবাবে বললেন ভদ্রমহিলা। 'আপনাদের ওপর পুরোপুরি আস্থা আছে আমার। কিন্তু কি করব বলুন, মন যে মানে না। আমার স্বামী বিপদের মধ্যে পড়ে রয়েছেন। বাচ্চাদের কথা ভাবতে না হলে ওঁকে ফেলে কখনোই আসতাম না আমি। ওরা আমাকে ছাড়া কিছুতেই আসতে চাইল না। আপনারাও কথা দিলেন, আমার স্বামীকে নিরাপদে পৌঁছে দেবেন। সব দিক ভেবে চলে এলাম। আমি তো এখন নিরাপদ, কিন্তু উনি কি করছেন, কেমন আছেন কিছুই জানি না। আমার আসলে আসাই উচিত হয়নি।'

কান্নায় ভেঙে পড়লেন ভদ্রমহিলা। সুজান সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল মাকে।

লর্ড অ্যান্টনি ও স্যার অ্যাণ্ড্রুকেও ছুঁয়ে গেল ওদের কষ্ট, তবে এদের সান্ত্বনা জানানোর ভাষা খুঁজে পেলেন না ওঁরা।

'আমি জানি,' স্যার অ্যাণ্ড্রুর দিকে চেয়ে বলল সুজান, 'বাবাকে আপনি ঠিকই পার করে আনতে পারবেন। যেভাবে আমাদের নিয়ে এলেন—'

ওর কথায় স্যার অ্যাণ্ড্রুর প্রতি এত বেশি আস্থা প্রকাশ পেল যে হাসি ফুটল সবার মুখে।

'সব কৃতিত্ব কিন্তু আমাদের নেতার। আমরা তাঁর নির্দেশেই কাজ করি।'

'আপনাদের নেতা মানে?' অবাক হয়েছেন যেন কাউন্টেস। 'অবশ্য নেতা তো একজন অবশ্যই থাকবেন। এ কথা তো আগে একবারও ভাবিনি। উনি থাকেন কোথায়? ওঁকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।'

'কিছু মনে করবেন না, ম্যাডাম,' বললেন লর্ড অ্যান্টনি। 'সেটা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'কারণ স্কারলেট পিম্পারনেল আড়ালে থেকে কাজ করতেই ভালবাসেন।

কজন বিশ্বস্ত অনুগামী ছাড়া তাঁর পরিচয় জানে না আর কেউ। এবং অনুগামীরাও তাঁর পরিচয় গোপন রাখার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

'স্কারলেট পিম্পারনেল?' হেসে উঠে জানতে চাইল সুজান। 'অদ্ভুত নাম তো! এমন নাম কেন? এর মানে কি?'

সুজানের কৌতূহলী চোখজোড়া স্যার অ্যাণ্ড্রুর ওপর স্থির। স্কারলেট পিম্পারনেলের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছে দু চোখে।

'স্কারলেট পিম্পারনেল,' বললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। 'ইংল্যাণ্ডের এক জাতের ফুল। অবশ্য দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃসাহসী মানুষটির নামও বটে।'

'হ্যাঁ,' বলল সুজানের ভাই, 'আমি ওঁর নাম শুনেছি। বয়সও নাকি অল্প ওঁর। প্যারিসে তো সবাই তাঁর নাম জানে। কোন অভিজাত প্যারিস থেকে পালিয়ে গেলেই পাবলিক প্রসেকিউটর মিস্টার ফকুয়ে টিনভিল একটা করে কাগজ পান। লাল রঙের একটা ফুল আঁকা থাকে তাতে। তাই না?'

'ঠিক তাই,' সম্মতি জানালেন লর্ড অ্যান্টনি।

'তারমানে ভদ্রলোক আজও অমন একটা কাগজ পাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ।'

'ওহ্, ভদ্রলোকের চেহারাটা যা হবে না!' আমুদে গলায় বলল সুজান। 'লাল ফুলটা দেখলেই মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করবে তাঁর।'

'স্যার,' বললেন কাউন্টেস। 'আমার কাছে সবই রূপকথার গল্পের মত শোনাচ্ছে।'

'রূপকথাই ভাবুন না, অসুবিধে কিসের?'

'আপনারা আর আপনাদের নেতা কেন এতবড় ঝুঁকি নিচ্ছেন ফরাসিদের জন্যে?'

'স্পোর্টস, কাউন্টেস, স্পোর্টস,' বললেন লর্ড অ্যান্টনি। 'আমরা খেলাপাগল জাতি। বাঘের থাবা থেকে শিকারকে বার করে আনাও তো এক ধরনের খেলা, তাই না?'

'আর কি কোনই কারণ নেই?'

'সেটা আপনিই খুঁজে নিন না। এটা আমাদের কাছে নিছকই একটা খেলা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের চোখে ধুলো দেয়া।'

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন কাউন্টেস। এই ধনী যুবকরা শুধুমাত্র আনন্দের জন্যে জীবন বাজি রাখছে, গাঁটের পয়সা খরচ করছে তা তিনি বিশ্বাস করেনই বা কিভাবে? ফ্রান্সের মাটিতে একবার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু। তারপরও এই দুঃসাহসী ইংরেজ যুবকদের দলটি বারবার উদ্ধার করে আনছে ফরাসি অভিজাতদের। নিজের পলায়নের কথা ভেবে কেঁপে উঠলেন তিনি। একটা ছ্যাকরা গাড়ির হুডের তলায় লুকিয়ে দু' সন্তান সহ পালিয়ে এসেছেন। বাইরে চিৎকার করছিল জনতা: 'সব অভিজাতের কল্লা চাই।'

'আপনাদের দলে মোট কজন মেম্বার?' জিজ্ঞেস করল সুজান।

'বিশ জন। একজন নির্দেশ দেন, অন্যরা পালন করে। আমরা প্রত্যেকেই ইংরেজ, প্রত্যেকেই শপথবদ্ধ—নেতাকে মানব, নিরীহ মানুষদের উদ্ধার করব।'

'ঈশ্বর আপনাদের সবার মঙ্গল করুন,' বললেন কাউন্টেস। 'ফ্রান্সে সবাই খেপা আমাদের ওপর, বিশেষ করে মহিলারা।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন কাউন্টেস।

'এদের মধ্যে মার্গারিট সেন্ট জাস্টের কথাই ধরুন। সে সবার সামনে মারকুইস অভ সেন্ট সির এবং তাঁর পরিবারের কি বদনামটাই না করেছে। আর তার ফলে জীবন দিতে হয়েছে ওঁদেরকে।'

'মার্গারিট সেন্ট জাস্ট?' বলে উঠলেন লর্ড অ্যান্টনি। স্যার অ্যাণ্ড্রুর দিকে চকিতে চাইলেন। 'মার্গারিট সেন্ট জাস্ট–ঠিক জানেন তো?'

'হ্যাঁ!' জবাব দিলেন কাউন্টেস। 'নামকরা অভিনেত্রী ছিল, বিয়ে করেছে এক ইংরেজকে। চেনেন নাকি তাকে?'

'চিনি মানে?' বললেন লর্ড অ্যান্টনি। 'লেডি ব্ল্যাকনিকে চিনব না? ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড়লোকের স্ত্রী তিনি। আমরা সবাই চিনি তাঁকে।'

'প্যারিসে আমরা একই স্কুলে পড়তাম,' বলল সুজান। 'দুজনে একই সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে এসেছিলাম, ভাষা শেখার জন্যে। ওকে তো ভাল মেয়ে বলেই জানতাম, সে যে এমন কাজ করবে ভাবাই যায় না।'

'আমারও বিশ্বাস হতে চাইছে না,' বললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। 'মারকুইস অভ সেন্ট সিরের বদনাম কেন করবেন উনি? নিশ্চয় কোথাও কোন গণ্ডগোল–'

'তা নয়, স্যার,' ঠাণ্ডা গলায় বললেন কাউন্টেস। 'মার্গারিট সেন্ট জাস্টের ভাই মার্কামারা রিপাবলিকান। আমার কাজিন মারকুইস-অভ সেন্ট সিরের সঙ্গে কি নিয়ে যেন গোলমাল হয়েছিল তার। সেন্ট জাস্টরা ছা পোষা লোক। রিপাবলিকান সরকার ওদেরকে গুপ্তচরের চাকরি দিয়েছে। এই হচ্ছে আসল ঘটনা। কেন, জানতেন না?'

'উড়ো খবর কানে এসেছিল, তবে পাত্তা দিইনি। মহিলার স্বামী স্যার পার্সি ধনী লোক, প্রিন্স অভ ওয়েলসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কাজেই তাঁর স্ত্রীর পরিবার সম্পর্কে কোন কথা রটলে প্রমাণ ছাড়া সেটা বিশ্বাস করি কিভাবে?'

'যাক গে, বাদ দিন। ইংল্যাণ্ডে এখন শান্তিতে থাকতে পারলেই আমরা খুশি। ওই মহিলার মুখ যেন জীবনে আর দেখতে না হয়।'

তিনি যখন কথা বলছেন তখন একটা দূরাগত কোচের ঠন্ ঠন্ শব্দ শোনা গেল। ক্রমশ জোরাল হচ্ছে শব্দটা। এ মুহূর্তে খোয়া বিছানো রাস্তায় ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পরমুহূর্তেই এক স্টেবল বয় কফি রুমের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। উত্তেজিত সে।

'স্যার পার্সি ব্ল্যাকনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এখুনি এসে যাবেন,' উঁচু গলায় জানান দিল ছেলেটি।

খানিক বাদেই ফিশারম্যান্স রেস্টের বারান্দার কাছে চার ঘোড়ায় টানা সুসজ্জিত কোচটি এসে থামল।

তিন

স্টেবল বয়ের ঘোষণা শুনেই লাফিয়ে উঠলেন লর্ড অ্যান্টনি। উত্তেজিত কণ্ঠে নির্দেশ দিতে লাগলেন জেলিব্যাণ্ডকে।

'লেডি ব্ল্যাকনিকে একটা মিনিট দেরি করিয়ে দিন। বাইরে গিয়ে গল্প শুরু করুন ওঁর সঙ্গে। এই ফাঁকে এঁরা সরে যাবেন ঘর থেকে। কি মুশকিল যে হলো!'

দাঁড়িয়ে পড়েছেন কাউন্টেসও, নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছেন।

বাইরে পরিচারক তখন অভ্যর্থনা জানাচ্ছে ওঁদের।

'গুড ডে, স্যার পার্সি! গুড ডে, ইয়োর লেডিশিপ!' একটু পরেই সবার কণ্ঠ ছাপিয়ে মিষ্টি একটা গলা কলকল করে উঠল। উচ্চারণে ভিনদেশী ভাব স্পষ্ট। ঘর ছেড়ে বেরনোর সময় কাউন্টেসের কানেও গেল কণ্ঠস্বরটা। সুজানও মায়ের পিছু নেয়ার জন্যে তৈরি হলো, তবে একই সঙ্গে বিষণ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল দরজার দিকে। স্কুল বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে মন আনচান করছে তার।

দরজা খুলে দিলেন জেলিব্যাণ্ড।

'কি দিন রে, বাবা! উফ্,' কোকিলকণ্ঠীর কথাগুলো শুনতে পেল সকলে।

'সুজান, জলদি আয়,' কঠোর গলায় আদেশ করলেন কাউন্টেস।

'ওহ্, মা!' সুজানের কণ্ঠে মিনতি।

'মাই লেডি...অ্যা...মাই লেডি,' দুর্বল কণ্ঠে আওড়ে চলেছেন জেলিব্যাণ্ড। ভেবে পাচ্ছেন না কিভাবে সম্মানিত অতিথিদের ঘরে ঢোকা থেকে বিরত করবেন।

'কি ব্যাপার বলুন তো,' অবাক হয়েছেন লেডি ব্ল্যাকনি। 'ঘরে ঢুকতে দেবেন না নাকি? উফ্, শীতে মরছি। ফায়ারপ্লেসটা কোথায়?' পরমুহূর্তেই জেলিব্যাণ্ডকে আলতো করে ঠেলে কফিরুমে ঢুকে পড়লেন লেডি ব্ল্যাকনি।

লেডি ব্ল্যাকনি লম্বা, দেখতেও খুব সুন্দরী। কাউন্টেস পর্যন্ত এই সুন্দরী যুবতীকে দেখে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন।

লেডি ব্ল্যাকনি এক ঝলকে ঘরের সবাইকে দেখে নিলেন। স্যার অ্যাণ্ড্রুব দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন তিনি, হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'কেমন আছেন, লর্ড টনি? ডোভারে যে-কি ব্যাপার?' জানতে চাইলেন ভদ্রমহিলা। তারপর জবাবের অপেক্ষা না করেই ঘুরে কাউন্টেস ও সুজানের মুখোমুখি হলেন। উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওঁর চেহারা, দু হাত বাড়িয়ে দিলেন সুজানের উদ্দেশে।

'আরে, সুজান না! ইংল্যাণ্ডে এলে কবে? ম্যাডামও এসেছেন দেখছি!'

হাসি মুখে ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। ওদিকে প্রমাদ গুণছেন লর্ড অ্যান্টনি আর স্যার অ্যাণ্ড্রু। সাধারণ মানুষের প্রতি ফরাসি অভিজাতদের তিক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও ঘৃণার কথা ভালই জানা আছে তাঁদের। লেডি ব্ল্যাকনির ভাই আরমাণ্ড সেন্ট জাস্ট একজন রিপাবলিকান। সেন্ট সির পরিবারের সঙ্গে তার বিবাদের ফলে সেই পরিবারের প্রায় সব সদস্যকেই প্রাণ হারাতে হয়েছে। ফ্রান্সে সেন্ট জাস্টের

দল জয়লাভ করেছে। ফলে, পালাতে বাধ্য হয়েছেন কাউন্টেস ও তাঁর সন্তানরা। কাজেই সেন্ট জাস্টের বোনকে ক্ষমা করার কথা ভাবতেই পারেন না তিনি।

'সুজান, ওই মহিলার সঙ্গে কোন কথা নয়,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন কাউন্টেস হাত রাখলেন মেয়ের বাহুতে।

কথাগুলো ইংরেজিতে বললেন ভদ্রমহিলা, যাতে ঘরের প্রত্যেকে বুঝতে পারে।

দুই ইংরেজ ভদ্রলোক, সরাইখানার মালিক ও তাঁর মেয়ে আঁতকে উঠল। কাউন্টেস এত সাহস পেলেন কিভাবে! লেডি ব্ল্যাকনি শুধু যে স্যার পার্সির স্ত্রী তাই নয়, তিনি ওয়েলসের রাজকুমারীর বান্ধবীও বটে।

মার্গারিট ও কাউন্টেসের মধ্যে অবশ্য কোন ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না। কাউন্টেস তখনও ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, হাত মেয়ের বাহুতে। ভ্রূ উঁচিয়ে শ্রাগ করলেন লেডি ব্ল্যাকনি।

'সুজান, তোমার পায়ের তলায় কি আঠা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে?' হেসে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আমরা এখন ইংল্যাণ্ডে, ম্যাডাম,' সুজানের হয়ে জবাব দিলেন তার মা। 'আমি চাই না আমার মেয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলুক। এ ব্যাপারে আমার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।' লেডি ব্ল্যাকনির দিকে দৃষ্টিপাত না করে লর্ড অ্যান্টনি ও স্যার অ্যাণ্ড্রুর উদ্দেশে ঝুঁউ করলেন ভদ্রমহিলা। তারপর গটগটিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

ঘরে পিন পতন নিস্তব্ধতা। মূর্তির মত যেন জমে গেছেন মার্গারিট, চো[illegible] পাথুরে দৃষ্টি। অবশ্য সুজান ওর মায়ের পিছু নিতে যেতেই বদলে গেল তাঁ[illegible] চোখের ভাষা। বিষণ্ণতা স্থান করে নিয়েছে দু চোখে। ব্যাপারটা লক্ষ ক[illegible] মার্গারিটের জন্যে মনটা খারাপ হয়ে গেল সুজানের। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধর[illegible] পুরানো বান্ধবীকে, চুমু খেল। তারপর ঘর ছাড়ল।

সুজানের আচরণে পরিবেশ হালকা হয়ে এল অনেকখানি।

[illegible] কি মেজাজ দেখলেন?' স্যার অ্যাণ্ড্রুর উদ্দেশে বললেন মার্গারিট [illegible] বুড়ো বয়সে [illegible] ভিমরতী [illegible] ধরলেই হয়।'

[illegible] কাউন্টেসের [illegible] গলা নকল করে বললেন তিনি, 'সুজা[illegible] [illegible]'

'দারুণ! [illegible] চেঁচিয়ে উঠলেন লর্ড টনি। 'আপনার মত অভিনেত্রীকে ছিনিয়ে [illegible] পার্সি প্যারিসবাসীর বিরাট ক্ষতি করে দিয়েছেন।'

'স্যার পার্সি অনেক কিছুই পারেন,' মৃদু হেসে বললেন মার্গারিট 'গোমড়ামুখো কাউন্টেসকেও হয়তো হাসিয়ে ছাড়তেন।'

কাউন্টেস ডি টার্নির ছেলে ঘরেই রয়েছে। প্রয়োজন পড়লে মায়ের সম্মা[illegible] রক্ষার্থে ডুয়েল লড়বে সে। লেডি ব্ল্যাকনি তার মায়ের নকল করে দেখানোর জন্যে যেই সে প্রতিবাদ জানাতে যাবে ঠিক তখনই উঁচু স্বরে হাসির শব্দ কানে এ[illegible] তার। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন জমকালো পোশাক পরিহিত লম্বা মত এক ভদ্রলোক।

স্যার পার্সি ব্ল্যাকনির লম্বা-চওড়া, শক্ত ধাতের শরীর। সুদর্শনই হয়তো বলা যেত তাঁকে যদি না তাঁর ভাবলেশহীন চোখ জোড়া আর নির্বোধ হাসি বিপত্তি ঘটাত।

স্যার পার্সি ইংল্যাণ্ডের অন্যতম ধনী ব্যক্তি। বছরখানেক আগে সুন্দরী লেডি ব্ল্যাকনিকে বিয়ে করে এনে লণ্ডনের মানুষকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। অনেকেই ভেবে অবাক হয়েছে, তাঁর মত মোটা বুদ্ধির লোক অমন বুদ্ধিমতী স্ত্রী বাগালেন কিভাবে।

প্যারিসে মার্গারিট অর্থাৎ লেডি ব্ল্যাকনির ভক্তের অভাব ছিল না। তাছাড়া তিনি রিপাবলিকান। সকলেই সমান তাঁর চোখে। 'টাকা আর বংশ পরিচয় পূর্বপুরুষরা রেখে যেতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি?' বলতেন তিনি, 'ওটা নিজস্ব ব্যাপার, অর্জন করে নিতে হয়।'

প্যারিসের প্রতিষ্ঠিত পুরুষরা প্রায়ই বেড়াতে যেত তাঁর বাড়িতে। কিন্তু একদিন এমন একটি কাজ করে বসলেন মহিলা যে থ বনে গেল সবাই। বলা নেই কওয়া নেই তিনি বিয়ে করে বসলেন স্যার পার্সিকে। বন্ধুরা বুঝে পেল না কোন্ বুদ্ধিতে তিনি স্যার পার্সির মত নির্বোধ লোককে বিয়ে করলেন। গুঞ্জন উঠল স্যার পার্সির টাকার জন্যে মার্গারিট বিয়েটা করেছেন। অন্যেরা বলল, মার্গারিট সত্যিকারের ভালবাসা পেয়েছেন ভদ্রলোকের কাছে। তাছাড়া, স্যার পার্সিকে বিয়ে করলে নিজের ইচ্ছেমত চলতে পারবেন তিনি। তবে আসল ব্যাপার হচ্ছে, মার্গারিট টাকা-পয়সার পরোয়া করেন না। ভাল বংশের আরও অনেক ধনী অনুরাগী তাঁর পিছে ঘুরঘুর করত।

লণ্ডন সমাজ প্রথম কিছুদিন মনে করেছিল স্যার পার্সি ভুল করেছেন। এমন বর্ণময় চরিত্রের মেয়েকে বিয়ে করা তাঁর উচিত হয়নি। স্যার পার্সি হালে লণ্ডনের উঁচু সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শৈশবে বিদেশে ছিলেন তিনি। তাঁর জন্মের সময় মা ছিলেন অসুস্থ—পাগল। তখনকার দিনে পাগলামিকে ঈশ্বরের অভিশাপ মনে করা হত। স্যার পার্সির বাবা স্ত্রীর চিকিৎসার সব রকম ব্যবস্থাই করলেন, কিন্তু কোন ফল হলো না। অসুস্থ মা ও তাঁর পরিচর্যায় সদা ব্যস্ত বাবার ছত্রছায়ায় মানুষ হলেন তিনি। তাঁর বাবা খরুচে লোক ছিলেন না। ফলে বাবা-মার মৃত্যুর পর বিপুল সম্পত্তির মালিক হলেন স্যার পার্সি।

লণ্ডন সমাজ দু হাত বাড়িয়ে বরণ করে নিল স্যার পার্সি ও তাঁর স্ত্রীকে। স্যার পার্সির রয়েছে টাকা আর তাঁর স্ত্রীর রয়েছে গুণ। প্রিন্স অভ ওয়েলসের সঙ্গেও খাতির হয়ে গেল এই দম্পতির। ছ মাসের মধ্যেই শহরের ফ্যাশন আর স্টাইলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বনে গেলেন এঁরা দুজন। লণ্ডনের যুবকরা স্যার পার্সির বোকা মার্কা হাসি পর্যন্ত অনুকরণ করতে শুরু করল।

স্ত্রী গর্বে স্যার পার্সি গরীয়ান। স্ত্রীকে রাজ্যের গয়নাগাটি কিনে উপহার দিতে শুরু করলেন।

রিচমণ্ডের চমৎকার এক বাড়িতে বাস করেন তাঁরা। মাঝে মধ্যেই পার্টি দেন। লণ্ডনের অভিজাতরাও দাওয়াত পাওয়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন।

যাহোক, কফিরুমে ঢুকে স্যার পার্সি দেখতে পেলেন কারও মুখে কথা নেই।

'কি খবর, টনি! ফোকস, কেমন আছেন?' ওঁদের সঙ্গে করমর্দন করলেন ভদ্রলোক। 'কি বাজে দিন দেখেছেন!'

'ব্যাপার কি?' কেউ জবাব দিল না দেখে খানিক বাদে আবার মুখ খুললেন তিনি। 'সবাই এত চুপচাপ কেন?'

'এমনিই,' হাসতে চেষ্টা করে বললেন মার্গারিট। 'তুমি চিন্তা কোরো না। তেমন কিছুই হয়নি, শুধু তোমার স্ত্রীকে একটু অপমান করা হয়েছে।'

'কি বললে! কার এতবড় সাহস?'

তরুণ কাউন্ট এগিয়ে এল সামনে। ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'আমার মা কাউন্টেস ডি টার্নি ওঁকে অপমান করেছেন। আমি তাঁর হয়ে ক্ষমা চাইতে পারছি না, কারণ তিনি ঠিক কাজই করেছেন। আপনি অপমানিত বোধ করলে আমার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে পারেন।'

'ভালই তো,' হেসে ফেললেন স্যার পার্সি। 'এত সুন্দর ইংরেজি শিখেছ কোথায়? আমি—'

'মঁসিয়ে,' বাধা দিয়ে বলল তরুণ। 'আমি আপনাকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করছি।' তরোয়াল বাগিয়ে ধরল ও।

'করছ কি তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন স্যার পার্সি।

'দেখছেনই তো তরোয়াল ড্র করেছি,' জবাবে বলল তরুণ কাউন্ট।

হেসে ফেললেন মার্গারিট।

'আপনি তো খেলোয়াড় মানুষ, লর্ড টনি। কার পক্ষে বাজি ধরবেন? আমি কিন্তু এই কাউন্টের পক্ষে!'

স্যার পার্সি তখন ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ে রয়েছেন তরুণের দিকে। তারপর গোটা কয়েক হাই তুলে বললেন, 'তরোয়াল দিয়ে কি হবে?'

'ডুয়েল, মঁসিয়ে,' আবার জানাল তরুণ।

'ডুয়েল? তুমি দেখছি খুন ঝরাতে চাও। কিন্তু আমি যে ডুয়েল লড়ি না। ডুয়েল লড়ে বোকারা, তাই না, টনি?'

'লর্ড টনি,' মিষ্টি করে ডাকলেন মার্গারিট। 'এই ছেলেটির মেজাজ চড়ে গেছে। একে এখুনি ঠেকান, নইলে অনর্থ হয়ে যাবে।'

'ঠিকই বলেছেন,' বললেন লর্ড অ্যান্টনি। তরুণের কাঁধে হাত রাখলেন। 'ইংল্যাণ্ডে পৌছেই মারামারিতে জড়িয়ে পড়লে তোমার বদনাম হবে।'

'তাই? আমি কোন অন্যায় করে থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি!' বলল তরুণ।

'এই তো ভাল ছেলের মত কথা,' বললেন স্যার পার্সি। 'ফোকস, এসব পচা মালগুলোকে ইংল্যাণ্ডে আনার পথে মাঝ সমুদ্রে ফেলে দিলেই পারতেন।'

হেসে ফেললেন মার্গারিট। চোয়াল শক্ত হলো তরুণ কাউন্টের, তবে মাথা নিচু করে রইল।

ঘরে শান্তি ফিরে এল আবার।

'জেলি, এক বাটি গরম পানশের ব্যবস্থা করো। জলদি!' বললেন স্যার পার্সি।

'আমাদের পানশ গেলার সময় নেই। ক্যাপ্টেন চলে আসবেন শিগ্‌গিরই। জোয়ার থাকতে থাকতেই আমার ভাইয়ের রওনা দেয়া উচিত,' বললেন মার্গারিট।

'এখনও অনেক সময় আছে,' বললেন স্যার পার্সি।

'আমার মনে হয়, ইয়োর লেডিশিপ,' শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন জেলিব্যাণ্ড, 'আপনার ভাই ক্যাপ্টেনের সঙ্গেই আসবেন।'

'তবে তো আরও ভাল!' বললেন স্যার পার্সি। 'আরমাণ্ডও তবে খানিকটা পানশ খেয়ে যেতে পারবে।'

'আমি একটু বাইরে গিয়ে দেখি ওরা আসছে কিনা,' বললেন মার্গারিট।

কেউ আপত্তি করলেন না। সবাই জানেন মার্গারিট তাঁর ভাই আরমাণ্ডকে অসম্ভব ভালবাসেন। রিচমণ্ডে বোনের সঙ্গে কদিন কাটিয়েছে সে। এখন ফিরে যাচ্ছে দেশে, কর্তব্যের টানে।

স্যার পার্সি কফি রূমের দরজা খুলে দিলেন স্ত্রীর জন্যে।

বাইরে বেরিয়ে এসে প্রাণভরে শ্বাস নিলেন মার্গারিট। বৃষ্টি থেমে গেছে। ভেসে যাচ্ছে মেঘের ভেলা, তার ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে চাইলেন মার্গারিট। সাদা পালের আকর্ষণীয় স্কুনারটা আরমাণ্ডকে ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষমাণ।

দূর থেকে দুটো মানুষকে ফিশারম্যান্স রেস্টের দিকে আসতে দেখা গেল। একজন বয়স্ক মত। নাবিক। অন্যজন তরুণ, একহারা গড়ন।

'আরমাণ্ড!' ভাইকে দেখে হাসি ফুটল মার্গারিটের মুখে।

সামান্য পরেই ভাই বোন আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো। বৃদ্ধ ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে রইলেন এক পাশে।

'জাহাজ ছাড়তে আর কতক্ষণ বাকি, ব্রিগস?' জিজ্ঞেস করলেন মার্গারিট।

'আধ ঘণ্টা মত,' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন।

ভাইয়ের হাত ধরে পাহাড়ের দিকে এগোলেন মার্গারিট।

'আধ ঘণ্টা পরে তুই আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাবি রে, ভাই। আমার মনটা কিছুতেই মানতে চাইছে না। এ দিন কটা কত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল।'

'বেশি দূরে যাচ্ছি কই?' বলল যুবক। 'তাছাড়া ফিরেও আসব জলদি।'

'আসলে আমি দূরত্বের কথা বলছি না,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন মার্গারিট। 'প্যারিসের যে অবস্থা...'

'দেশটা তো আমাদের।'

'তা ঠিক। তবে খুব বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আমরা দুজনেই তো রিপাবলিকান। স্বাধীনতা আর সাম্যে বিশ্বাসী। কিন্তু স্বীকার করবি নিশ্চয় ঘটনা এতদূর না গড়ালেও চলত।'

'চুপ করো!' বলল আরমাণ্ড। চকিতে দেখে নিল চারপাশ।

'এই দেখ, ইংল্যাণ্ডেই তুই ওসব ব্যাপারে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিস আর ফ্রান্সে? তুই আর ওদেশে যাস না রে, যাস না। যদি...যদি...'

গলা বুজে এল মার্গারিটের। কান্নায় ভেঙে পড়লেন মহিলা।

'মার্গারিট, তুমি তো সাহসী মানুষ, তোমার ভাই যদি কাপুরুষের মত আচরণ করে তবে তোমার মান থাকবে?'

'আরমাণ্ড, তুই ছাড়া আমার আর কে আছে বল।'

'কেন পার্সি– ও আছে না?'

মার্গারিটের চেহারায় মেঘ ঘনাল।

'ও আমাকে আর আগের মত ভালবাসে না।'

'মার্গারিট, একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করছে। প্রশ্নটা এতদিন চেপে রেখেছিলাম, আর পারছি না।'

'কি প্রশ্ন?'

'তোমার স্বামী কি জানে...মানে মারকুইস সেন্ট সিরের গ্রেপ্তার হওয়ার ব্যাপারে তোমারও যে হাত ছিল তা কি তোমার স্বামীকে বলেছ?'

তেতো হাসলেন মার্গারিট।

'বিয়ের পর খানিকটা জানিয়েছি। তবে অন্য লোকের মুখে আগেই ঘটনাটা শুনেছে। আমিও আর গায়ে পড়ে বলতে যাইনি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি! সে আমাকে এখন মনেপ্রাণে ঘৃণা করে।'

'কিন্তু ও তো তোমাকে অসম্ভব ভালবাসত।'

'বাসত, এখন আর বাসে না। ও আমাকে রীতিমত পূজা করত। সেজন্যেই বিয়ে করেছিলাম ওকে। অন্য কোন কারণ ছিল না। ভেবেছিলাম সারাজীবন ও এমনি করেই ভালবাসবে। কিন্তু বিয়ের কদিনের মধ্যেই সব স্বপ্ন ভেঙে গেল।'

দীর্ঘশ্বাস পড়ল মার্গারিটের। বোনের মনের কষ্ট ছুঁয়ে গেছে আরমাণ্ডকে। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তার মুখ, তবে সে জানে কেন স্যার পার্সি বদলে গেছেন। স্যার পার্সি বংশ পরিচয় নিয়ে গর্বিত। যখনই জানতে পেরেছেন মার্গারিট অভিজাত বংশীয় এক লোক ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে শক্রতা করেছে তখনই বিগড়ে গেছেন ভদ্রলোক।

'দোষ কিন্তু ওকেও দেয়া যায় না,' বলল আরমাণ্ড। 'ওর জায়গায় হলে আমিও হয়তো খেপে যেতাম। এই নির্বিচার খুনোখুনি আমার নিজেরই ভাল লাগছে না। সুযোগ থাকলে আমি অভিজাতদের পালিয়ে আসতে সাহায্য করতাম। ওদের সবাই তো আর খারাপ ছিল না।'

'মনে হচ্ছে তুই ওদের প্রতি দুর্বল।'

'তা তো খানিকটা বটেই। সেন্ট সিরের মেয়েকে ভালবাসতাম জানোই তো। ওকেও তো মেরে ফেলা হয়েছে!'

'আরমাণ্ড, সত্যি করে একটা কথা বলবি?'

'কি কথা বল।'

'তুই কি অভিজাতদের সাহায্য করছিস, ভাই?'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল আরমাণ্ড। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, করছি।'

সময় গড়িয়ে গেছে, ব্রিগস ডাকাডাকি করছেন। বোনের বিয়ের পর এই প্রথমবারের মত ইংল্যাণ্ডে এসেছে আরমাণ্ড। এসে বুঝেছে বিয়ের কমাসের মধ্যেই

একটা অদৃশ্য দেয়াল তৈরি হয়ে গেছে দুজনের মাঝখানে। ভাই বোন পরস্পরকে এখনও আন্তরিকভাবে ভালবাসে। তবে দুজনে যেন দু ভুবনের বাসিন্দা। একজন অন্যজনের ভুবনে সাহস করে ঢুকতে পারে না।

পাহাড় থেকে নেমে এল দুজনে। ব্রিগস অপেক্ষা করছিলেন সৈকতে দাঁড়িয়ে। আরমাণ্ডকে নিয়ে এবার উঠে পড়লেন একটা বোর্ডের ওপরে।

'সাবধানে থেকো, নিজের যত্ন নিয়ো,' বোনকে চুমু খেয়ে বলল আরমাণ্ড।

'তুই সুস্থ অবস্থায় ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসিস। আমি অপেক্ষায় থাকব,' কোনমতে বলতে পারলেন মার্গারিট। তাঁর দু চোখ ছাপিয়ে কান্নার বান ডেকেছে।

চার

ডেড্রিম পাল তুলল। বিষাদে ভরে রয়েছে মার্গারিটের মন। ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে জাহাজ।

মার্গারিট যেখানে দাঁড়িয়ে তার বাঁ পাশে ফিশারম্যান্স রেস্টের আলোর ঝলকানি। মাঝেমধ্যেই ভেসে আসছে হাসির শব্দ আর দু চারটে কথা। স্বামীর গবেট হাসি জ্বালা ধরাচ্ছে তাঁর শরীরে। লোকটি অনেক করেছেন তাঁর জন্যে, তবু বিতৃষ্ণা দূর হয় না মার্গারিটের। স্বামীকে প্রায়ই কথার ঘায়ে আহত করতে চান। বোঝাতে চান, গাড়ল লোকটিকে তিনি ঘৃণা করেন। তবে এতসবের পরও তাঁর প্রতি লোকটির এক সময়ের দুরন্ত ভালবাসার কথা মনে পড়লে হাহাকার করে ওঠে অন্তর।

কিভাবে যেন কর্পূরের মত উবে গেল স্যার পার্সির ভালবাসা, অনুরাগ। বিয়ের পরদিন স্বামীকে জানিয়েছিলেন কজন বন্ধুকে তিনি মারকুইস অভ সেন্ট সিরের কথা বলেছেন। সে সব বন্ধুরা কথাগুলোকে মারকুইসের বিরুদ্ধে লাগিয়ে সপরিবারে তাঁকে গিলোটিনে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে।

মারকুইসকে ঘৃণা করেন মার্গারিট। বেশ কবছর আগে আরমাণ্ড তাঁর মেয়ে অ্যাঞ্জেল সেন্ট সিরের প্রেমে পড়েছিল। একদিন কবিতা লিখে পাঠিয়েছিল মেয়েটিকে। পরদিন রাতের বেলায় প্যারিসে ঢোকার মুখে মারকুইসের চাকরদের হাতে বেদম মার খেতে হয়েছিল তাকে। অল্পের জন্যে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল সে। একজন অভিজাত বংশের মেয়েকে ভালবাসাই ছিল তার একমাত্র অপরাধ।

তারপর এল বিপ্লব। মার্গারিট ও তাঁর ভাই সমর্থন করলেন বিপ্লবকে। মারকুইস করলেন না। মার্গারিট জানতে পারলেন, মারকুইস অস্ট্রিয়ার সম্রাটকে এই বিদ্রোহ দমন করতে আহ্বান জানিয়েছেন। খবরটা মার্গারিটের বন্ধুদের মাধ্যমে ট্রাইবুনালের কানে যেতেও দেরি হলো না। গ্রেপ্তার করা হলো মারকুইসকে। তল্লাশী চালানো হলো তাঁর বাড়িতে। গোপনীয় চিঠি আর কাগজপত্র পাওয়া গেল। অস্ট্রিয়ার সম্রাট মারকুইসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সৈন্য পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ফলে, মারকুইসকে সপরিবারে গিলোটিনে মুণ্ডু দিতে হলো।

ঘটনাটা মার্গারিটকে খুশি করতে পারেনি। তাঁর জন্যে এতগুলো মানুষের প্রাণ

গেল এটা তিনি মানতে পারলেন না। তবে কিছু করারও ছিল না। স্যার পার্সিকে একথা বলাতে তিনি যে ব্যাপারটাকে এতটা গুরুত্ব দেবেন তা ভাবতে পারেননি মার্গারিট। কথাগুলো অবশ্য খুব শান্তভাবেই শুনেছিলেন ভদ্রলোক, কোন মন্তব্য করেননি। তবে এরপর থেকে তাঁর মধ্যে ভালবাসার ছিটে ফোঁটাও আর খুঁজে পাননি মার্গারিট। দূরত্ব সৃষ্টি হতে লাগল দুজনের মাঝে। স্যার পার্সি যেন বেখাপ্পা দস্তানার মত দূরে সরিয়ে দিলেন তাঁকে। মার্গারিট দুর্ব্যবহার করে চেতিয়ে তুলতে চেয়েছেন স্বামীকে। অন্য লোকের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে ঈর্ষা জাগাতে চেয়েছেন, পারেননি। স্যার পার্সি ঠিক বরাবরের মতই রয়ে গেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলেন, প্রচুর হাত খরচ দেন। কিন্তু মনটা তাঁর পড়ে থাকে অন্য কোথাও। সৈকতে দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাবতে ভাবতে উদাস হয়ে গিয়েছিলেন মার্গারিট। বড্ড নিঃসঙ্গ বোধ করছেন এ মুহূর্তে।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি আরেকবার চাইলেন সমুদ্রের দিকে। তারপর ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলেন সরাইখানাটার উদ্দেশে। খানিক দূর এগোতেই দেখতে পেলেন এক আগন্তুক দ্রুত হেঁটে আসছে তাঁর দিকে। লোকটিকে পাশ কাটাতে যেতেই বলে উঠল সে:

'সিটিজেনেস সেন্ট জাস্ট।'

নিজের নাম শুনে অবাক হয়ে গেলেন মার্গারিট। আগন্তুকের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রায়। বাড়িয়ে দিলেন দু হাত।

'শোভলিন!'

'ঠিকই ধরেছেন, সিটিজেনেস,' বলল আগন্তুক।

লোকটির দিকে নীরবে দু সেকেণ্ড চেয়ে রইলেন মার্গারিট। শোভলিনের বয়স বছর চল্লিশেক। ধূর্ত চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে।

'শোভলিন,' বললেন মার্গারিট, 'আপনাকে দেখে খুশি হলাম। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে কেন এসেছেন বলুন তো।'

'আমিও খুশি হয়েছি,' শোভলিনের কণ্ঠে বিদ্রূপ। 'আছেন কেমন?'

শ্রাগ করলেন মার্গারিট। 'এই এক রকম।'

'অবাক করলেন, সিটিজেনেস,' শান্ত কণ্ঠে বলল শোভলিন। এক টিপ নস্যি নিয়ে নাকে ঢোকাল।

'এতেই অবাক হয়ে গেলেন?' বলে উঠলেন মার্গারিট। 'আপনার মত বুদ্ধিমান লোকের তো বোঝা উচিত ছিল যে এখানকার আবহাওয়া আমাকে স্যুট করছে না।'

'আমার ধারণা ছিল, যে কোন সুন্দরী মহিলা ইংল্যাণ্ডের পল্লী জীবন উপভোগ করবে।'

'আমারও করা উচিত ছিল!' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মার্গারিট। 'কিন্তু পারছি কই?'

'বিয়ের এক বছরের মধ্যেই বিরক্ত হয়ে গেলেন?'

'হ্যাঁ।'

শোভলিন কোন কথা না বলে আর এক টিপ নস্যি নিল।

'আপনার নেশা এখনও কাটেনি দেখছি।'

'আমার কথা ছাড়ুন, স্যার পার্সিও তো ছাড়তে পারেননি।'

'স্যার পার্সির কথা না ওঠালেই কি নয়?' শুষ্ক শোনাল মার্গারিটের কণ্ঠ।

'মাফ করবেন। আসলে এটা এমন এক নেশা–ছাড়ানো দায়।'

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর মুখ খুলল শোভলিন।

'আপনার বিরক্তি কাটানোর একটা উপায় বাতলে দিতে পারি,' বলল সে।

'কি উপায়?'

'স্যার পার্সি।'

'তাঁর সঙ্গে আবার কি?'

'তাঁর সঙ্গেই তো সব কিছু। উপায়টা হচ্ছে–আপনি কাজে নেমে পড়ুন।'

'কাজ?'

'ফ্রান্সের হয়ে কাজ করবেন, সিটিজেনেস?'

'বলেন কি! আমি আবার ফ্রান্সের কোন্ কাজে আসব?'

'বলছি। স্কারলেট পিম্পারনেলের নাম শুনেছেন?'

'স্কারলেট পিম্পারনেল?' হেসে ফেললেন মার্গারিট। 'আর কথা পেলেন না আপনি? কি সব ফালতু আলাপ! আজকাল তো হ্যাট, ঘোড়া, খাবারের ডিশ সব কিছুর নামই শুনছি স্কারলেট পিম্পারনেল। এমন কি আমি নতুন যে ড্রেসটার অর্ডার দিয়েছি সেটার নামও স্কারলেট পিম্পারনেল।'

'এই ছদ্মনামের আড়ালে রয়েছে যে লোক সে ফ্রান্সের পয়লা নম্বর শত্রু। রিপাবলিকান গভর্নমেন্ট আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। আমার আসল কাজ হচ্ছে এই স্কারলেট পিম্পারনেলের দলের খোঁজ করা। শুনেছেন নিশ্চয় শুধুমাত্র গত মাসেই বহু অভিজাত নিরাপদে চ্যানেল পেরিয়ে পালিয়ে এসেছে। তাদের পালানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে স্কারলেট পিম্পারনেলের দল। স্কারলেট পিম্পারনেল অত্যন্ত ধুরন্ধর লোক। আমার গুপ্তচররা হাজার চেষ্টা করেও তার পরিচয় বার করতে পারেনি। আমি জানতে চাই কে এই স্কারলেট পিম্পারনেল। সেজন্যেই আপনার সাহায্য চাইছি। একবার শুধু ব্যাটার খোঁজ পেলেই হয়, পুরো দলটাকে হাতেনাতে ধরে ফেলব। লোকটাকে খুঁজে দিন, সিটিজেনেস! ফ্রান্সের এই উপকারটুকু করুন!'

নিশ্চুপে ওর কথা শুনে গেছেন মার্গারিট। ফরাসি অভিজাতদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই তাঁর। কিন্তু তাই বলে রক্তপাতও পছন্দ নয়। ইংরেজদের একটি দল ফরাসিদের প্রাণ রক্ষা করছে জানতে পেরে মনে মনে গর্ব অনুভব করেছেন তিনি। পরের জন্যে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছেন বলে এ দলের নেতার প্রতিও মনের গভীরে শ্রদ্ধা পোষণ করেন তিনি।

'ওই লোককে কোথায় পাব আমি?'

'আপনি তো প্রায় সবখানেই যান,' ফিসফিস করে বলল শোভলিন। 'অনেক কিছুই কানে আসে আপনার। আপনিই পারবেন আমাকে সাহায্য করতে।'

'বললেই তো আর হয়ে গেল না,' জবাবে বললেন মার্গারিট। 'তাছাড়া স্কারলেট পিম্পারনেলের পরিচয় জানলেই বা কি করবেন আপনি? হাজার হলেও সে ইংরেজ।'

'সেজন্যে ভাববেন না,' কাটখোট্টা হাসল শোভলিন। 'একবার বাগে পেলেই ওকে সোজা গিলোটিনে পাঠাব। তারপর না হয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে দুঃখপ্রকাশ করব, ওর বউ বাচ্চাকে ক্ষতিপূরণ দেব।'

'আপনার প্রস্তাবটা ভয়ঙ্কর,' বললেন মার্গারিট। সরে গেলেন শোভলিনের কাছ থেকে। লোকটিকে এ মুহূর্তে বিষাক্ত সাপের মত লাগছে। 'সে আর যাই হোক ভাল বংশের ছেলে। এ কাজে আমি কখনোই রাজি হতে পারি না।'

'তা হলে কি ধরে নেব পলাতক ফরাসি অভিজাতদের কাছে বারবারই অপমানিত হতে চান আপনি?'

মার্গারিটের চেহারা মুহূর্তের জন্য বিবর্ণ দেখালেও নিজেকে দ্রুত সামলে নিলেন তিনি।

'এ প্রশ্ন অবান্তর। নিজের সম্মান রক্ষা করার ক্ষমতা আমার আছে। আপনার প্রস্তাবে রাজি হতে পারছি না। আপনার তো লোকের অভাব নেই। তাদের কাজে লাগানগে যান।'

কথা কটা বলে সোজা সরাইখানার দিকে পা বাড়ালেন মার্গারিট।

'মত না পাল্টে পারবেন না, সিটিজেনেস। লণ্ডনে দেখা হবে।'

'তা হবে,' কাঁধের ওপর দিয়ে লোকটির দিকে চাইলেন মার্গারিট। 'তবে কথার কোন নড়চড় হবে না।'

কফি রুমে মার্গারিটকে ঢুকতে দেখল শোভলিন। তার ধূর্ত চাউনিতে হতাশার ছাপ পড়েনি। বরঞ্চ তার পাতলা ঠোঁট জোড়ায় এ মুহূর্তে অদ্ভুত এক বিদ্রূপের হাসি খেলে যাচ্ছে।

'এতক্ষণ ছিলে কোথায়?' মার্গারিটকে দেখে অলসভাবে বিড়বিড় করলেন স্যার পার্সি। 'আজ রাতে লণ্ডনে যেতে হবে। কাজেই সবার কাছ থেকে এখুনি বিদায় নিয়ে নাও।'

স্বামী স্ত্রী বিদায় নিয়ে তাঁদের সুসজ্জিত কোচে গিয়ে উঠলেন। দুজনকেই তিন বার করে বাউ করলেন জেলিব্যাণ্ড। সচরাচর এমন সম্মানিত অতিথি তো আসেন না তাঁর সরাইখানায়।

তাঁরা চলে গেলে পর লর্ড অ্যান্টনি ও স্যার অ্যাণ্ড্রু আয়েশ করে আগুনের সামনে বসলেন।

'স্কারলেট পিম্পারনেলকে কমিনিটের জন্যে ফ্রান্সের ক্যালেতে দেখেছিলাম, দিন দুয়েক আগে,' নিচু স্বরে বললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। 'আমাদের দু দিন আগে ইংল্যাণ্ডে পৌচেছেন তিনি। আগামী মাসের দু তারিখে আপনাকে আর হেস্টিংসকে ক্যালেতে দেখা করতে বলেছেন। সেটা পড়ছে আগামী বুধবার।'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের পরবর্তী কাজ হচ্ছে কাউন্ট ডি টার্নিকে ফ্রান্স থেকে বার করে আনা। জমবে ব্যাপারটা। সেন্ট জাস্টও আসলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই গেছেন। তাঁকে এখনও পর্যন্ত সন্দেহ করছে না কেউ। তবে তাঁদের দুজনকেই ইংল্যাণ্ডের মাটিতে নিয়ে আসা চীফ-এর জন্যেও কিন্তু কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আমি একাজে চীফের সঙ্গে থাকতে চাই।'

'আমার জন্যে বিশেষ কোন নির্দেশ আছে?'

'হ্যাঁ। শোভলিন নামে এক লোককে রিপাবলিকান সরকার ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়েছে। সে আমাদের চীফের পরিচয় জানতে ব্যগ্র, যাতে তাঁকে কিডন্যাপ করে ফ্রান্সে পাঠানো যায়। এই লোক সঙ্গে করে একদল গুপ্তচর নিয়ে এসেছে। এদের সবার পরিচয় জানার আগ পর্যন্ত ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ করতে বারণ করেছেন চীফ। উনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে নিজেই ব্যবস্থা করে নেবেন।'

যুবক দুজন ঝুঁকে পড়লেন আগুন পোহানোর জন্যে। স্যার অ্যাণ্ড্রু পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করলেন। আগুনের অস্পষ্ট আলোয় ওটা পড়তে চেষ্টা করছেন তাঁরা। এত বেশি মনোযোগী হয়ে পড়লেন যে বেঞ্চের তলা থেকে একজন লোক যে বেরিয়ে এল তা খেয়ালই করলেন না। হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে ওঁদের কাছাকাছি হলো লোকটি। মিশে রইল অন্ধকারে।

'পড়েই কাগজটা পুড়িয়ে ফেলতে বলেছেন,' বললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু।

পকেট থেকে সিগারেট বার করলেন তিনি। এ সময় অন্য এক টুকরো কাগজ মেঝেতে পড়ল। ওটা কুড়িয়ে নিলেন লর্ড অ্যান্টনি।

'কি এটা?'

'কে জানে?' অবাক হয়েছেন স্যার অ্যাণ্ড্রু।

'আপনার পকেট থেকেই পড়েছে।'

'আশ্চর্য! আরে, এটা দেখছি চীফ লিখেছেন,' দেখে নিয়ে বললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু।

কাগজটার পাঠোদ্ধার করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ওঁরা। হঠাৎ একটা মৃদু গোলমালের শব্দে সচকিত হলেন দুজনই। বারান্দার দিক থেকে আসছে আওয়াজটা।

'কিসের শব্দ?' বলে উঠলেন লর্ড অ্যান্টনি। শ্রাগ করলেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। দরজার দিকে এগোলেন লর্ড অ্যান্টনি। এক ধাক্কায় দরজাটা খুলতেই দু চোখের মাঝখানে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল কে যেন। টলমল পায়ে পিছিয়ে এলেন তিনি এ সময় আঁধারে ঘাপটি মেরে বসে থাকা ছায়ামূর্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল অপ্রস্তুত স্যার অ্যাণ্ড্রুর ওপরে।

এঁরা দুজন চেঁচিয়ে লোক জড়ো করার আগেই শত্রুপক্ষের আরও দুজন ষণ্ডামত লোক মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে দিল তাঁদের

তৃতীয় আরেকজন ঢুকল ঘরে মুখোশ পরিহিত লোকটি সঙ্গীদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'গুড!' বলল সে। 'ওদের পকেট হাতড়ে কাগজগুলো সব বার করে নাও।'

আদেশ পালিত হলো। মুখোশধারী একে একে সব কটা কাগজে চোখ বুলিয়ে নিল।

'কাজ ভালই এগোচ্ছে,' বিড়বিড় করে বলল ও। স্যার অ্যাণ্ড্রুর আরও গোটা দুয়েক চিঠি খুলল সে। তবে একটায় আরমাণ্ড সেন্ট জাস্টের সই দেখে বেশি খুশি হলো।

'ব্যাটা বিশ্বাসঘাতক,' আপন মনেই বলল ও। 'মার্গারিট সুন্দরীর এখন আর স্কারলেট পিম্পারনেলকে খুঁজে না দিয়ে উপায় রইল না।'

চিঠিগুলো পড়া শেষে নিজ দলের এক লোককে ডাকল মুখোশধারী।

'এগুলো ওদের পকেটে রেখে দাও। আর কিছু পয়সা পাও কিনা দেখো।'

পকেট হাতড়ে বেশ কটা টাকা বার করে নিল ওর লোক।

'বাবাজীরা মনে করবে ছিঁচকে চোরের কাণ্ড,' বাঁকা হাসল শোভলিন।

•

পাঁচ

কনভেন্ট গার্ডেন থিয়েটারে উৎসব চলছে সে রাতে।

প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। তিল ধারণের জায়গা নেই। দর্শকরা প্রাণভরে উপভোগ করছে নাটক। দ্বিতীয় অঙ্কের পর পর্দা পড়তেই নড়ে চড়ে বসল সবাই।

বিলাসবহুল ভি ভি আই পি অর্কেস্ট্রা বক্সে অনেক পরিচিত মুখ বসে রয়েছেন। তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মিস্টার পিট। প্রিন্স অভ ওয়েলসও রয়েছেন। ঘুরে ফিরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে মোলাকাত করছেন। মোটা মানুষটির প্রতি লোকের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হচ্ছে।

লর্ড গ্রেনভিলের বক্সে আরেকজন ব্যক্তিও কিন্তু সবার নজর কেড়ে নিয়েছে, শেয়ালের মত ধূর্ত দুটো চোখের কল্যাণে। কালো পোশাক তার পরনে। ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র সচিব লর্ড গ্রেনভিল লোকটির সঙ্গে শীতল ভদ্রতা প্রদর্শন করছেন।

কাউন্টেস ডি টার্নি মেয়েকে নিয়ে অন্য একটি বক্সে বসে রয়েছেন। কাউন্টেস কালো সিল্কের পোশাক পরিহিতা। তাঁর পাশে বসে লেডি পোর্টেলস শোকাভিভূত কাউন্টেসকে হাসি খুশি রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। তাঁদের পেছনে বসেছে সুজান আর তার ভাই। হলে ঢুকেই চারদিকে চেয়ে একটি চেনা মুখকে খুঁজেছে সুজান। নেই তিনি। ফলে নাটকের প্রতি সমস্ত আগ্রহ উবে গেছে তার।

'ওহ্, লর্ড গ্রেনভিল,' সচিবকে নিজেদের বক্সে ঢুকতে দেখে বলে উঠলেন লেডি পোর্টেলস। 'আসুন কাউন্টেস ডি টার্নির সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। উনি ফ্রান্সের খবর জানার জন্যে অধীর হয়ে রয়েছেন।'

পররাষ্ট্র সচিব এগিয়ে এসে হাত মেলালেন ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে।

'আমার কাছে ভাল কোন খবর নেই,' ম্লান মুখে বললেন ভদ্রলোক। 'প্রতিদিন একশো জন করে মারা পড়ছেন।'

'উফ্, আর বলবেন না, মঁসিয়ে,' চোখ ছলছল করছে কাউন্টেসের। 'এসব খবর শুনলে বুক ভেঙে যায়। আমি এখানে পরম নিশ্চিন্তে নাটক দেখছি আর ওদিকে আমার স্বামী– '

'শান্ত হোন, ম্যাডাম,' বাধা দিয়ে বললেন লেডি পোর্টেলস। 'আপনি নিজেকে অপরাধী মনে করছেন কেন? আপনার তো কিছু করার নেই। বাচ্চাদের কথা ভেবেই তো সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে আপনাকে, তাই না? অযথা কান্নাকাটি করলে

ওরাও ভেঙে পড়বে।'

'তাছাড়া,' বললেন লর্ড গ্রেনভিল, 'গতকাল বললেন না স্কারলেট পিম্পারনেলের দল আপনার স্বামীকে নিয়ে আসবে কথা দিয়েছে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন কাউন্টেস। 'ওঁরাই তো একমাত্র ভরসা। লর্ড হেস্টিংসের সঙ্গে কাল দেখা হয়েছে আমার। উনি আশা দিয়েছেন।'

'তবে আর ভাবনা কিসের? ওরা কথা রাখবেই। ইস্, আমার যদি বয়স কম হত!' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন সচিব।

'আপনার বক্সে যে বজ্জাত ফরাসিটা বসে রয়েছে ওটাকে তাড়িয়ে দিন না,' আবদার করলেন লেডি পোর্টেলস।

'তা সম্ভব নয়, লেডি পোর্টেলস। ভদ্রলোক ফরাসি সরকারের দূত।'

'ফ্রান্সে সরকার আছে নাকি? জানতাম না তো!' বললেন লেডি পোর্টেলস।

'ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে,' জানালেন লর্ড গ্রেনভিল। 'কাজেই ও দেশী দূতকে তাড়ানোর ক্ষমতা আমার নেই।'

'দূত-টূত সব বাজে কথা। ও ব্যাটা স্পাই। স্কারলেট পিম্পারনেলের খোঁজ করতে ইংল্যাণ্ডে এসেছে।'

'শোভলিনের যদি ক্ষতি করার কোন ইচ্ছা থাকে,' বললেন কাউন্টেস, 'তবে লেডি ব্ল্যাকনির সঙ্গে হাত মেলাবে।'

'বাজে কথা ছাড়ুন,' প্রায় ধমকে উঠলেন লেডি পোর্টেলস। 'লেডি ব্ল্যাকনি হয়তো রিপাবলিকান সরকারকে সাপোর্ট করেন, তবে ভুলে যাবেন না তিনি স্যার পার্সির স্ত্রী। ওঁকে সন্দেহ করলে লোকে আপনাকেই পাগল ঠাওরাবে।'

পর্দা উঠল এসময়। লর্ড গ্রেনভিল দ্রুত ফিরে গেলেন তাঁর বক্সে, ইন্টারভেলের সময় শোভলিন হাতে নস্যির কৌটো নিয়ে নিজের সীটেই বসে ছিল। উল্টো দিকের বক্সে তার তীক্ষ্ণ চোখজোড়া স্থির। মার্গারিট এইমাত্র স্বামীর সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে ঢুকেছেন।

তৃতীয় অঙ্কের পুরোটা সময়ই মার্গারিটকে জরিপ করল শোভলিন। মহিলার মাথা, গলা, বাহুতে হিরের দামি গয়না। হাতে ফ্যান।

মার্গারিট গানের খুব ভক্ত। অপেরায় জমে গেলেন তিনি। তাঁর মুখে প্রশান্তির ছাপ। দুদিন আগে ক্যালে থেকে ফিরে এসেছে ডে ড্রিম। আরমাণ্ড নিরাপদেই ফ্রান্সে পৌঁচেছে।

স্যার পার্সি খানিকক্ষণ পরে উঠে পড়লেন। প্রিন্স অভ ওয়েলসের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। মার্গারিট অবশ্য চেয়েও দেখলেন না। স্বামীর অবহেলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। একা থাকতেই এমুহূর্তে ভাল লাগবে তাঁর। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়তে চমকে উঠলেন।

'আসুন,' অসহিষ্ণু গলায় বললেন তিনি। কে এসেছে দেখার জন্যে ফিরে চাইলেন না পর্যন্ত। শোভলিন তাঁকে একা দেখতে পেয়ে চলে এসেছে। মার্গারিটের চেয়ারের পেছনে দাঁড়ানো সে।

'কথা ছিল, সিটিজেনেস,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও।

ঝট করে ঘাড় ফেরালেন মার্গারিট।

‘ও, আপনি! ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম,’ হাসার চেষ্টা করে বললেন তিনি। ‘কি ব্যাপার? আমি নাটক দেখছি।’

‘তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তবে আপনার সঙ্গে নির্জনে কথা বলার সুযোগ বড় একটা তো আসে না, তাই চলে এলাম আর কি। লোকজন সব সময় ঘিরে থাকে আপনাকে। পুরানো বন্ধু বান্ধব আপনার সঙ্গে দেখা করার চান্সই পায় না।’

‘কথা বলতে চাইলে আজ রাতে লর্ড গ্রেনভিলের বল-এ আসুন না। আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দেব তখন।’

‘এখন এই বক্সে তিন মিনিটই আমার জন্যে যথেষ্ট,’ কর্কশভাবে বলল শোভলিন। ‘আমার কথা শুনলে আপনার লাভই হবে।’

কেঁপে উঠলেন মার্গারিট। ফিসফিস করে কথা বলছে শোভলিন। তবে ওর দু চোখ কাঁপ ধরিয়ে দিয়েছে মার্গারিটের বুকে।

‘আপনি কি আমাকে ভয় দেখাতে চাইছেন?’ জিজ্ঞেস করলেন মার্গারিট।

‘আমি আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি। তার খুব বিপদ।’

মার্গারিটের চেহারার কোন পরিবর্তন লক্ষ করা গেল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে শোভলিন।

‘ভাল,’ স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলেন মার্গারিট।

‘ভাল?’

‘আমার ভাইয়ের কথা কি বললেন যেন?’

‘বলছি। ডোভারে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর কিছু কাগজপত্র হাতে এসেছে আমার। জানতে পেরেছি স্কারলেট পিম্পারনেল আরও একদল অভিজাতকে ভাগিয়ে নিয়ে আসতে চাইছে। ওদের ঠেকানোর ভার পড়েছে আমার ওপর। সে কাজে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।’

মার্গারিটের অসহিষ্ণু ভাব বেড়েই চলেছে।

‘আগেই তো বলেছি স্কারলেট পিম্পারনেলের ব্যাপারে আমি আগ্রহী নই। আমার ভাইয়ের ব্যাপারে কি বলতে চান বলুন।’

‘একটু ধৈর্য ধরুন,’ বলল শোভলিন। ‘স্যার অ্যাণ্ড্রু এবং লর্ড অ্যান্টনি নামে দুজন লোক সে রাতে ফিশারম্যান্স রেস্টে ছিল।’

‘জানি। দেখেছি ওদের।’

‘যদ্দূর জেনেছি, তারাও ওই বদমাশটার দলে। ওদের দুজনকে মেরে সব কাগজপত্র কেড়ে নিয়েছে আমার লোকেরা।’

মুহূর্তে বিপদ আঁচ করলেন মার্গারিট। কাগজপত্র? আরমাণ্ড কি তবে কোন ভুলচুক করে বসেছে? ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। তবে তার প্রকাশ ঘটালেন না শোভলিনের সামনে। তার বদলে হেসে ফেললেন

‘সন্ত্রাস! তাও আবার ইংল্যাণ্ডে? আপনার লোকেরা যদি ধরা পড়ে যেত?’

‘ধরা পড়লে কি আর হত? দেশের জন্যে কাজ করতে গিয়ে না হয় জেলের ঘানিই টানত।’

‘তাই? তা কাগজগুলো পড়ে কি জানতে পারলেন?’ দায়সারা ভাব দেখিয়ে জানতে চাইলেন মার্গারিট।

'বিশেষ কিছু না। শুধু কটা নাম আর কর্মসূচী। তাতে স্কারলেট পিম্পারনেলের পরিচয় ফাঁস হয়নি।'

'তারমানে যে তিমিরে ছিলেন সে তিমিরেই আছেন। আমাকে এখন অপেরা দেখতে দিন।'

'আমি আসল কথায় আসছি। একটা কাগজ পেয়েছি যেটা আপনার ভাই স্যার অ্যাণ্ড্রুকে লিখেছেন। ওতে শুধু যে ফ্রান্সের শত্রুদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো হয়েছে তাই নয়, স্কারলেট পিম্পারনেলের স্যাঙাত মানে ওই স্যার অ্যাণ্ড্রুকেও সাহায্যের আশ্বাস দেয়া হয়েছে।'

কথাগুলো হজম করে গেলেন মার্গারিট। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, 'বাজে কথা। আরমাণ্ড অভিজাতদের ঘৃণা করে। স্কারলেট পিম্পারনেলকে সে সাহায্য করবে কোন্ দুঃখে?'

'বলছি, সিটিজেনেস,' শান্ত কণ্ঠে বলল শোভলিন। 'আপনার ভাইকে গ্রেপ্তার করার মত প্রয়োজনীয় প্রমাণ আমার কাছে আছে। এটুকু নিশ্চিত থাকতে পারেন, একবার ধরে ফেললে সহজে ছাড়া হবে না তাকে।'

মার্গারিটের মুখে কথা নেই। সোজা হয়ে বসলেন তিনি। ভাবছেন, কি করা উচিত এ মুহূর্তে।

'শোভলিন, মাই ফ্রেণ্ড,' শেষ পর্যন্ত বললেন তিনি, 'আপনি চাপ সৃষ্টি করছেন যাতে আমি গুপ্তচরগিরি করি, তাই না? বিনিময়ে আপনি আরমাণ্ডের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবেন। ঠিক কি না?'

'ওভাবে বলবেন না, প্লীজ,' প্রতিবাদ জানাল শোভলিন। 'চাপাচাপির প্রশ্নই উঠছে না। আর আপনাকে যে কাজটা করে দিতে বলছি তাকে গুপ্তচরগিরি বলছেন কেন?'

'এখানে এ কাজকে তাই-ই বলা হয়,' শুষ্ক গলায় বললেন মার্গারিট।

'বাদ দিন। এখন বলুন ছোট্ট একটা কাজ করে দিয়ে ভাইকে বাঁচাবেন কি না।'

'কি সেটা?'

'আজ রাতে চোখ কান খোলা রাখতে হবে,' আগ্রহের সঙ্গে বলল শোভলিন। 'স্যার অ্যাণ্ড্রুর কাগজপত্রের মধ্যে একটা চিরকুটও ছিল। এই দেখুন!' কাগজের টুকরোটা মার্গারিটের হাতে দিল শোভলিন। এই কাগজটাই সরাইখানায় পড়ছিলেন স্যার অ্যাণ্ড্রু ও লর্ড অ্যান্টনি। ওটায় চোখ বুলালেন মার্গারিট। দ্রুত হাতে লেখা তিন লাইনের একটা নির্দেশ। মার্গারিট স্বগতোক্তির মত করে পড়লেন:

'বিশেষ প্রয়োজন না পড়লে ঘন ঘন দেখা করবেন না। দু তারিখের জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ নির্দিষ্ট সময়ে পেয়ে যাবেন। আমার সঙ্গে আবার কথা বলতে চাইলে 'জি' এর বল-এ সুযোগ পাবেন।'

'এর মানে?' জানতে চাইলেন মার্গারিট।

'আবার দেখুন, বুঝতে পারবেন।'

'কোনায় লাল ফুল আঁকা দেখছি।'

'হ্যাঁ।'

'স্কারলেট পিম্পারনেল!' বললেন মার্গারিট, 'জি এর বল মানে গ্রেনভিলের বল। আজ রাতে লর্ড গ্রেনভিলের বলে আসছেন তিনি।'

'ঠিক বলেছেন,' বলল শোভলিন। 'ভাইয়ের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে একটা সুযোগ দেব আপনাকে।'

চোখ ভিজে উঠল মার্গারিটের। 'আমাকে দিয়ে কি করাতে চান?' বুজে এল তাঁর গলা। 'লেডি ব্ল্যাকনি হয়ে আপনাকে সাহায্য করা অসম্ভব।'

'মন দিয়ে শুনুন,' বলল শোভলিন। 'লেডি ব্ল্যাকনিকে কেউ সন্দেহ করবে না। আজ রাতে লর্ড অ্যান্টনি আর স্যার অ্যাণ্ড্রু কাদের সঙ্গে কথা বলে দেখবেন আপনি। স্কারলেট পিম্পারনেলের সঙ্গে কথা বলবেই ওরা। ওকে খুঁজে দিন। কথা দিচ্ছি; আপনার ভাইয়ের কোন ক্ষতি হবে না।'

শোভলিন যেন গলায় ছুরি ঠেকিয়েছে। মাকড়সার জালে আটকা পড়েছেন মার্গারিট। এ থেকে মুক্তির উপায় নেই। শোভলিনের কথা না শুনলে আরমাণ্ড মারা পড়বে। এই সাপের মত ভয়ঙ্কর লোকটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন মার্গারিট। 'কোন ক্ষতি হবে না তো আমার ভাইয়ের?'

'আজ রাতে আমাকে হেলপ করলে,' বাঁকা হেসে বলল শোভলিন, 'হবে না।'

'ইচ্ছে থাকলেও হয়তো সাহায্য করা সম্ভব হবে না।'

'তবে তো বিপদ,' সহজ গলায় বলল শোভলিন। 'আপনার এবং সেন্ট জাস্ট–দুজনের জন্যেই।'

কেঁপে উঠলেন মার্গারিট। এ লোকের কাছে করুণা আশা করা বৃথা। তাঁর ভাইয়ের জীবন-মরণ এর হাতে। কার কাছে সাহায্য চাইবেন তিনি? স্যার পার্সি হয়তো সাহায্য করতে চাইবেন। কিন্তু কতটুকুই বা বুদ্ধি তাঁর! তবে আরমাণ্ডকে পছন্দ করেন তিনি। মার্গারিট জানেন, স্বামী তাঁকে সাহায্য করবেনই।

এ সময় দরজায় টোকা পড়ল। স্যার পার্সি। স্বামীকে বোকার মত হাসতে দেখে রাগে পিত্তি জ্বলে গেল মার্গারিটের।

'বল-এ যাবে না?' জানতে চাইলেন ভদ্রলোক। 'কিছু মনে করবেন না, মঁসিয়ে শোভলিন; আপনাকে দেখতে পাইনি। কই, চলো।'

'শ্‌, শ্‌!' দর্শকরা হলের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিবাদ জানাল।

ক্লোক জড়িয়ে নিলেন মার্গারিট। স্বামীর দিকে দৃক্‌পাত না করে বললেন, 'চলো।'

'বল-এ দেখা হবে, ম্যাডাম,' মৃদু হেসে বলল শোভলিন। বেরিয়ে গেল।

ছয়

লর্ড গ্রেনভিলের বল-এ লণ্ডনের মান্যগণ্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রিন্স অভ্‌ ওয়েলসও কথা দিয়েছেন আসবেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সম্মানিত অতিথিরাও যোগ দেবেন বলে সবার বিশ্বাস। মোট কথা এলাহী কাণ্ড।

ফরেন অফিসের বিশাল হলরুমগুলো ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। একটি রুমে শুধুমাত্র নাচ অনুষ্ঠিত হবে। কোলাহলমুখর পরিবেশ। মাঝে মধ্যেই উঁচু স্বরে হাসি আর বাজনার শব্দ কানে আসছে।

লর্ড গ্রেনভিল দরজায় দাঁড়িয়ে অভ্যাগতদের স্বাগতম জানাচ্ছেন। তাঁর কাছে পিঠেই কালো সুট পরে শোভলিন দণ্ডায়মান। স্যার পার্সি স্ত্রীকে নিয়ে এখনও আসেননি। নবাগত কাউকে দেখলেই শোভলিনের চোখজোড়া সরু হচ্ছে।

শোভলিনকে প্রত্যেকে এড়িয়ে চলছে, সে রিপাবলিকান সরকারের প্রতিনিধি বলে। স্যার পিট ও লর্ড গ্রেনভিল তার সঙ্গে করমর্দন করলেও অন্যরা পাত্তা দিচ্ছে না। অবশ্য শোভলিন এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। তার ধ্যান জ্ঞান শুধুমাত্র ফ্রান্স। বিদ্রোহী সরকারের অন্ধ ভক্ত সে, দেশের জন্যে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে বদ্ধপরিকর। অভিজাতদের সে ফ্রান্সের প্রধান শত্রু মনে করে। তাদের সবার কল্লা না নেয়া পর্যন্ত দেশের উন্নতি সম্ভব নয় বলে তার ধারণা। কাজেই পলাতক প্রত্যেক অভিজাত তার চরম শত্রু। সে জানে, এসব পলাতকরা সীমান্ত পেরোতে পারলেই হলো–ফ্রান্সের জন্যে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

শোভলিনের স্কারলেট পিম্পারনেলকে ঘৃণা করার যথার্থ কারণ রয়েছে। এই লোকটি এবং এর অনুগামীরা কয়েকশো অভিজাতকে এ পর্যন্ত বাঁচিয়ে এনেছে। বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে বসবাসরত ফরাসিদের নব্বই ভাগই স্কারলেট পিম্পারনেলের কাছে ঋণী।

শোভলিন প্যারিসে সহকর্মীদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে, সে এই ইংরেজের পরিচয় বার করবেই করবে। স্কারলেট পিম্পারনেলকে ফ্রান্সে নিয়ে গিয়ে···লম্বা শ্বাস টানল শোভলিন। গিলোটিনে শত্রুর মাথা কাটা পড়ার কথা ভাবতেই খুশি হয়ে উঠল মনটা।

এ সময় খানসামার ঘোষণায় চারদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল।

'হিজ রয়্যাল হাইনেস, দ্য প্রিন্স অভ ওয়েলস এবং স্যার পার্সি ব্ল্যাকনির সস্ত্রীক আগমন ঘটেছে।'

অতিথিদের বরণ করার জন্যে দ্রুত দরজার দিকে এগোলেন লর্ড গ্রেনভিল।

প্রিন্স অভ ওয়েলস স্বর্ণখচিত সুট পরে প্রবেশ করলেন। মার্গারিটের বাহু পেঁচিয়ে রেখেছেন তিনি। তাঁর বাঁ পাশে স্যার পার্সি।

লর্ড গ্রেনভিল রাজকীয় অতিথিকে বললেন, 'অনুমতি দিলে মিস্টার শোভলিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

শোভলিন লম্বা বাউ করল। প্রত্যুত্তরে সামান্য নড করলেন প্রিন্স।

'মঁসিয়ে,' ঠাণ্ডা গলায় বললেন প্রিন্স, 'আপনার সরকারের কথা ভুলে যেতে চাই আমরা, আপনাকে সাধারণ একজন ফরাসি ভদ্রলোক হিসেবেই দেখতে চাই।'

শোভলিন এবার মার্গারিটের উদ্দেশে বাউ করল। তাঁর হাতে চুমু খেয়ে বলল, 'ম্যাডাম।'

'কেমন আছেন, শোভলিন?' জোর করে হাসার চেষ্টা করলেন মার্গারিট। 'মঁসিয়ে শোভলিন আমার পুরানো বন্ধু, ইয়োর রয়্যাল হাইনেস।'

'ও, তাই নাকি?' এবার উৎসাহের সঙ্গে বললেন প্রিন্স।

'রয়্যাল হাইনেসের সঙ্গে আর একজনের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই,' বললেন লর্ড গ্রেনভিল।

'কে তিনি?'

'কাউন্টেস ডি টার্নি। দুটি ছেলে মেয়ে সহ কদিন আগেই উনি ফ্রান্স থেকে এসেছেন।'

'তবে তো উনি ভাগ্যবানদের দলে পড়েন।'

লর্ড গ্রেনভিল প্রিন্সের সঙ্গে কাউন্টেসের পরিচয় করালেন।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে ভাল লাগল। আমাদের দেশে স্বাগতম।'

'ধন্যবাদ, ইয়োর রয়্যাল হাইনেস,' সম্ভ্রমের সঙ্গে বললেন কাউন্টেস। তারপর পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার মেয়ে—সুজান।'

'বাহ্! ভাল, খুব ভাল,' বললেন প্রিন্স। 'আসুন, লেডি ব্ল্যাকনির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। আপনারা দুজনে তো এক দেশ থেকেই এসেছেন। তাঁর বন্ধুদেরকে আমরাও বন্ধু মনে করি···তাঁর শত্রু মানে ইংল্যাণ্ডের শত্রু।'

মার্গারিটের চোখজোড়া জ্বলে উঠল। যিনি সবার সামনে তাঁকে অপমান করেছিলেন তিনি নিজেই এখন বেকায়দায় পড়েছেন। ভদ্রমহিলা দুজন পরস্পরের উদ্দেশে বাউ করলেন।

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, ইয়োর হাইনেস,' বললেন মার্গারিট। 'কাউন্টেস আগেরবার আমার সঙ্গে যে মিষ্টি ব্যবহার করেছিলেন তা এখনও ভুলিনি আমি।' আবার বাউ করে কাউন্টেসের কাছ থেকে বিদায় নিলেন মার্গারিট।

তাঁর মাথায় এ মুহূর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে কেবল শোভলিনের কথা। ভেবেছিলেন, স্বামীর কাছ থেকে এ ব্যাপারে সাহায্য বা উপদেশ পাবেন। আরমাণ্ডকে বাঁচানোর জন্যে কি করা উচিত তা হয়তো বলে দিতে পারবেন স্যার পার্সি। কিন্তু কিসের কি? তাঁর উপদেষ্টাকে এ মুহূর্তে ঘিরে রেখেছে এক দল নির্বোধ যুবক। মনের আনন্দে তারা স্যার পার্সির বানানো একটা ছড়া আবৃত্তি করছে। স্কারলেট পিম্পারনেলের গুণগান করে ওটা লেখা হয়েছে।

স্যার পার্সির ছড়াটি সবাই আবৃত্তি করল। প্রিন্সও খুব আমোদ পেয়েছেন ওটা শুনে। মার্গারিটকে জিজ্ঞেস করলেন স্বামীর রচনাশৈলী তাঁকে আনন্দ দিতে পেরেছে কিনা।

'আপনি না থাকলে কিছুই জমে না,' স্যার পার্সিকে বললেন প্রিন্স। হাত ধরে তাঁকে নিয়ে গেলেন কার্ডরুমে। তাস খেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন দুজনে।

বেশিরভাগ পার্টিতেই তাসের আড্ডায় জমে যান স্যার পার্সি। স্ত্রীকে নিজের ইচ্ছেমত নাচতে বা গল্প করতে দেন। এখনও দিলেন।

মার্গারিট বিভিন্ন বয়সী ও দেশের পুরুষদের মধ্যখানে ঘেরাও হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। গল্প করছেন তিনি, হাসছেন; কিন্তু অনুভব করছেন ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত আসামীর মানসিক যন্ত্রণা। তাঁর মনের অবস্থা কেউই বুঝতে পারছে না।

প্রিন্স এ মুহূর্তে কাউন্টেস ডি টার্নির ছেলের সঙ্গে কথা বলছেন।

'তোমার বাবা যখন লণ্ডনের দূতাবাসে ছিলেন, তখন ভালমতই পরিচয় ছিল। তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়েও ভাল লাগল।'

'ইয়োর হাইনেস, সে সুযোগ তো করে দিয়েছেন স্কারলেট পিম্পারনেল। আমি তাঁর কাছে ঋণী।'

'শ্!' শোভলিনকে দেখিয়ে বলে উঠলেন প্রিন্স। কাছেই দাঁড়ানো সে, ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি।

'ওকে থামাবেন না, স্যার,' বলল শোভলিন। 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে দিন। স্কারলেট পিম্পারনেলের নাম আমরা ফরাসিরা সবাই শুনেছি।'

প্রিন্স মৃদু হেসে বললেন, 'মনে হচ্ছে আমাদের জাতীয় বীরকে আপনারাই বেশি চেনেন। স্কারলেট পিম্পারনেল সম্বন্ধে যা যা জানেন তা বললে কিন্তু এখানকার মহিলাদের কাছে খুব প্রিয় হতে পারবেন।'

'ইয়োর হাইনেস এ ব্যাপারে আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন।'

'উঁহুঁ,' জবাবে বললেন প্রিন্স। 'আমার ঠোঁট জোড়া তো সেলাই করা। টুঁ শব্দটিও করব না আমি, তাছাড়া বিশেষ কিছু জানিও না। স্কারলেট পিম্পারনেল লম্বা না বেঁটে, সুদর্শন না কুৎসিত কিছুই জানি না। শুধু এটুকু জানি সে একজন ইংরেজ, সেজন্যেই গর্বটা হয়।'

'হ্যাঁ, মঁসিয়ে শোভলিন,' উদ্ধত ভঙ্গিতে যোগ করলেন মার্গারিট, 'তিনি আমাদের সবার কাছেই নায়ক। তাঁর সাফল্যের খবর পেলে আনন্দ পাই আমরা, বুঝেছেন?'

শোভলিন বাউ করল। সে বুঝেছে এঁরা দুজন ইচ্ছে করেই আঘাত করল তাকে। তার প্রতি ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটাল। প্রিন্স তার চোখে অপদার্থ, বিলাসী। তাঁকে মনে মনে পাত্তা দেয় না সে। আর মার্গারিট–সে তো এখন ওর হাতের পুতুল।

হঠাৎ হেসে উঠল কে যেন।

'আমাদের কি দুরবস্থা! আমাদের বউরা সব ওই রহস্যময় পিম্পারনেলের ভক্ত।'

হাসল সবাই। তারপর ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন রূমে চলে গেল।

সময় আরও গড়ালে পর মার্গারিট স্যার অ্যাণ্ড্রু আর লর্ড অ্যান্টনিকে দেখতে পেলেন। স্যার অ্যাণ্ড্রু সময় নষ্ট না করে সুজানকে এক কোণে নিয়ে গিয়ে গল্পে মশগুল হলেন।

মার্গারিট লক্ষ করলেন, দুজন যুবকই সামান্য চিন্তান্বিত, ক্লান্ত। তবে তাঁদের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তার কোন প্রকাশ নেই। সুজানের কাছে জানতে পেরেছেন মার্গারিট, স্কারলেট পিম্পারনেলের দল আগামী কদিনের মধ্যেই ওর বাবাকে উদ্ধার করতে যাবে। ঘরের প্রতিটি লোককে একে একে জরিপ করলেন মার্গারিট। বুঝে পেলেন না কে স্কারলেট পিম্পারনেল। তিনি বল-এ এসেছেন, কিন্তু কে তিনি?

দরজার দিকে স্যার অ্যাণ্ড্রুকে এগোতে দেখা গেল। হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলালেন ভদ্রলোক। নিঃশব্দে এগোলেন মার্গারিট। থেমে পড়লেন আচমকা। দম বন্ধ হয়ে আসবে যেন। দ্রুত সরে গেলেন তিনি। তবে তার আগেই দেখতে পেয়েছেন, লর্ড হেস্টিংস ছোট্ট একটা কাগজের টুকরো গুঁজে

দিয়েছেন স্যার অ্যাণ্ড্রুর হাতে।

স্যার অ্যাণ্ড্রুকে এখন দেখা যাচ্ছে না। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন মার্গারিট। মাথায় কেবল একটিই চিন্তা, ভাই বিপদে পড়েছে; তাকে রক্ষা করতে হবে।

দেখতে পেলেন স্যার অ্যাণ্ড্রুকে নির্জন একটি ঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে। দরজার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছেন। পাশেই একটা টেবিল। ওটার ওপর বিশাল একটা রুপোর মোমবাতিদানী। বাতি জ্বলছে। কাগজটা পড়ছেন স্যার অ্যাণ্ড্রু।

বেড়ালের মত নিঃশব্দে কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে স্যার অ্যাণ্ড্রুর পেছনে পৌছে গেলেন মার্গারিট। ঠিক সে মুহূর্তে ঘাড় ফেরালেন ভদ্রলোক। দেখে ফেলেছেন। কপালে হাত ঠেকিয়ে অস্ফুটে বিড়বিড় করলেন মার্গারিট।

'খুব গরম লাগছিল। মনে হচ্ছিল অজ্ঞান হয়ে যাব। তাই চলে এলাম।'

টলে উঠলেন তিনি। স্যার অ্যাণ্ড্রু কাগজটা মুঠি করে ধরে এক হাতে তাঁর কাঁধ চেপে ধরলেন।

'শরীর খারাপ করছে, লেডি ব্ল্যাকনি?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি।

'না, তেমন কিছু না,' বললেন মার্গারিট। 'সামান্য মাথা ঘোরা। একটা চেয়ার দিন।'

চেয়ারে বসে পড়ে চোখ বুজলেন মার্গারিট।

'এখন একটু ভাল লাগছে,' বললেন তিনি। 'চিন্তার কিছু নেই, স্যার অ্যাণ্ড্রু।'

এক মুহূর্তের জন্যে চোখ মেলে মার্গারিট দেখতে পেলেন স্যার অ্যাণ্ড্রু মোমের আলোয় কাগজটা পড়ার চেষ্টা করছেন। পরমুহূর্তেই পুড়তে শুরু করল ওটা। হাত বাড়িয়ে কাগজটা ছিনিয়ে নিলেন মার্গারিট। আগুন নিভিয়ে নাকের কাছে নিয়ে শুঁকলেন।

'আপনি তো ভাল টোটকা জানেন দেখছি,' আমুদে গলায় বললেন মার্গারিট। 'মাথা ঘুরলে যে পোড়া কাগজ শুঁকতে হয় সেটা জানলেন কিভাবে?'

স্যার অ্যাণ্ড্রু এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে, ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। বিস্মিত।

হেসে ফেললেন মার্গারিট।

'ওভাবে তাকিয়ে আছেন কেন?' হাসতে হাসতেই বললেন তিনি। 'আমি পুরোপুরি সুস্থ, মাথা ঘোরা নেই! দারুণ ওষুধ বাতলেছেন। গানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? বলরুম থেকে আসছে।'

মাথা খেলা করছে স্যার অ্যাণ্ড্রুর। ভাবছেন, কিভাবে পোড়া কাগজটা উদ্ধার করবেন। অদ্ভুত সব চিন্তা আসছে। হাজার হলেও মহিলা ফরাসি। মারকুইস অভ সেন্ট সিরের দুঃখজনক পরিণতির কথা মনে পড়ল। তখন ওসব কথা বিশ্বাস করেননি, কিন্তু এখন?

'কি হলো? ভাবছেনটা কি?' আবার হাসলেন মার্গারিট। 'চিঠিটা আপনার প্রেমিকার বুঝি?' কাগজটা তুলে ধরে বললেন, 'কেন, ও কি বিগড়ে গেছে নাকি?'

'লেডি ব্ল্যাকনি, কাগজটা আমার এবং...' দৃঢ় গলায় বললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। কাগজটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে প্রায় ধেয়ে এলেন। কিন্তু মার্গারিটও কম যান না। মোমবাতি বসানো টেবিলটা উল্টে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন:

'আগুন, স্যার অ্যাণ্ড্রু—জলদি নেভান।'

তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। গোটা দুয়েক মোমবাতি কার্পেটে পড়ে দু এক জায়গায় পুড়ে গেছে। স্যার অ্যাণ্ড্রু দ্রুত আগুন নিভালেন। টেবিলটা ওঠাতে যে সময়টুকু লাগল তার মধ্যেই চোখ বুলিয়ে নিলেন মার্গারিট: 'কাল যাচ্ছি...' তারপর খানিকটা অংশ পোড়া, 'আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে সাপার রূমে ঠিক একটার সময় আসবেন।'

কাগজটা পড়া শেষ হতেই মাটিতে ফেলে দিলেন মার্গারিট। তখুনি ঝুঁকে পড়ে ওটা কুড়িয়ে নিলেন স্যার অ্যাণ্ড্রু।

'আপনার সঙ্গে নাচলে কি চিঠির এই মেয়ে রাগ করবে?' মিষ্টি হেসে জানতে চাইলেন মার্গারিট।

মৃদু হেসে মার্গারিটকে নিয়ে বলরূমের দিকে এগোলেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। ঘড়ি দেখলেন মার্গারিট। এগারোটা বাজতে চলেছে। স্কারলেট পিম্পারনেলের পরিচয় জানতে আরও ঘণ্টা দুয়েক বাকি।

নাচ শেষ হলে মার্গারিট স্যার অ্যাণ্ড্রুকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন।

'রয়্যাল হাইনেসের সঙ্গে আমার সাপার করার কথা,' বললেন, 'তার আগে একটা কথা জেনে নিই। চিঠির ব্যাপারে কিছু মনে করেননি তো?'

'না।'

'ভাববেন না, সুজানকে ওই চিঠির কথা কিছুই বলব না। এখন বলুন, বুধবার আমার পার্টিতে আসছেন তো?'

'শিয়োর না, লেডি ব্ল্যাকনি। কাল হয়তো লণ্ডনের বাইরে যেতে হতে পারে।'

'যেতে না হলেই ভাল। আপনাকে সবাই মিস করবে।'

প্রিন্স অভ ওয়েলসের কাছে মার্গারিটকে পৌঁছে দিলেন স্যার অ্যাণ্ড্রু।

'ম্যাডাম, সাপার রেডি হয়ে গেছে,' বললেন প্রিন্স। 'তাসে আজ সুবিধে করতে পারলাম না। স্যার পার্সি অবশ্য বারবার জিতেছেন। তা আপনার স্বামী প্রবরটি কোথায়? আপনার হাসি আর তাঁর চুটকি ছাড়া কিছু জমে নাকি?'

সাত

সাপার দারুণ জমল। খুব হাসালেন স্যার পার্সি। তাঁর কৌতুক শুনে হাসতে হাসতে চোখে পানি এল প্রিন্সের।

মার্গারিটও খোশমেজাজ বজায় রাখলেন। তাঁর দুশ্চিন্তার কথা টের পেল না কেউ।

সময় বয়ে যাচ্ছে। মাঝরাত পেরিয়েছে। প্রিন্সও টেবিল ছেড়ে উঠে পড়বেন কিনা ভাবছেন। দ্রুত চিন্তা চলছে মার্গারিটের মনে। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই দুজন লোকের ভাগ্য নির্ণীত হবে—তাঁর ভাই এবং স্কারলেট পিম্পারনেল।

মিনিট পেরচ্ছে। সাপার শেষে লোকে আবার নাচ শুরু করল। প্রিন্স চলে গেছেন। অন্যান্য বয়স্ক অতিথিরাও একে একে বিদায় নিচ্ছেন। অল্পবয়সীরাও

নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মার্গারিটেরও একই অবস্থা। লর্ড ফ্যানকোর্টের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন তিনি। তাঁর জানা আছে, অপেক্ষা করছে শোভলিন; কথা বলার জন্যে। এসময় পর্দার ফাঁক দিয়ে তার চোখা মুখটা উঁকি মারল।

ফ্যানকোর্টের দিকে ফিরে বললেন মার্গারিট, 'আমার একটা উপকার করবেন?'

'কি করতে হবে বলুন।'

'আমার স্বামী কার্ডরুমে আছেন কিনা দেখবেন একটু? থাকলে যদি তাঁকে জানান যে আমি ক্লান্ত, বাড়ি ফিরতে চাই তো বড় ভাল হয়।'

'আপনিও আমার সঙ্গে চলুন না,' বললেন ফ্যানকোর্ট। 'একা একা দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন?'

'অসুবিধে নেই। কার্ডরুমে গেলে হয়তো আরও দেরি হয়ে যাবে। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে চাই। বহুদূরের পথ তো–পৌঁছতে পৌঁছতে সকাল হয়ে যাবে।'

লর্ড ফ্যানকোর্ট আর বাক্যব্যয় করলেন না।

তিনি বেরিয়ে যেতেই সুড়ুৎ করে ঘরে ঢুকে এল শোভলিন।

'কোন খবর আছে?' জানতে চাইল সে।

'তেমন কিছু না। তবে স্যার অ্যাণ্ড্রুর একটা চিঠিতে আমিও চোখ বুলাতে পেরেছি। হয়তো সেটাও একটা ক্লু।'

'কি লেখা ছিল তাতে?'

'কোণের দিকে একটা লাল ফুলের চিহ্ন। আর ওপরে শুধু দুটো লাইন। চিঠির বাকি অংশ পুড়ে গেছে।'

'লাইন দুটো কি?'

গলা হঠাৎ করে বুজে আসতে চাইছে মার্গারিটের। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, দুঃসাহসী লোকটিকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া ঠিক হচ্ছে না।

'কই, কি লেখা ছিল বলুন,' তাগাদা দিল শোভলিন।

'একটা লাইনে লেখা ছিল, "কাল যাচ্ছি," ' মৃদু স্বরে বললেন মার্গারিট। 'আর আরেক লাইনে ছিল, "আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে সাপার রুমে ঠিক একটার সময় আসবেন।" '

ম্যান্টেলপিসের ঠিক ওপরেই দেয়াল ঘড়ি। সেদিকে চাইল শোভলিন।

'তবে প্রচুর সময় পাচ্ছি,' বলল ও।

'কি করতে চান আপনি?' জানতে চাইলেন মার্গারিট।

'এখন কিছুই করব না। যা করার ভেবে চিন্তে পরে করব। আগে তো পাখিকে সাপার রুমে দেখে নিই।'

'কিন্তু আপনি তো স্কারলেট পিম্পারনেলকে কখনও দেখেননি, চিনবেন কিভাবে?'

'চিনে নেব।'

'স্যার অ্যাণ্ড্রু তাঁকে নিশ্চয় সাবধান করে দিয়েছেন।'

'আমার তা মনে হয় না। আপনাদের দুজনকেই ভালমত লক্ষ করেছি আমি।

নাচ শেষে আপনি যখন তার কাছ থেকে বিদায় নিলেন তখন সে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে কসেকেণ্ড আপনাকে নজর করেছে। দুজনের মধ্যে যে একটা কিছু হয়েছে তা বুঝতে বাকি নেই আমার। আর 'একটা কিছু'-টা যে কি তাও বুঝে ফেলেছি। ওর কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলেছি। তারপর এক মহিলা এসে ওকে খেতে যেতে ডাকল।'

'তারপর?'

'সাপারের সময়ও ওকে খেয়াল করলাম। ওপরে উঠে আসার পর লেডি পোর্টেলস ওর সঙ্গে সুজানকে নিয়ে ঠাট্টা মশকরা আরম্ভ করল। এখনও বোধহয় প্যাঁচাল চলছে।'

দরজার কাছে গিয়ে পর্দা সরাল শোভলিন। ফাঁক দিয়ে স্যার অ্যাণ্ড্রু আর লেডি পোর্টেলসকে কথা বলতে দেখলেন মার্গারিট।

'ও স্কারলেট পিম্পারনেলকে সতর্ক করার সুযোগ পায়নি,' বিজয়ীর হাসি হেসে বলল শোভলিন।

'স্কারলেট পিম্পারনেলের তো আর ওই একজনই বন্ধু নয়, আরও আছে,' বললেন মার্গারিট।

'থাকুক গে। আমার চরেরাও সারা ইংল্যাণ্ডে ছড়িয়ে রয়েছে। আপনিই তো বললেন কাল ফ্রান্সে যাবে বদমাশটা। এবার ওকে ধরবই ধরব।'

'আপনি এতটাই নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ। আমিও কাল ফ্রান্স রওনা হচ্ছি। ডোভারে পাওয়া কাগজগুলো থেকে ক্যালের একটা সরাইখানার নাম জানতে পেরেছি। লে শ্যাট গ্রিস নাম। পিয়েরে ব্ল্যাঙ্কার্ড নামে এক লোকের কুঁড়ের কথাও জানা গেছে। সব কটা জায়গা খুঁজে বার করব আমি। খচ্চরটা কাউন্ট ডি টার্নির সঙ্গে এসব জায়গাতেই দেখা করবে।'

বলে চলেছে শোভলিন, 'আজ সাপার রূমেই জানা যাবে কে এই খচ্চর। গত একটা বছর ধরে ধাওয়া করছি ব্যাটাকে। প্রতিবারই বোকা বানিয়ে পার পেয়ে গেছে। এইবার ঘুঘুকে ধরা পড়তেই হবে।'

'আরমাণ্ডের কি হবে?'

'আপনাকে তো বলেইছি যেদিন স্কারলেট পিম্পারনেল আর আমি ফ্রান্স রওনা হব সেদিনই চিঠিটা পেয়ে যাবেন। আর যেদিন ঘুঘু পাখিকে হাতে নাতে ধরব, সেদিনই আরমাণ্ড তার বোনের কাছে পৌছে যাবে, নিরাপদে।'

লম্বা বাউ করল শোভলিন। আরেকবার ঘড়ি দেখে নিয়ে ঘর ছাড়ল।

শোভলিন যখন সাপার রূমে পৌছল তখন কেউ নেই ওখানে। টেবিলে অসংখ্য খালি গ্লাস, চেয়ারে ন্যাপকিন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। চেয়ার টেবিলগুলো এলোমেলো।

শোভলিনের এসব ব্যাপারে মন নেই। দু হাতের তালু ঘষে হাসল সে। শত্রুকে চিনে ফেলার সুযোগ এসেছে। ফাঁদে পড়তেই হবে স্কারলেট পিম্পারনেলকে। সে নিশ্চিত, ওস্তাদকে সাবধান করে দেয়ার সুযোগ পায়নি সাগরেদরা। কিন্তু মার্গারিট ব্ল্যাকনি ঠকাচ্ছে না তো? যদি সে মিছে কথা বলে থাকে…? নিষ্ঠুর হাসি খেলে গেল ওর মুখে। মহিলা অতি চালাকি করতে গেলে

ভাইকে চিরতরে হারাবে।

সতর্ক দৃষ্টিতে ঘরের চারপাশটা দেখল ও। এক কোণে স্যার পার্সি শুয়ে রয়েছেন। মুখ হাঁ, চোখ বোজা। নাক ডাকাচ্ছেন ভদ্রলোক, ঘুমিয়ে কাদা। কি পরম শান্তি! এ লোক এখানে থাকলেও শোভলিনের কাজে বিন্দুমাত্র বাধা পড়বে না। স্কারলেট পিম্পারনেলকে এবার ধরা দিতেই হবে। আবারও তালু ঘষল ও। তারপর স্যার পার্সির অনুকরণে নিজেও আরেকটা সোফায় লম্বা হলো। ঘুমানোর ভান করছে।

মার্গারিট তখন লর্ড ফ্যানকোর্টের ফেরার জন্যে অপেক্ষা করছেন। শোভলিন কাকে পাবে সাপার রূমে? চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি। লর্ড ফ্যানকোর্ট কখন যে ফিরলেন টেরই পেলেন না।

'আপনার স্বামীকে খুঁজতে খুঁজতে দেরি হয়ে গেল,' বললেন ভদ্রলোক। 'উনি কোচ নিয়ে আসার জন্যে বলে দিয়েছেন।'

'কোথায় ছিলেন উনি?'

'সাপার রূমে, ঘুমাচ্ছিলেন। ওঁকে ওঠানো সহজ কাজ নয়, বাব্বা।'

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ,' যান্ত্রিক শোনাল মার্গারিটের কণ্ঠ।

'কোচ আসার আগে তো খানিকক্ষণ সময় পাওয়া যাচ্ছে। নাচবেন একটু?'

'সরি, স্যার। আমি খুব ক্লান্ত।'

'বাগানে চলুন তবে। একি! আপনাকে অমন অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন?'

'ক্লান্তি, আর কিছু না,' লর্ড ফ্যানকোর্টের সঙ্গে বাগানে যেতে যেতে জানালেন মার্গারিট। একটা চেয়ার জোগাড় করে আনলেন লর্ড। ওটায় গা এলিয়ে দিলেন মার্গারিট। অপেক্ষার মুহূর্তগুলো অসহ্য ঠেকছে। শোভলিন এখনও ফিরল না কেন? হঠাৎ ঝিলিক মারল তাঁর মাথা।

'লর্ড ফ্যানকোর্ট, স্যার পার্সি ছাড়া সাপার রূমে আর কেউ ছিলেন?'

'হ্যাঁ। মিস্টার শোভলিন। তিনিও ঘুমাচ্ছিলেন।'

'সময়টা খেয়াল আছে?'

'এই ধরুন একটা পাঁচ কি দশ, কিন্তু এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন মার্গারিট। জবাব দিলেন না। লর্ড ফ্যানকোর্ট বুঝলেন প্রশ্ন করে লাভ নেই।

'কোচ রেডি হলো কিনা দেখব?' শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'দেখলে তো খুব উপকার হত।'

লর্ড ফ্যানকোর্ট চলে গেলেন। সামান্য পরে লর্ড গ্রেনভিল বাগানে এসে জানালেন, কোচ রেডি এবং স্যার পার্সি স্ত্রীর জন্যে অপেক্ষা করছেন। বিদায় নিয়ে মার্গারিট বেরনর জন্যে পা বাড়ালেন।

এ সময় শোভলিনকে তাঁর পিছনে আসতে দেখা গেল। অদ্ভুত দেখাচ্ছে তার চেহারা। হতবাক চাহনি।

'শোভলিন, ব্যাপার কি? কি ঘটল বলুন।'

'কি আবার ঘটবে?'

'হেঁয়ালি ছাড়ুন। সাপার রূমে কে গিয়েছিল?'

'কেউ না।'

'মানে?'

'স্যার পার্সি এক কোণে ঘুমাচ্ছিলেন, আমি আর এক কোণে। কেউই আসেনি।'

'তবে দুজনেই ব্যর্থ হলাম।'

'হ্যাঁ, বোধহয় দুজনেই ব্যর্থ।'

'কিন্তু আরমাণ্ডের কি হবে?'

'ওর জীবন সুতোয় ঝুলছে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যাতে সুতো ছিঁড়ে না যায়।'

'শোভলিন, আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছি।'

'অস্বীকার করছি না। আমিও কথা রাখব। ফ্রান্সের মাটিতে শয়তানটার সঙ্গে মোলাকাত হোক, আরমাণ্ডকে ফেরত পাবেন।'

কোচের দিকে এগিয়ে গেলেন মার্গারিট। তাঁকে সঙ্গ দিল শোভলিন। দীর্ঘশ্বাস পড়ল মার্গারিটের। চোখ মুছে অপেক্ষমাণ কোচে উঠে পড়লেন তিনি।

আট

স্যার পার্সি ঝড়ের গতিতে কোচ ছোটালেন। কোচোয়ানকে পেছনে বসিয়ে রেখেছেন। নির্জন রাস্তায় ঘোড়ার খুরের প্রতিধ্বনি উঠল।

এই রাতের বেলার যাত্রা মার্গারিটের কাছে সব সময়ই প্রিয়। রিচমণ্ডের গ্রামে থাকতে খুবই ভাল লাগে তাঁর। লণ্ডনের বাড়িতে কেমন যেন হাঁফ ধরে যায়।

আজ রাতে স্যার পার্সির কি হয়েছে কে জানে। উড়ে চলেছে যেন কোচ। চাঁদ উঠেছে। তারই আলোয় স্বামীর দিকে বার কয়েক চেয়েছেন মার্গারিট।

বিয়ের আগের প্রেমময় দিনগুলোর জন্যে মন কেমন করে উঠল মার্গারিটের। স্বামীর চেহারায় আজ যেন সেই তখনকার দীপ্তি। কান্না দলা পাকিয়ে উঠল তাঁর বুকের ভেতর। তাঁর সামান্য কটা কথার জন্যে মারকুইস অভ সেন্ট সিরকে সপরিবারে প্রাণ হারাতে হলো। আর তার বদলে তিনি হারিয়েছেন স্বামীর ভালবাসা। আজ রাতের ঘটনা জানলে স্যার পার্সি কি পরিমাণ খেপবেন ভাবতেই কেঁপে উঠলেন তিনি।

কখন যে রিচমণ্ডে পৌঁছলেন নিজেই জানেন না মার্গারিট। ভাবনায় ডুবে গিয়েছিলেন। লাল ইঁটে তৈরি বিশাল বাগান বাড়ি বানিয়ে রেখেছেন তাঁর স্বামী। এনট্রান্স হলের সামনে ঘোড়াদের থামালেন স্যার পার্সি। নিজে লাফিয়ে নেমে মার্গারিটকেও নামতে সাহায্য করলেন। সহিসদের যখন কি সব নির্দেশ দিচ্ছেন স্যার পার্সি তখন বাগানে ঢুকে পড়লেন মার্গারিট। আজ রাতে ঘুম হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। বাগানে একাকী খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করতে পারলে হয়তো ভাল লাগবে।

স্বামী-স্ত্রী আলাদা থাকেন, দুটি ঘরে। হাঁটছেন মার্গারিট। স্যার পার্সি ঘুমাতে

গেছেন কিনা ভাবছেন।

হঠাৎ পায়ের শব্দ কানে এল, পরমুহূর্তেই ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন স্যার পার্সি। স্ত্রীকে দেখেননি, হেঁটে চলেছেন বাড়ির দিকে।

'স্যার পার্সি!'

'বলো,' জবাব এল। নরম করে বলা হলেও মার্গারিট বুঝলেন স্বামী তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী নন।

'আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ থাকো না। নাকি আপত্তি আছে?' জানতে চাইলেন মার্গারিট। কণ্ঠে অনুযোগ।

'প্রশ্নই ওঠে না। আমি বরঞ্চ ভাবছিলাম তুমি হয়তো বিরক্ত হবে।'

'আমাদের এ সম্পর্কের জন্যে আমি দায়ী নই,' বলে বসলেন মার্গারিট। 'তুমি অবশ্য আমার কথা মানবে না জানি।'

'ওসব কথা বাদ দাও না,' ঠাণ্ডা গলায় বললেন স্যার পার্সি। 'কি বলতে চাও বলো।'

'ভালবাসা কি মরে যায়? তুমি এত বদলে গেলে কিভাবে? কেনই বা বদলালে?'

কঠিন হলো স্যার পার্সির মুখের পেশীগুলো। চোখজোড়া সরু। 'একথা তুললে কেন? এসব ব্যাপারে আর কোন আলোচনার সুযোগ নেই।'

'ওগো, ওসব কথা ভুলে যেতে পারো না?' মার্গারিটের কণ্ঠে অনুনয় ।

'আমাদের বিয়ের পরই মারকুইস সেন্ট সির তাঁর পরিবারসুদ্ধ মারা পড়লেন- ভুলে গেছ সে কথা? তুমিই তো তাঁদের মৃত্যুর জন্যে দায়ী– '

'ওর ওপর রাগ ছিল আমার। আরমাণ্ডকে লোক দিয়ে নির্দয়ের মত পিটিয়েছিল। আমিও তো মানুষ, দেবদূত তো নই। প্রতিশোধ নেব ভেবেছিলাম। সুযোগ পেয়েছি, কাজেও লাগিয়েছি। তবে তাকে শুধু অপমানই করতে চেয়েছিলাম, আর কিছু নয়। ওরা সবাই যে প্রাণে মারা পড়বে তা কখনোই ভাবিনি।'

'অত কথা জানি না,' দায়সারা ভাবে বললেন স্যার পার্সি। 'এটুকু জানি তুমি আমাকে এসব কথা জানাতে অস্বীকার করেছিলে। তোমাকে জিজ্ঞেস করে কোন জবাব পাইনি।'

'তোমার ভালবাসার পরীক্ষা করছিলাম।'

'তুমি আসলে চাও ভালবেসে আমি তোমার গোলাম হয়ে যাই। তুমি তো আমাকে কিছু জানালেই না বরং চলে গেলে ভাইয়ের কাছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ অপেক্ষা করলাম আমি–তোমার ফেরার নামই নেই। কি, ভুল বললাম?'

'না। ভুল বুঝতে পেরে তো চলেই এলাম। এসে দেখলাম তুমি অন্য মানুষ। তখন থেকেই তুমি আমার সঙ্গে পরের মত ব্যবহার করছ।'

স্বামীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালেন মার্গারিট। বারবার ভিজে উঠতে চাইছে চোখ। কিন্তু স্যার পার্সির মধ্যে কোন ভাবান্তর নেই।

'ওগো, আমাকে সাহায্য করো। আরমাণ্ডের খুব বিপদ। স্যার অ্যাণ্ড্রুকে চিঠি লিখেছিল ও। সেটা পড়েছে রিপাবলিকান সরকারের এক চরের হাতে। ওরা

আরমাণ্ডকে মেরে ফেলবে গো। তুমি ছাড়া এই বিপদে আমি আর কার কাছে যাব?' দুহাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগলেন মার্গারিট।

'কেঁদো না,' নরম গলায় বললেন স্যার পার্সি। 'কি করতে হবে বলো।'

'তুমি আরমাণ্ডকে বাঁচাতে পারবে না? কোর্টে তো তোমার অনেক প্রভাব।'

'শোভলিনকে বলে দেখো না। ফ্রান্সে ওর অনেক ক্ষমতা।'

'সম্ভব নয়। কেন নয় সেটা বলতে পারলে ভাল হত। কিন্তু সে সাহস আমার নেই।'

সব কথা খুলে বলার জন্যে আকুলি বিকুলি করছে মার্গারিটের হৃদয়। কিন্তু এ মুহূর্তে ওসব কথা মুখেও আনতে চান না তিনি। অনুভব করছেন, স্বামী এখনও ভালবাসেন তাঁকে। মানুষটিকে হয়তো এখনও ফিরে পাওয়া সম্ভব। সব কথা বলতে গেলে স্যার পার্সি হয়তো আরও খেপে যাবেন; তখন চিরতরে হারাতে হবে তাঁকে।

স্যার পার্সি বোধহয় মার্গারিটের মনের কথা বুঝেছেন। চুপ করে অপেক্ষা করছেন তিনি। কিন্তু মার্গারিটকে নিশ্চুপ দেখে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আরমাণ্ডের জন্যে ভেবো না। আমি কথা দিচ্ছি, ওর কোন ক্ষতি হতে দেব না। চলি তবে?'

'ধন্যবাদ জানাতে পারি, নাকি তাতেও তোমার আপত্তি?'

'এত তাড়াহুড়ো কিসের?' শান্ত স্বরে বললেন স্যার পার্সি। 'কাজ তো কিছুই করিনি। সময় হোক, ধন্যবাদ জানিয়ো। রাত অনেক হলো, ঘুমোতে যাও।'

সরে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে যেতে দিলেন স্যার পার্সি। স্বামীর দিকে দু মুহূর্ত চেয়ে রইলেন মার্গারিট। তারপর পা বাড়ালেন বাড়ির উদ্দেশে। ভেতরে ঢোকার মুখে আরেকবার পিছু ফিরে চাইলেন। মনে আশা, স্বামী হয়তো ডাকবেন। কিন্তু তিনি অনড়। এ মুহূর্তে স্বামীকে অহঙ্কারের প্রতিমূর্তি বলে মনে হলো মার্গারিটের। চোখ ছাপিয়ে জল এল আবারও। ঘুরেই সিঁড়ি বেয়ে এক ছুটে নিজের ঘরে চলে এলেন তিনি; দুর্বলতা প্রকাশ করতে চাইলেন না।

মার্গারিট ঘরে পৌঁছে দেখেন তাঁর মেইড উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষায় রয়েছে।

'আপনি নিশ্চয় খুব ক্লান্ত, ম্যাডাম।'

'হ্যাঁ। কটা বাজে বলতে পারেন?'

'পাঁচটা বেজে গেছে।'

'ওরেব্বাবা! আপনি শুতে যান।'

'কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নয়। শালটা দিয়ে ঘুমোতে যান।'

মেইড অর্থাৎ লুইজে খুশি মনেই আদেশ পালন করল।

'আর কিছু লাগবে, ম্যাডাম?' যাওয়ার আগে জানতে চাইল সে।

'উঁহুঁ। লাইট নিভিয়ে দিন।'

বিদায় নিল লুইজে।

সে চলে গেলে মার্গারিট পর্দা সরিয়ে দিয়ে জানালাগুলো খুলে দিলেন। কাছেই নদী। চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে পানি। পুবে লালের আভাস। ভোর হয়ে আসছে। অদ্ভুত সুন্দর প্রকৃতি। মার্গারিট অনুভব করলেন স্বামীকে এখনও

মনে প্রাণে ভালবাসেন তিনি। এত সব ভুল বোঝাবুঝির পরও স্বামীর প্রতি ভালবাসা বিন্দুমাত্র কমেনি তাঁর। ভাবনায় ডুবে যাওয়ার কারণে সময়ের কথা মনে ছিল না। সংবিৎ ফিরে পেয়ে শুতে এলেন। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছেন নিজেও জানেন না।

আচমকা দরজার বাইরে পায়ের আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। নিচু স্বরে কথা বলছে কারা যেন। পা টিপে টিপে দরজার কাছে গেলেন তিনি। কথা শোনার জন্যে সামান্য একটু খুললেন দরজা। কই, কেউ তো নেই। তবে কি স্বপ্ন দেখছিলেন? এ কি! দরজার কাছে একটা চিঠি পড়ে রয়েছে।

অবাক হলেন মার্গারিট। তুলে নিলেন চিঠিটা। তাঁরই উদ্দেশে লেখা। স্যার পার্সি লিখেছেন–

'জরুরী কাজে উত্তরাঞ্চলে চলে যেতে হচ্ছে। বিদায় নিয়ে যেতে পারলাম না বলে কিছু মনে কোরো না। ফিরতে সপ্তাহখানেক লাগবে, ফলে বুধবারের পার্টিতে থাকতে পারছি না।

তোমারই,
পার্সি ব্ল্যাকনি।'

মার্গারিট এত বেশি বিস্মিত হয়ে গেছেন যে লাইন কটা বারবার পড়ে অর্থ বুঝতে চাইলেন।

উত্তরাঞ্চলে স্যার পার্সির বিপুল পরিমাণ স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে। এর আগেও সেখানে অনেকবার গিয়ে সস্ত্রীক কাটিয়ে এসেছেন তিনি। কিন্তু এবারের ব্যাপার ভিন্ন। কি এমন জরুরী কাজ পড়ে গেল তাঁর? নার্ভাস বোধ করছেন মার্গারিট। কেঁপে কেঁপে উঠছে সারা শরীর। স্যার পার্সি কি রওনা হয়ে গেছেন? স্বামীকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে তাঁর।

দ্রুত পায়ে নিচে নেমে এলেন মার্গারিট। সদর দরজার দিকে ছুটলেন। ওটা যথারীতি বন্ধ, তবে বাইরে গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কাঁপা হাতে ছিটকিনিগুলো একে একে খুলতে লাগলেন তিনি। তারপর কোনমতে তালা খুলেই বাইরে বেরিয়ে এলেন। স্বামীর সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

একজন সহিস গোটা দুয়েক ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়ানো। ওদের একটা সুলতান–স্যার পার্সির সবচেয়ে প্রিয় ঘোড়া। স্যাডল চাপানো হয়েছে ওটায়, যাত্রার জন্যে প্রস্তুত।

পরমুহূর্তে স্যার পার্সি বাড়ির অন্য প্রান্ত থেকে হেঁটে বেরিয়ে এলেন। পায়ে উঁচু টপ বুট, পরনে ব্রিচ। মার্গারিটকে দেখতে পেয়েছেন। তাঁর ভ্রূ সামান্য কুঁচকে উঠল।

'কোথায় যাচ্ছ?' জানতে চাইলেন মার্গারিট।

'চিঠি পড়োনি? জরুরী কাজে উত্তরে যেতে হচ্ছে,' যথাসাধ্য ঠাণ্ডা গলায় বললেন স্যার পার্সি।

'কিন্তু পার্টির কি হবে?'

'হিজ রয়্যাল হাইনেসকে বুঝিয়ে বোলো। জানি, তুমি সামলে নিতে পারবে।'

'পার্টিটা শেষ করে গেলে হত না? কি এমন জরুরী কাজ পড়ল?'

'আমি এখন যাব,' এক কথায় জানান দিলেন স্যার পার্সি।

'তাড়াতাড়ি ফিরবে তো?'

'চেষ্টা করব।'

স্যার পার্সি রওনা দেয়ার জন্যে ব্যস্ত। ওদিকে মার্গারিট চাইছেন তাঁকে আরও কিছুক্ষণ ধরে রাখতে।

'পার্সি,' বললেন মার্গারিট, 'কেন যাচ্ছ বলবে না? তোমার বউ হিসেবে আমার নিশ্চয় জানার অধিকার আছে? তুমি উত্তরাঞ্চলে যাচ্ছ না, জানি আমি। কোন একটা রহস্য আছে…আর…'

'রহস্য-টহস্য নেই,' অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলেন স্যার পার্সি। 'আমার কাজ আরমাণ্ডের সঙ্গে। এখন যেতে পারি?'

'আরমাণ্ডের সঙ্গে? তোমার কোন বিপদ হবে না তো?'

'বিপদ? উঁহুঁ। প্রভাব আছে আমার, খাটাব। ব্যস।'

'বেশ, তোমাকে তবে আর ঠেকাব না। তোমার জন্যে খুব চিন্তায় থাকব। সাবধানে থেকো।'

ভোরের আলোয় অপূর্ব দেখাচ্ছে মার্গারিটকে। চুলগুলো কাঁধের দু'পাশে ছড়ানো। স্যার পার্সি ঝুঁকে চুমু খেলেন স্ত্রীর কপালে।

'আমার কথা মনে থাকবে তো?' মিষ্টি হেসে জানতে চাইলেন মার্গারিট।

'অবশ্যই।'

ঠাণ্ডা গলায় স্যার পার্সি কথাটা বললেও অখুশি হলেন না মার্গারিট। তিনি জানেন, অহঙ্কারীর মুখোশ পরা মানুষটি এখনও মন থেকে ভালবাসেন তাঁকে।

মার্গারিট একপাশে সরে দাঁড়ালেন। লাফিয়ে সুলতানের পিঠে চাপলেন স্যার পার্সি। হাত নাড়লেন মার্গারিট। তীরবেগে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেলেন তাঁর স্বামী। পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাড়িমুখো হলেন মার্গারিট। সোজা গিয়ে ঘরে ঢুকলেন । বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

আরমাণ্ডের জন্যে আর উদ্বেগ হচ্ছে না। হঠাৎই স্বামীর ওপর পরিপূর্ণ আস্থা এসে গেছে তাঁর। শ্যালককে যে করে হোক রক্ষা করবেনই তিনি। মানুষটিকে এখন আর অকর্মণ্য, বোকা ভাবতে মন চাইছে না।

সব কিছুই আবার ঠিকঠাক হয়ে যাবে। স্বামীকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলবেন তিনি। তাহলে বিয়ের আগেকার সেই রোমান্টিক দিনগুলোও ফিরে আসবে। মনটা খুশিতে ভরে উঠেছে। বুকের ওপর থেকে মস্ত এক পাথর নেমে গেছে যেন। পর্দা টেনে দিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। ক্লান্ত শিশুর মত ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেলেন লেডি ব্ল্যাকনি।

নয়

মার্গারিট পরদিন দেরি করে ঘুম থেকে উঠলেন। তরতাজা অনুভব করছেন টানা বিশ্রামের পর। লুইজের আনা নাস্তা পেট পুরে খেলেন তিনি।

লুইজের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, স্যার পার্সি লণ্ডনে থেকে গেছেন। সুলতানকে নিয়ে ফিরে এসেছে সহিস। সহিসের মুখে জানা গেছে তার মনিব ডে ড্রিমে চেপে পাড়ি জমাবেন।

হতবাক হয়ে গেলেন মার্গারিট। স্যার পার্সি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি অবশ্য বলেছিলেন আরমাণ্ডের সাহায্যে যাচ্ছেন। তবে কি তিনি ফ্রান্সে যাচ্ছেন? মার্গারিটের ধারণা ছিল লণ্ডনে থেকেই আরমাণ্ডকে বাঁচানোর জন্যে প্রভাব খাটাবেন তাঁর স্বামী।

সারাটা দিন পড়ে রয়েছে মার্গারিটের সামনে। তেমন কোন কাজও নেই। সুজান ডি টার্নির রিচমণ্ডে বেড়াতে আসার কথা। প্রিন্স অভ ওয়েলসের সামনে ইচ্ছে করেই বান্ধবীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি। বুদ্ধিটাও লেগে গেছে। কাউন্টেস ডি টার্নি মেয়েকে বেড়াতে যেতে নিষেধ করতে পারেননি।

সেজেগুজে নিচে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলেন মার্গারিট।

ল্যাণ্ডিং পেরিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় মুহূর্ত খানেকের জন্যে থমকে দাঁড়ালেন। বাঁ দিকে বেশ কয়েকটি রূম। ওগুলোতে কোনদিন ঢোকেননি তিনি। পার্সির ঘর বেশিরভাগ সময়ই বন্ধ থাকে। তাঁর পেয়ারের চাকর ফ্র্যাঙ্ক ঘরটার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছে। ও ছাড়া আর কারও ভেতরে ঢোকার অনুমতি নেই। মার্গারিটও সাহসে কুলিয়ে উঠতে পারেননি, অন্যান্য চাকর-বাকরদের তো প্রশ্নই ওঠে না।

স্যার পার্সির এই গোপনীয়তা মার্গারিটের কাছে সব সময়ই অনর্থক মনে হয়েছে। আড়ালে এ নিয়ে হাসেনও তিনি। বিদ্রূপ করে বলেন, স্যার পার্সি কেন কাউকে ঘরে ঢুকতে দেন না সেটা বেশ জানা আছে তাঁর। ঘরের আরাম কেদারাটিতে সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমান স্যার পার্সি। সেজন্যেই ওঘরে কাউকে ঢুকতে দিতে তাঁর রাজ্যের আপত্তি।

আজ ঘরের দরজা খোলাই রয়েছে। ফ্র্যাঙ্কের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। ছেলেমানুষী কৌতূহল অনুভব করছেন মার্গারিট। উঁকি দিতে হবে ওঘরে। পা টিপে টিপে ঘরটার দিকে এগোলেন তিনি। ঢুকবেন কিনা ভাবছেন। দরজা সামান্য ঠেললেন। উঁকি দিয়ে কাউকে দেখতে পেলেন না। এবার সাহসের সঙ্গে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। ঘরে বিশেষ কিছুই নেই। ওক কাঠের তৈরি কয়েকটি চেয়ার টেবিল, দেয়াল থেকে ঝুলছে কখানা ম্যাপ। সব কিছুই গোছানো। ঘরের মালিক হঠাৎই বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছেন বলে মনে হলো না।

স্যার পার্সির বিরাট ডেস্কটার ঠিক ওপরে তাঁর মায়ের মস্ত বড় একটা পোরট্রেট। মা-ছেলের চেহারায় অসম্ভব মিল। মার্গারিট এবার ডেস্কটার দিকে দৃষ্টি দিলেন। প্রচুর কাগজ, সবই সুন্দর করে বাঁধা। মার্গারিট অবাক হলেন। মানুষটিকে এতদিন অপদার্থ মনে করা ঠিক হয়নি। কথাবার্তায় নির্বুদ্ধিতার ছাপ কেন তবে? অভিনয়? কিন্তু তার দরকারটা কি?

হঠাৎই একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল তাঁর মেরুদণ্ড বেয়ে। ম্যাপগুলোর কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। সব কটাই ফ্রান্সের উত্তর উপকূল আর প্যারিসের ম্যাপ। এগুলো স্যার পার্সির কোন্ কাজে আসে?

মাথা ধরে গেছে তাঁর, দপদপ করছে শিরা। বোধবুদ্ধি লোপ পেতে বসেছে।

তবে এটুকু বুঝলেন, ফ্র্যাঙ্ক আসার আগেই সরে পড়া উচিত। দ্রুত দরজার দিকে এগোনোর সময় কার্পেটে পড়ে থাকা একটা জিনিসের ওপর পা পড়ল তাঁর।

ওটা কুড়ানোর জন্যে ঝুঁকলেন তিনি। খাঁটি সোনার তৈরি একটা আঙটি, লাল ফুল আঁকা ওতে। স্কারলেট পিম্পারনেল। এ জিনিস আগেও দেখেছেন মার্গারিট। একবার অপেরায়, আরেকবার লর্ড গ্রেনভিলের বল-এ।

আঙটিটা মুঠোয় নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন মার্গারিট। তিনি এত বাড়াবাড়ি করছেন কেন! স্কারলেট পিম্পারনেলকে তো সবাই নকল করতে চায়! স্যার পার্সিও নাহয় করেছেন। এতে তো অন্য কিছু মনে করার অবকাশ নেই! তাঁর স্বামী কিছুতেই স্কারলেট পিম্পারনেল নন। এত বড় ঝুঁকি নিয়ে ফরাসিদের উদ্ধার করে আনার সাধ্য তাঁর নেই।

'ম্যাডাম, কোথায় তুমি?' সুজান ডাকছে। চমকে উঠলেন মার্গারিট। পকেটে লুকিয়ে ফেললেন আঙটি। নিচে নেমে এসে সুজানকে অভ্যর্থনা জানালেন। কুশল বিনিময় হলো। সুন্দর করে সেজেছে সুজান, চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে।

'স্যার অ্যাণ্ড্রুর কি খবর?' সুজানকে খেপাতে চাইলেন মার্গারিট। 'তোমাদের বিয়ে হচ্ছে কবে?'

লাল হলো সুজান।

'আগে বাবা তো ফিরুন, তারপর ওসব ভাবা যাবে।'

ভেতর ভেতর অস্থির বোধ করছেন মার্গারিট। তবে অস্থিরতা প্রকাশ করলেন না।

'তোমার বাবার আর কোন খবর পেলে?'

'এখনও পাইনি, তবে শীঘ্রিই হয়তো পাব। লর্ড হেস্টিংস আজ সকালে মায়ের সঙ্গে দেখা করে গেছেন। তিনি বললেন, দিন চারেকের মধ্যেই বাবা হয়তো চলে আসবেন।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করছি। স্কারলেট পিম্পারনেল বাবার জন্যে নিজে গিয়েছেন। আজ সকালে লণ্ডনে পৌঁচেছেন উনি, কালই ক্যালেতে হাজির হয়ে যাবেন।'

মোক্ষম আঘাত। এমন আশঙ্কাই করছিলেন মার্গারিট। ও ক্যালে যাচ্ছে…আজ সকালে লণ্ডনে গেছে…সবই মিলে যাচ্ছে। পার্সি ব্ল্যাকনি…তাঁর স্বামী…স্কারলেট পিম্পারনেল… যাঁকে তিনি গত রাতে শোভলিনের হাতে একরকম তুলেই দিয়েছিলেন।

পার্সি…তাঁর স্বামী…স্কারলেট পিম্পারনেল। ওহ্, এতদিন অন্ধ ছিলেন তিনি। চোখের সামনে থেকে কুয়াশার পর্দা হঠাৎই যেন সরে গেছে। সবার চোখে এতদিন ধুলো দিয়ে গেছেন তাঁর স্বামী।

মারকুইস সেন্ট সিরের হত্যাকাণ্ড না ঘটলে বিয়ের পরপরই হয়তো সব কিছু খোলসা করতেন স্যার পার্সি। কিন্তু ও ঘটনার পর স্বামী তাঁকে আর বিশ্বাস করতে পারেননি। নিজের ও অনুগামীদের নিরাপত্তার খাতিরে অন্ধকারে রেখে দিয়েছেন স্ত্রীকে।

ভদ্রলোক চমৎকার অভিনয় চালিয়ে গেছেন। শোভলিনের চরদের ধোঁকা খাওয়াটাই স্বাভাবিক। এমনকি গত রাতে লর্ড গ্রেনভিলের সাপার রুমে গিয়েও কিছু আন্দাজ করতে পারেনি শোভলিন। স্কারলেট পিম্পারনেলের বদলে গবেট স্যার পার্সিকে সোফায় শুয়ে থাকতে দেখে হতাশ হয়েছে।

'কি হলো? তোমাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল সুজান।

'কিছু হয়নি। আমাকে একটু ভাবতে দাও। আমার হয়তো আজই এখান থেকে চলে যেতে হতে পারে, বুঝেছ?'

'বুঝতে পারছি তোমার কিছু একটা হয়েছে। আমি বরং আজ উঠি।'

মার্গারিটের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়ল সুজান। বেরিয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে। চুপ করে বসে রয়েছেন মার্গারিট। কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারছেন না।

এ সময় এক সহিস ছুটে এল তাঁর ঘরে, সিল করা একটা চিঠি হাতে।

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলেন মার্গারিট।

'কে পাঠিয়েছে?' জানতে চাইলেন, হাত কাঁপছে।

'এক লোক দিয়ে গেল। বলল, পড়লেই নাকি বুঝতে পারবেন।'

খাম খুললেন মার্গারিট। শোভলিনের চিঠি। সে জানিয়েছে, স্কারলেট পিম্পারনেলকে চিনে ফেলেছে। চরম শত্রুর পিছু ধাওয়া করবে এখন শোভলিন। আরমাণ্ডের জন্যে ভাবতে বারণ করেছে সে। খুব সম্ভব এখন ডোভারের পথে রয়েছে এই ফরাসি গুপ্তচর।

'কি করি এখন? করব কি? হায়, ঈশ্বর!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন মার্গারিট।

মহা অপরাধ করেছেন তিনি। স্বামীকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়েছেন। তাঁর জানা উচিত ছিল স্যার পার্সিই স্কারলেট পিম্পারনেল। মানুষটির কাছ থেকে যে পরিমাণ ভালবাসা পেয়েছেন বিনিময়ে তার তিল পরিমাণও দিতে পারেননি, দিতে চানওনি। সব সময় নিজেকে স্বামীর চেয়ে উঁচু স্তরের মানুষ ভেবে এসেছেন। কিন্তু ওসব কথা ভেবে এখন কি হবে? এখুনি কোন একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

পার্সি জানেন না পেছনে চর লেগে গেছে। ক্যালেতে পৌঁছতে তাঁর বড়জোর একদিন লাগবে। শোভলিনও প্রায় একই সময়ে ওখানে পৌঁছবে। সে যে শুধু স্যার পার্সিকে মেরে ক্ষান্ত হবে তাই নয় তাঁর সমস্ত অনুগামীকেও একে একে খতম করবে। আরমাণ্ড আর কাউন্ট ডি টার্নিকেও ছাড়বে না।

সবাইকে রক্ষা করতে চান মার্গারিট। কিন্তু একাকী কি তা সম্ভব? ক্যালেতে গেলেই বা কি? পার্সি কোথায় থাকবেন কে জানে। ওদিকে শোভলিন তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। মার্গারিট জানেন, কাউন্ট ডি টার্নিকে না নিয়ে ফিরবেন না পার্সি। কিন্তু আগে থেকে তাঁকে সাবধান করে দিতে পারলে হয়তো প্ল্যান বদলে ফেলবেন। তাতে হয়তো ফাঁদে পড়ার হাত থেকে বাঁচবেন।

আর শোভলিনকে যদি নিতান্ত ঠেকানো না-ই যায় তবু তো বিপদের সময় স্বামীর পাশে থাকতে পারবেন মার্গারিট। সে-ও তো পরম পাওয়া। মারা গেলে দুজন একসঙ্গে যাওয়াই ভাল খামোকা একা বেঁচে থেকে কি লাভ?

কঠিন হলো তাঁর সুন্দর মুখটা। এসপার নয় ওসপার—একটা কিছু করবেনই। এখন প্রথম কাজ হচ্ছে স্যার অ্যাণ্ড্রুকে খুঁজে বার করা। স্যার পার্সির ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি। সাহায্য করতে পারবেন ভদ্রলোক।

দশ

আধ ঘণ্টার মধ্যেই কোচে চেপে লণ্ডনের উদ্দেশে রওনা দিলেন মার্গারিট। তার আগে অবশ্য প্রিন্স অভ ওয়েলসের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। জানিয়েছেন, জরুরী প্রয়োজনে বুধবারের পার্টি স্থগিত রাখতে হচ্ছে।

সঙ্গে করে ব্যাগ ভরে টাকা নিয়েছেন মার্গারিট।

ক্রাউন ইন-এ পৌঁছলেন তিনি। কোচোয়ানকে নির্দেশ দিলেন ঘোড়াদের দানা-পানি আর বিশ্রামের ব্যবস্থা করার জন্যে। তারপর নিজে চলে গেলেন স্যার অ্যাণ্ড্রুর বাড়িতে।

স্যার পার্সির সব বন্ধুদের মধ্যে এঁকেই বেশি বিশ্বাস করেন মার্গারিট। তাঁর সঙ্গেও চমৎকার বন্ধুত্ব রয়েছে ভদ্রলোকের। তাছাড়া, সুজানের সঙ্গে এঁর প্রেমের ফলেও ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। তবে স্যার অ্যাণ্ড্রু বাড়িতে না থাকলে মার্গারিট লর্ড হেস্টিংস বা লর্ড টনির সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। এঁদের সাহায্য ছাড়া স্বামীকে বাঁচানো অসম্ভব।

স্যার অ্যাণ্ড্রু বাসাতেই আছেন মার্গারিট সোজা দোতলায় তাঁর ডাইনিং রুমে চলে এলেন।

ভদ্রলোক তাঁকে দেখে হতবাক।

'স্যার অ্যাণ্ড্রু, আপনাদের নেতা—স্কারলেট পিম্পারনেল··· মানে আমার স্বামী পার্সি ব্ল্যাকনি ভীষণ বিপদে পড়েছে,' কোনরকম ভণিতা ছাড়াই বললেন মার্গারিট। এখন সময়ের মূল্য অনেক

এবার আরও অবাক হতে হলো স্যার অ্যাণ্ড্রুকে। মুখ ফ্যাকাসে।

'কিভাবে জানলাম জিজ্ঞেস করবেন না,' বললেন মার্গারিট। 'সবই ঈশ্বরের দয়া। এখনও হয়তো তাকে বাঁচানো সম্ভব। আমি মেয়েমানুষ—একা কি আর করতে পারব, তাই আপনার কাছে এলাম।'

'লেডি ব্ল্যাকনি,' বললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। নিজেকে সামলে নিতে চাইছেন। 'আমি···'

'আগে আমার কথা শুনুন,' বাধা দিয়ে বললেন মার্গারিট, 'শোভলিন সে রাতে কাগজগুলো চুরি করে অনেক কিছুই জেনে ফেলেছে। কাউন্ট ডি টার্নিকে কখন, কিভাবে উদ্ধার করা হবে তাও। পার্সি আজই রওনা দিয়েছে। শোভলিন জানে, স্কারলেট পিম্পারনেল আর পার্সি—দুজন একই লোক। ক্যালেতে ধাওয়া করে গিয়ে ধরে ফেলবে তাকে। তারপর কি হবে সে তো ভালই জানেন। রাজা জর্জও তখন ওকে বাঁচাতে পারবেন না।'

'বুঝতে পারছি না,' বললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। আসলে কি করা উচিত ভাবার

জন্যে সময় নিলেন।

'বোঝেননি? পানির মত সোজা ব্যাপার। পার্সি ক্যালে গেছে, তার পেছন পেছন যাবে শোভলিন। আজ রাতে চ্যানেল ক্রস করবে। কি ঘটবে বুঝতে পারছেন না?'

স্যার অ্যাণ্ড্রু নির্বাক।

'পার্সি জানে না তার পিছু নেয়া হচ্ছে। সে কাউন্ট ডি টার্নি আর আরমাণ্ডকে খুঁজে নেবে। সবাইকে নিয়েই বিপদে পড়বে ও।'

স্যার অ্যাণ্ড্রুর মুখে এখনও কথা নেই।

'আপনি আসলে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন মার্গারিট। 'আমাকে দেখে কি আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না? আপনার কি মনে হয় আমি আমার স্বামীর সঙ্গে বেঈমানী করব?'

'কি যে বলেন!' শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। 'ওসব কথা কল্পনাও করা যায় না।'

'তবে আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। যা করার এক্ষুনি করতে হবে।'

'একটা কথা,' মার্গারিটের চোখে চেয়ে জানতে চাইলেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। 'শোভলিনকে চীফের পেছনে কে লেলিয়ে দিয়েছে বলুন তো।'

'আমি,' সোজা সাপ্টা জবাব মার্গারিটের। 'আপনাকে কিছু গোপন করব না। স্কারলেট পিম্পারনেল কে তা জানতাম না আমি। তাছাড়া আমার ভাইয়ের নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িয়ে ছিল।'

'স্কারলেট পিম্পারনেলকে খুঁজে দেয়ার সঙ্গে?'

মাথা ঝাঁকালেন মার্গারিট।

'কেন কি করেছি বলে সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। এখন ওকে বাঁচাতে হবে, আর কিছু বুঝি না।'

স্যার অ্যাণ্ড্রু বেকায়দায় পড়েছেন। চীফ ও অন্যান্য কমরেডদের কাছে গোপনীয়তা রক্ষার্থে শপথবদ্ধ তিনি। আবার এদিকে লেডি ব্ল্যাকনির কথাও অবিশ্বাস করতে পারছেন না।

'লেডি ব্ল্যাকনি,' শেষমেশ বললেন তিনি, 'আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। কি করা উচিত আপনিই বলুন। আমরা তো স্কারলেট পিম্পারনেলের জন্যে জীবনও দিতে রাজি।'

'জীবন দেয়ার দরকার দেখছি না,' বললেন মার্গারিট। 'আমার বুদ্ধি আর চারটে ঘোড়াই যথেষ্ট। কিন্তু যেটা জানতে চাইছি তা হচ্ছে ওকে পাব কোথায়।' চোখে জল এল তাঁর। 'আমি সেজন্যেই আপনার কাছে এসেছি। আপনার সাহায্য না পেলে যা করার আমি একাই করব। সেক্ষেত্রে হয়তো অযথা সময় নষ্ট হয়ে যাবে–'

'লেডি ব্ল্যাকনি, কাজটা কিন্তু পুরুষমানুষের। আপনার পক্ষে ক্যালেতে একা যাওয়া সম্ভব নয়। বড্ড ঝুঁকি হয়ে যাবে।'

'হোক,' নরম গলায় বললেন মার্গারিট। 'বিপদের পরোয়া করি না। তাছাড়া একটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছেন কেন? শোভলিনের নজর থাকবে আপনাদের ওপর,

আমাকে পাত্তা দেবে না সে।'

'তা ঠিক। আমি রাজি।'

'শুনুন তবে। কোচে করে ডোভারে যাব আমি। আপনি আমাকে ফলো করবেন। ফিশারম্যান্স রেস্টে আবার দেখা হবে। ওখান থেকেই রাতে স্কুনারে চাপব। আপনি যদি সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশ নেন তবে বড় ভাল হয়। কারও চিনে ফেলার ভয় থাকবে না।'

'বেশ।'

'গুড। রাতে তবে ডোভারে দেখা হচ্ছে।'

স্যার অ্যাণ্ড্রুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্রাউন ইনে ফিরে এলেন মার্গারিট। কোচ তৈরিই ছিল। তক্ষুনি ডোভারের রাস্তায় ছুটে চললেন তাঁরা।

ডোভারে যখন পৌঁছলেন তখন বেশ রাত। লেডি ব্ল্যাকনিকে মাঝরাতে সরাইখানায় দেখে গুঞ্জন উঠল বোর্ডারদের মধ্যে। স্যালি ঘুমিয়ে পড়েছিল, উঠে এল। মিস্টার জেলিব্যাণ্ডও সাধ্যমত মার্গারিটের যত্ন আত্তি করতে লাগলেন।

'আজ রাতে থাকবেন?' সাপার তৈরিতে ব্যস্ত স্যালি জানতে চাইল।

'উঁহুঁ, পুরো রাত নয়,' মার্গারিটের জবাব। 'ঘণ্টা দুয়েক থাকব আরকি জোয়ার শুরু হলেই ফ্রান্সে রওনা হব।'

'বেশ তো। আপনাকে কিছু খেতে দিই?' জানতে চাইল স্যালি।

'দাও। আর স্যার অ্যাণ্ড্রু এলেই আমাকে জানিয়ো।'

'ইয়েস, মাই লেডি।'

'আর শোনো, আমার কোচোয়ান আজ রাতে তো বটেই আরও কদিন হয়তো থাকবে। দেখো ওর যাতে কোন অসুবিধা না হয়, কেমন?'

'সে আর বলে দিতে হবে না।'

মিস্টার জেলিব্যাণ্ড কিন্তু মোটেই খুশি হতে পারছেন না। মুখ গোমড়া তাঁর। ভদ্রলোকের স্থির বিশ্বাস, লেডি ব্ল্যাকনি সুদর্শন স্যার অ্যাণ্ড্রুর সঙ্গে পালানোর তালে আছেন। স্যার পার্সিকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করেন তিনি। এ মুহূর্তে দুঃখ হচ্ছে তাঁর জন্যে। কিন্তু এসব মান্যগণ্য মানুষদের ব্যাপারে নাক গলানোও ঠিক হবে না। চুপ করে রইলেন তিনি।

স্যালি টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে। ঠাণ্ডা মাংস, ওয়াইন আর ফলমূল। বাউ করে বেরিয়ে গেল ও।

ঘরে মার্গারিট এখন একা। বড় নিঃসঙ্গ বোধ হচ্ছে। ঘড়ির টিকটিক শব্দ ছাড়া চারদিক নিঃশব্দ।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, বাইরে বাতাসের গর্জন। ঝড়।

বাইরে হঠাৎ শোরগোল শুরু হলো। স্যার অ্যাণ্ড্রু এসেছেন। নিজের বিদঘুটে অবস্থানের কথা ভেবে দমে গেলেন মার্গারিট। ছদ্মবেশী এক অবিবাহিত যুবকের জন্যে বসে বসে অপেক্ষা করছেন তিনি। ঠেকায় পড়লে কি না করতে হয়!

স্যার অ্যাণ্ড্রু ভেতরে ঢুকতেই হেসে উঠলেন মার্গারিট। চাকর সেজে এসেছেন ভদ্রলোক।

'আপনাকে কিন্তু জব্বর মানিয়েছে,' হাসতে হাসতে বললেন মার্গারিট।

মিস্টার জেলিব্যাঙের গোমড়া ভাব কাটেনি, বরঞ্চ ছদ্মবেশের কারণে তঁ. সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়েছে। কঠোর মুখে ওয়াইনের বোতল খুললেন ভদ্রলোক দুটো গ্লাসে ঢেলে এগিয়ে দিলেন।

'আপনি আমাদের জন্যে অনেক করেছেন,' বললেন মার্গারিট। 'আর কিছু চাই না। এগুলো রাখুন,' তিনটে স্বর্ণমুদ্রা তিনি জেলিব্যাঙের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

'লেডি ব্ল্যাকনি, আজ রাতে রওনা দেয়া সম্ভব নয়,' বললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু।

'কেন?' অবাক হয়েছেন মার্গারিট। 'যেভাবে হোক আজই চ্যানেল ক্রস করতে হবে। যত টাকা লাগে দেব।'

'টাকার প্রশ্ন নয়। ফ্রান্সের দিক থেকে ভীষণ ঝড় বইছে। ঝড় না কমলে রওনা দেব কিভাবে?'

মলিন দেখাল মার্গারিটকে।

'কিন্তু যেতে যে আমাদের হবেই।'

'দুজন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলেছি। কেউই আজ রাতে ডোভার ছাড়ছে না।'

এবার উপলব্ধি করতে পারলেন মার্গারিট। তারমানে শোভলিনও আটকা পড়েছে। জেলিব্যাঙের দিকে চেয়ে আমুদে গলায় বললেন তিনি, 'আমাকে একটা ঘর দিতে পারেন?'

'নিশ্চয়। এখুনি ব্যবস্থা করছি। স্যার অ্যাণ্ড্রুর জন্যেও ঘর রেডি হয়ে যাবে।'

'ধন্যবাদ,' বললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। জেলিব্যাঙের পিঠ চাপড়ে দিলেন। 'লেডি ব্ল্যাকনির খাতির যত্ন করলে স্যার পার্সি ভাল বকশিশ দেবেন।'

স্যার পার্সির নাম শুনে খানিকটা আশ্বস্ত হলেন জেলিব্যাঙ। উজ্জ্বল হলো তাঁর চেহারা।

'আমি এখুনি যাচ্ছি,' বললেন তিনি। বাউ করে চলে গেলেন।

'সব খবর বলুন এবার।'

'বলার মত তেমন কিছু নেই, লেডি ব্ল্যাকনি,' বললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। 'কোন জাহাজই আজ ছাড়ছে না, ঝড়ের জন্যে।'

'তারমানে শোভলিন এখনও ডোভারে?'

'হ্যাঁ। ওর কল্লাটা ফেলে দেয়ার জন্যে আমার হাত নিশপিশ করছে।'

'ও মরলে আমিও খুশি হই; কিন্তু এদেশে তো খুন নিষিদ্ধ।'

সাপারে বসলেন ওঁরা। খেতে খেতে স্যার পার্সির দুঃসাহসিক পলায়নের গল্প শোনালেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। কাউন্টেস ডি টার্নিকে বাঁচানোর জন্যে স্যার পার্সি কুৎসিত এক বৃদ্ধার ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন–শুনে হেসে গড়িয়ে পড়লেন মার্গারিট।

সাপার সেরে নিজের ঘরে চলে এলেন তিনি। বিছানায় শোয়ার পরেও ঘুম এল না। অস্থির হয়ে রয়েছে মন। স্যার পার্সিকে বাঁচাতে পারবেন কিনা ভাবতে ভাবতেই রাত কাবার হয়ে গেল।

নির্ঘুম রজনী কাটিয়ে ভোরে উঠে পড়লেন তিনি। যাত্রার জন্যে তৈরি। নিচে নেমে এসে দেখেন স্যার অ্যাণ্ড্রু কফিরুমে বসা। জেটিতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে

এসেছেন ভদ্রলোক। ঝড়ের তাণ্ডব এখনও কমেনি। এমন চলতে থাকলে রওনা দিতে আরও দেরি হবে: অন্তত দশ-বারো ঘণ্টা।

খবরটা শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন মার্গারিট। বুকের ভেতর থেকে কান্না দলা পাকিয়ে উঠতে চাইছে। স্যার অ্যাণ্ড্রুর দিকে চাইলেন তিনি। বুঝলেন, তাঁর চেয়ে কম উদ্বিগ্ন নন ভদ্রলোক।

ডোভারে বিষণ্ন একটা দিন কাটল। ঘরে ফিরে যাওয়ার পর আর বেরোননি মার্গারিট ; শোভলিনের কোন চর দেখে ফেলে যদি সেই ভয়ে স্যালি ঘরে এসে দিয়ে গেছে খাবার।

বিকেলে আবার জেটিতে গেলেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। এসে জানালেন একটা ইয়টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জোয়ার এলেই রওনা দেবেন ওটার ক্যাপ্টেন।

বিকেল পাঁচটায় মার্গারিট জেটিতে পৌঁছলেন। তাঁর পেছন পেছন গেলেন ভৃত্যরূপী স্যার অ্যাণ্ড্রু। ইয়টে চাপার পরে দুজনেরই মেজাজ খোশ হয়ে গেল। ডোভারের সাদা পাহাড়গুলো এক সময় দৃষ্টিসীমার আড়াল হলো। মার্গারিট ক্রমান্বয়ে আশাবাদী হয়ে উঠছেন।

সাঁঝের আবছা অন্ধকারে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে ফ্রান্সের ধূসর উপকূল। দুটো একটা বাতি জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। সে সঙ্গে বেশ কটা গির্জার চুড়োও চোখে পড়ল।

আধ ঘণ্টা পরে ফ্রান্সে পা রাখলেন মার্গারিট। ক্যালে ব্যবসার প্রাণ কেন্দ্র। ইংরেজ বণিকরা বিনা শুল্কে এখান থেকে ফরাসি মদ কেনে এবং চোরাচালান করে নিয়ে যায় ইংল্যাণ্ডে। স্যার অ্যাণ্ড্রু এবং মার্গারিটকে দেখে ক্যালের বাসিন্দাদের তাই কোন ভাবান্তর হলো না। বাতাসে মাছের আঁশটে গন্ধ। রাস্তায় বাতি নেই। কাদায় পা দেবে যাচ্ছে বারবার। মার্গারিটের অবশ্য সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

রাস্তাঘাট সব স্যার অ্যাণ্ড্রুর নখদর্পণে। কারও কাছে পথনির্দেশ চাইতে হলো না। সরাইখানায় পৌঁছে গেলেন।

স্যার অ্যাণ্ড্রু দরজায় টোকা দিলেন। ভেতর থেকে বিড়বিড়ানির শব্দ কানে এল তাঁদের। আবার টোকা দিলেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। বিড়বিড় করতে করতে টলমল পায়ে দরজার কাছে এগোল কে একজন। দরজা খোলা হয়েছে। ঢুকলেন ওঁরা। পরমুহূর্তে নিজেকে নোংরা, জঘন্য এক ঘরের ভেতর আবিষ্কার করলেন মার্গারিট।

ঘরের প্রতিটি আসবাব ভাঙা। চেয়ারগুলোতে হেলান দেয়ার উপায় নেই। পায়া ভাঙা একটা টেবিল এক কোণে। কাঠ দিয়ে ঠেকা দেয়া হয়েছে। এক পাশে চিলেকোঠা। ময়লা পর্দা ঝুলছে ওটার সামনে। ভাঙাচোরা সিঁড়ি দিয়ে চিলেকোঠায় উঠতে হয়।

দেয়ালে বড় করে লেখা: স্বাধীনতা–সাম্য–ভ্রাতৃত্ব।

প্রদীপ জ্বলছে ঘরে। চুলোর আগুনে উজ্জ্বলতা খানিকটা বেড়েছে। চুলোর ওপর একটা পাত্রে সুপ তৈরি হচ্ছে।

'আমরা ইংরেজ ট্যুরিস্ট,' ফরাসি ভাষায় দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন স্যার অ্যাণ্ড্রু।

এই সরাইখানার মালিকের নাম ব্রোগার্ড। সে-ই দরজা খুলেছে। আগন্তুক

দুজনের দিকে বিদ্বেষপূর্ণ চাহনি হানল বুড়ো। 'ইংরেজের বাচ্চা!' ওকে বিড়বিড় করতে শুনলেন ওঁরা। মাটিতে থুথু ফেলে গায়ের ঝাল মেটাল বুড়ো। তবে সরে দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢোকার জায়গাও করে দিল। হাজার হোক খদ্দের।

'কি পচা জায়গায় এলাম রে বাবা!' নাকে রুমাল চেপে বললেন মার্গারিট। 'ঠিক জানেন তো এটাই সেই জায়গা?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। 'তবে এত যে বাজে জায়গা তা আমারও জানা ছিল না।'

চুলোর ধারে এক বুড়ি বসা। বিড়বিড় করছে আপন মনে, আর খানিক পরপর সুপের পাত্রে চামচ নাড়ছে।

'সিটিজেনেস দারুণ সুপ বানাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছি,' বললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। 'আমরা কিন্তু সাপার করব। বিবি সাহেব আর আমি সেই কখন থেকে না খেয়ে আছি।'

'অভিজাতদের গুলি মারি!' শুনিয়ে শুনিয়ে বলল ব্রোগার্ড।

টেবিলের কাছে গিয়ে সুপের বাটি নিয়ে স্ত্রীর দিকে এগিয়ে গেল সে। ওতে সুপ ঢালল বুড়ি। ব্রোগার্ড বাটিটা মার্গারিটের সামনে এনে রাখল।

গা গুলিয়ে উঠল মার্গারিটের। এমন অস্বাস্থ্যকর জায়গায় কোনদিন খেতে হতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবেননি।

'খেয়ে নিন, বিবি সাহেব,' বললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। 'আমার মনে হয় খারাপ লাগবে না। নিন, শুরু করুন।'

ব্রোগার্ড গোটা কয়েক চামচ রেখেছে টেবিলে। এবার ওয়াইনের বোতল খুলে দুটো গ্লাসে ঢেলে ওঁদের সামনে রাখল।

মার্গারিট টেবিলের কাছে তাঁর চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন। খাওয়ার ভান করছেন। স্যার অ্যাণ্ড্রু ওদিকে বাধ্য চাকরের মত তাঁর পেছনে দাঁড়ানো।

'ম্যাডাম, ঘেন্না করবেন না, খান। না খেলে শরীরে শক্তি পাবেন কিভাবে?' বললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু।

সুপটা খেতে খুব একটা খারাপ লাগছে না। নাক সিটকে আসছে আসলে ঘরের অপরিচ্ছন্নতার জন্যে।

'তুমিও খেয়ে নাও না,' চাকরকে বললেন মার্গারিট।

'এই যে, ভাই,' ব্রোগার্ডের উদ্দেশে বললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। 'ইংরেজ ট্যুরিস্টরা আসে আপনার এখানে?'

পাইপে টান মেরে বলল ব্রোগার্ড, 'আসে কখনও সখনও।

'ইংরেজরা জানে কোথায় ভাল ওয়াইন পাওয়া যায়। কাজেই এখানে না এসে ওদের উপায় নেই। আমার মনিব জানতে চাইছেন আপনি তাঁর এক বন্ধুকে আজ দেখেছেন কিনা। ব্যবসার কাজে ক্যালেতে এসেছেন সেই ইংরেজ। লম্বা মতন ভদ্রলোক।'

ধোঁয়া ছেড়ে বলল ব্রোগার্ড, 'লম্বা? আজকে! হ্যাঁ।'

'দেখেছেন?' উৎসুক হয়ে উঠলেন স্যার অ্যাণ্ড্রু।

'আজ দেখেছি,' গোমড়া মুখে বিড়বিড় করল ব্রোগার্ড। 'খুব ভাল বংশের

লোক বলে মনে হলো।'

প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন মার্গারিট।

'তবে ও-ই,' বললেন তিনি, 'ছদ্মবেশও নেয়নি। স্যার অ্যাণ্ড্রু, ওকে জিজ্ঞেস করুন কোথায় গেছে সেই লোক।'

'ভদ্রলোক কোন্‌দিকে গেছেন? ফিরবেন কিনা কিছু বলেছেন?' জানতে চাইলেন স্যার অ্যাণ্ড্রু।

'চলে গেছে···তবে···সাপারে আসবে।'

স্যার অ্যাণ্ড্রু বাধা না দিলে আনন্দে চিৎকার করে উঠতেন মার্গারিট। তাঁর স্বামী সুস্থ রয়েছেন এবং শীঘ্রি চলেও আসবেন এখানে।

'উনি কোথায় গিয়েছেন জানেন?' আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন মার্গারিট।

'ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করতে।'

'কখন গেছে?'

বিরক্ত হলো ব্রোগার্ড। তার এত প্রশ্নের জবাব দেয়ার ঠেকা কি? 'যা বলার বলেই দিয়েছি,' কর্কশ কণ্ঠে বলল ও। 'সাপারের অর্ডার দিয়ে গেছে। ফিরবে।'

কথাগুলো বলেই ঘর ছাড়ল ও।

'ম্যাডাম, ওকে আর প্রশ্ন করে লাভ নেই। হয়তো সন্দেহ করে বসতে পারে। এখানে কে যে স্পাই বোঝার তো কোন উপায় নেই।'

'বোঝার দরকারই বা কি?' হালকা চালে বললেন মার্গারিট। 'আমার স্বামীর খবর পেয়ে গেছি, শিগ্‌গিরই দেখাও হচ্ছে—এই যথেষ্ট।'

'শ্‌!' সাবধান করলেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। উঁচু কণ্ঠে কথা বলছিলেন মার্গারিট। 'দেয়ালেরও কান আছে।'

উঠে পড়ে চারদিকটা জরিপ করলেন ভদ্রলোক। চিলেকোঠায় গিয়ে দেখে এলেন কেউ লুকিয়ে রয়েছে কিনা।

'কাউকে দেখতে পেলেন, মঁসিয়ে চাকর বাবাজী?' খুশির গলায় বললেন মার্গারিট। 'এখন কথা বলতে পারি তো?'

'পারেন, তবে খুব আস্তে।'

'আপনি এত চিন্তা করছেন কেন? আমার তো খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করছে। পার্সিকে নিয়ে শীঘ্রিই ফ্রান্স ছাড়ছি আমরা। তাছাড়া শোভলিনরাও তো এসে পৌঁছয়নি।'

'ভুল বললেন, ম্যাডাম। জাহাজে ওঠার সময় ওকে দেখেছি। পাদ্রীর ছদ্মবেশে তীরে দাঁড়িয়ে ছিল। আপনি নার্ভাস হবেন ভেবে বলিনি। আমাদের বড়জোর আধ ঘণ্টা পরে রওনা দিয়েছে ও।'

মুখ কালো হয়ে গেল মার্গারিটের। শোভলিন তাঁদের ঠিক পেছনেই রয়েছে। শোভলিন জানে স্যার পার্সি তাঁর শ্যালক ও কাউন্ট ডি টার্নির সঙ্গে কোথায় মিলিত হবেন। ভয়ঙ্কর বিপদ!

স্যার পার্সি সম্পূর্ণ একা অভিযানের পরিকল্পনা করেছেন। কোন অনুগামীকে এই বিপজ্জনক যাত্রায় সঙ্গী করেননি তিনি। কিন্তু শোভলিন এখন তাঁর পরিচয় জেনে ফেলেছে। যে কোন মুহূর্তে ধরে ফেলবে তাঁকে।

'শোভলিন এ জায়গাটার কথা জানে,' বললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। 'কাগজ চুরি করে জেনে গিয়েছে। ফ্রান্সে পৌঁছেই সোজা এখানে চলে আসবে।'

'আমরা তো ওর চেয়ে কিছুটা এগিয়ে রয়েছি। পার্সি এসে পড়লেই ওকে নিয়ে সোজা ইংল্যাণ্ডে রওনা দেব। পরে না হয় আমার ভাই আর কাউন্ট ডি টার্নির একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

মাথা নাড়লেন স্যার অ্যাণ্ড্রু।

'একটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছেন,' বললেন তিনি।

'কোন্ ব্যাপার?' অসহিষ্ণু শোনাল মার্গারিটের কণ্ঠস্বর।

'স্যার পার্সি যা করার প্ল্যানমাফিক করবেন। আরমাণ্ড আর কাউন্ট ডি টার্নিকে ফেলে কখনোই যাবেন না তিনি।'

দু এক মিনিটের নীরবতা। তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললেন মার্গারিট। স্যার অ্যাণ্ড্রু সান্ত্বনা জানানোর ভাষা খুঁজে পেলেন না। দলনেতাকে খুব ভালভাবে চেনেন তিনি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার লোক নন স্যার পার্সি।

নিজেকে সামলে নেয়ার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন মার্গারিট।

'ঠিকই বলেছেন, স্যার অ্যাণ্ড্রু। ওর দায়িত্ব ওকে পালন করতেই হবে। ঈশ্বর ওর সহায় হোন। কিন্তু আমাদেরও সময় নষ্ট করা চলবে না। ওকে জানাতে হবে শোভলিন পেছনে লেগেছে ।'

'ঠিক।'

'আপনি এক কাজ করুন। পাশের গ্রামটায় গিয়ে দেখুন ওকে পান কিনা। পেলে সব কথা জানাবেন। আমি এখানে অপেক্ষা করব। কিছুটা কাজ এগোবে তাতে।'

'একা থাকতে পারবেন?' স্যার অ্যাণ্ড্রু জিজ্ঞেস করলেন।

'পারতেই হবে। ব্রোগার্ডকে বলুন আমাকে অন্য কোন ঘরে বসার ব্যবস্থা করে দিতে। শোভলিনের চোখ এড়িয়ে থাকতে চাই। ওকে কিছু পয়সা দিয়ে যান, যাতে পার্সি এলেই আমাকে জানান দেয়।'

শান্তভাবে কথাগুলো বললেন মার্গারিট, ঠিক করেছেন আর দুর্বলতা দেখাবেন না, যা হয় মাথা পেতে নেবেন।

বিনাবাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করলেন অনুগত ভৃত্য (!) স্যার অ্যাণ্ড্রু। ভেতরের ঘরের দরজায় টোকা দিলেন তিনি। বিড়বিড় করতে করতে দরজা খুলল ব্রোগার্ড। বিরক্ত।

'আমার মনিব নিরিবিলিতে বিশ্রাম নিতে চান। সম্ভব?'

অসম্ভব হলো না, কারণ বুড়োর হাতে মোটা অঙ্কের টাকা গুঁজে দেয়া হয়েছে। চিলেকোঠায় বন্দোবস্ত হলো।

'ভালই হয়েছে,' বললেন মার্গারিট। 'আড়াল থেকে সবাইকে দেখা যাবে। ধরা পড়ার ভয় নেই।'

'হুট করে একটা কিছু করে বসবেন না যেন,' বললেন স্যার অ্যাণ্ড্রু মার্গারিট তখন সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন। 'চারদিকে স্পাই। স্যার পার্সির সঙ্গেও দেখা করার আগে বুঝে নেবেন কেউ আছে কিনা।'

'সে নিয়ে ভাববেন না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যা করার বুঝেশুনেই করব।'

ভাঙাচোরা সিঁড়িগুলো বেয়ে চিলেকোঠায় উঠে এলেন তিনি। ব্রোগার্ড তাঁর প্রতি ভ্রূক্ষেপও করল না। চিলেকোঠায় বিছিয়ে রাখা খড়ের ওপর বসলেন মার্গারিট। ছেঁড়া পর্দাটা সরাতেই বুঝলেন, দেখা না দিয়েও এখান থেকে সবাইকে দেখতে পাবেন, কথাও শোনা যাবে।

ব্রোগার্ডকে ভাল টাকা দেয়া হয়েছে। সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। ওপর দিকে একবার চাইলেন স্যার অ্যাণ্ড্রু। তাঁর উদ্দেশে হাত নাড়লেন মার্গারিট। রাতের আঁধারে বেরিয়ে গেলেন স্যার অ্যাণ্ড্রু।

এগারো

পরবর্তী পনেরো মিনিট দ্রুত কাটল। ব্রোগার্ড টেবিল সাজাচ্ছে। তার আচরণে বোঝা গেল লম্বা ইংরেজের প্রতি সমীহ পোষণ করে সে।

ড্রয়ার থেকে পুরানো, ছেঁড়া একটা টেবিল ক্লথ বার করে বিছাল ও। ফুটোগুলো দেখে হতাশভাবে মাথা নাড়ল। তবে উপায় নেই, ওটাই একমাত্র সম্বল। এরপর শতচ্ছিন্ন অথচ পরিষ্কার একটা ন্যাপকিন দিয়ে গ্লাস, চামচ আর প্লেটগুলো মুছে রাখল। অবশ্য এসব কাজের ফাঁকে বিড়বিড় করতে ভোলেনি সে।

ব্রোগার্ডের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসি চাপা দায় হলো মার্গারিটের। টেবিল সাজিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে ওটার দিকে চাইল বুড়ো।

খেলা করছে মার্গারিটের মাথা। কি করবেন মনে মনে পরপর সাজাচ্ছেন। মনটা খুশি খুশি লাগছে। যে কোন মুহূর্তে স্বামীকে দেখতে পাবেন। পার্সি ওঁকে দেখে বুঝতে পারবেন তিনি কেমন মেয়ে। স্বামীর জন্যে জীবন দিতেও পিছপা নন মার্গারিট—এবার বুঝবেন স্যার পার্সি

হঠাৎ পায়ের শব্দ শোনা গেল। ক্রমশ স্পষ্টতর হচ্ছে। আনন্দে নেচে উঠল মার্গারিটের হৃদয়। পার্সি এল? না! দু জোড়া পায়ের শব্দ। খদ্দের?

পরমুহূর্তে দরজা খুলে ফেলল জনৈক আগন্তুক।

'সিটিজেন ব্রোগার্ড!' চেঁচিয়ে ডাকল লোকটি।

ব্রোগার্ডের এলোমেলো পায়ের শব্দ কানে এল। ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। কণ্ঠে অসন্তোষ—বিড়বিড়ানি।

আগন্তুকদের একজনকে দেখে দমে গেলেন মার্গারিট। লোকটি পাদ্রীর পোশাক পরা। তবে এ লোককে চিনতে মার্গারিটের ভুল হবার কথা নয়। শোভলিন—হাজির হয়ে গেছে। ব্রোগার্ডকে একটা তেরঙা স্কার্ফ দেখাল ও। এর অর্থ সে রিপাবলিক সরকারের কর্মকর্তা। ওটা দেখে মুখের ভাব বদলে গেছে ব্রোগার্ডের। বিরক্তির পরিবর্তে ক্রীতদাসসুলভ কাঁচুমাচু ভঙ্গি এখন তার।

'এক পেয়ালা সুপ আর এক বোতল ওয়াইন,' আদেশ করল শোভলিন। 'ওগুলো দিয়েই সামনে থেকে কেটে পড়বে, বুঝেছ? ফালতু লোকজন পছন্দ করি না

নিঃশব্দে আদেশ পালন করল ব্রোগার্ড। বিড়বিড় করার কথা মনেই রইল না যেন তার। শোভলিন টেবিলে বসেছে। সুপ আর ওয়াইন দ্রুতই চলে এল। দ্বিতীয় আগন্তুক অর্থাৎ শোভলিনের সঙ্গে যে এসেছে এবং যাকে মার্গারিট দেখতে পাননি সে দাঁড়ানো দরজার কাছে। ওঁৎ পেতে রয়েছে।

শোভলিনের ধমকে পড়িমরি ভেতরের ঘরে ছুটল ব্রোগার্ড। সঙ্গীকে এবার হাতছানি দিয়ে ডাকল শোভলিন। মুহূর্তে তাকে চিনতে পারলেন মার্গারিট ডেসগাস। শোভলিনের সেক্রেটারি। প্যারিসে থাকে। ব্রোগার্ডের ঘরের দরজায় কান পাতল ডেসগাস, দু এক সেকেণ্ডের জন্যে।

'শুনছে নাকি ব্যাটা?' জানতে চাইল শোভলিন।

'না, সিটিজেন।'

একটা অজানা আশঙ্কা হঠাৎ জাঁকিয়ে বসল মার্গারিটের মনে। শোভলিন ডেসগাসকে পুরো সরাইখানায় তল্লাশী চালাতে বলবে না তো? কিন্তু শোভলিনের তেমন কোন মতলব নেই। ডেসগাসকে কাছে ডাকল ও।

'ইংলিশ জাহাজটার কি খবর?'

'সূর্য ডোবার পরে আর নজর করতে পারিনি। তবে ওটা পশ্চিমে কেপ গ্রিস নেজের দিকে যাচ্ছিল।'

'গুড!' বলল শোভলিন। 'ক্যাপ্টেন জাটলি কিছু বলেছেন তোমাকে?'

'আপনাকে উনি চিন্তা করতে বারণ করেছেন। আপনার সব অর্ডারই পালন করা হবে। এখানে আসার প্রতিটা রাস্তায় দিন রাত পাহারার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সৈকত আর পাহাড়গুলোতেও পাহারা বসবে।'

'পিয়েরে ব্ল্যাঙ্কার্ডের কুঁড়ে কোথায় জানে ও?'

'না, সিটিজেন, ওই নামে কোন জায়গা কেউই হয়তো চিনবে না। উপকূলে জেলেদের কুঁড়ে আছে প্রচুর কিন্তু…'

'থাকগে। আজ রাতের জন্যে কি ব্যবস্থা?' বাধা দিয়ে বলল শোভলিন।

'সৈকত আর রাস্তাগুলোয় পাহারা বসছে। ক্যাপ্টেন জাটলি পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'এক্ষুনি তবে তার কাছে যাও। পাহারাদার বাড়াতে বলো, বিশেষ করে সৈকতে। বুঝেছ?'

বলে চলেছে শোভলিন, 'যারাই ওসব রাস্তা ব্যবহার করবে তাদেরই ভালমত লক্ষ করবে পাহারাদারেরা। আমার দরকার লম্বা লোকটাকে। খুব সম্ভব ছদ্মবেশে থাকবে ও। কিন্তু তাতে তো আর হাইট লুকাতে পারছে না। বড়জোর কুঁজোর ভান করবে। যাহোক, ওদের বলে দেবে যে করে হোক ওই লম্বুকে পাকড়াও করতে। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, সিটিজেন।'

'অচেনা কোন লোককে দেখলেই অন্তত দুজন নজর রাখবে তার ওপর। লম্বুকে দেখেও কেউ যদি পালাতে দেয় তবে তার জান যাবে। একজন ওকে চোখে চোখে রাখবে আর অন্যজন তক্ষুনি ঘোড়ায় চেপে এখানে এসে রিপোর্ট করবে। যাও এবার।'

ডেসগাস স্যালুট ঠুকে দরজার দিকে এগোল।

শোভলিনের প্ল্যান শুনে ভয়ে জমে গেলেন মার্গারিট। সব কটা রাস্তায় পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে, টহল দেয়া হচ্ছে। স্কারলেট পিম্পারনেলের চারপাশ থেকে ছড়ানো জাল গুটিয়ে আনছে শোভলিন।

ডেসগাস বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে পিছু ডাকল শোভলিন। ধক করে উঠল মার্গারিটের বুক। আবার কোন্ বুদ্ধি বাতলে দেবে ব্যাটা? শোভলিনের মুখ এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি চোখ দুটো ঘৃণা আর ক্রোধে জ্বলছে। এ লোকের কাছে করুণা আশা করা বৃথা।

'একটা কথা ভুলে গিয়েছিলাম,' হাতে হাত ঘষে খল খল করে হাসল শোভলিন। 'লম্বু মারামারি বাধিয়ে বসতে পারে। খুব দরকার না হলে গুলি চালাবে না। ওকে জ্যান্ত চাই আমি।'

ডেসগাস বেরিয়ে যাওয়ার পর অট্টহাসি হাসল শোভলিন। আসন্ন বিজয় কল্পনা করে দু হাত ঘষল।

হ্যাট খুলে রেখে এবার সুপে মন দিল ও। নিশ্চিন্ত ভঙ্গি, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।

এ সময় একটা ঘটনায় আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড় হলো মার্গারিটের। কণ্ঠস্বর। পরিচিত। তাঁর স্বামী। গলা ছেড়ে গান গাইছেন: 'গড সেভ দ্য কিং।'

শোভলিনও শুনতে পেয়েছে। চকিতে দরজার দিকে চাইল ও। হ্যাটটা দ্রুত মাথায় চড়াল।

কণ্ঠস্বরটা ক্রমেই জোরাল হচ্ছে। মার্গারিটের ইচ্ছে হলো এক দৌড়ে চিলেকোঠা থেকে নেমে স্বামীকে সাবধান করে দেন। অতিকষ্টে ইচ্ছেটাকে দমন করলেন। দরজার কাছে পৌঁছনোর আগেই শোভলিন বাধা দেবে। তাছাড়া সরাইখানার বাইরেও সৈন্য রেখেছে কিনা কে জানে।

'গড সেভ দ্য কিং,' স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। পরমুহূর্তে দড়াম করে দরজা খুলে গেল।

মার্গারিট দরজার কাছটা দেখতে পাচ্ছেন না। দম চেপে বসে রইলেন তিনি। কি ঘটছে অনুমান করতে চাইছেন।

পার্সি ব্ল্যাকনি ঘরে ঢুকে পাদ্রীকে টেবিলে বসে থাকতে দেখতে পেলেন। তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে খোশমেজাজে চেঁচাতে লাগলেন, 'কই হে, ব্রোগার্ড! কোথায় তুমি?'

পার্সি ব্ল্যাকনির পরনে গতদিনের সেই পোশাক। তাঁকে দেখে কে বলবে ভীষণ বিপদ মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ব্রোগার্ডের জন্যে অপেক্ষা করছেন স্যার পার্সি। মার্গারিটের আশঙ্কা, শোভলিনের সঙ্কেতে যে কোন মুহূর্তে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়বে সৈন্যের দল।

ব্রোগার্ডের পাত্তা নেই। টেবিলের দিকে এগোলেন স্যার পার্সি। পাদ্রীর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'পাদ্রী বাবা...মানে, মিস্টার শোভলিন...আপনাকে এখানে আশা করিনি।'

সুপ খাওয়ার ভান করছিল শোভলিন, চমকে উঠল। কাশছে।

পার্সি ব্ল্যাকনি শোভলিনের পিঠে থাবড়া মেরে বললেন, 'বিষম লেগে গেল নাকি? খুব খারাপ জিনিস! আমার এক বন্ধু তো একবার কাশতে কাশতে মারাই গেল।'

শোভলিনের দিকে চেয়ে হাসলেন তিনি। 'জায়গাটা এক্কেবারে বাজে, না?' একটা চেয়ার টেনে শোভলিনের পাশে বসলেন।

টেবিলে আরেকটা বাটি রয়েছে। ওটায় সুপ ঢাললেন তিনি, আর গেলাসে ওয়াইন।

'ব্রোগার্ড হতচ্ছাড়াটা ঘুমাচ্ছে বোধহয়।'

শোভলিনও সামলে উঠেছে। বুঝেছে, স্যার পার্সির সামনে পাদ্রীর অভিনয় করা বৃথা। হাত বাড়িয়ে দিল ও।

'আপনাকে দেখে খুব ভাল লাগল, স্যার পার্সি। ভেবেছিলাম, আপনি চ্যানেলের উল্টো দিকে রয়েছেন। সেজন্যেই হঠাৎ দেখে ভড়কে গিয়েছিলাম।'

'তাই বুঝি, মিস্টার শোবার্টিন?'

'শোবার্টিন নয়–শোভলিন।'

'ও হ্যাঁ, শোভলিন। সরি, মিস্টার শোভলিন···আমি আসলে বিদেশী নাম ঠিক মনে রাখতে পারি না।'

মনের আনন্দে সুপ খাচ্ছেন স্যার পার্সি। হাসছেন প্রাণ খুলে। যেন শত্রুর সঙ্গে বসে সুপ খেতেই ফ্রান্সে এসেছেন।

'আপনি যে,' মৃদু হেসে বললেন স্যার পার্সি, 'গির্জায় যোগ দিয়েছেন তা জানতাম না।'

'হেঁ হেঁ,' জবাব দিতে পারল না শোভলিন।

'তবে আপনাকে না চিনে উপায় নেই,' আরেক গ্লাস ওয়াইন ঢেলে বললেন স্যার পার্সি। 'যদিও পরচুলা আর হ্যাটে চেহারা খানিকটা পাল্টেছে।'

'ও, তাই নাকি?'

'আপনার চেহারা নিয়ে কথা বলছি বলে কিছু মনে করছেন না তো?'

'না, না কি যে বলেন! লেডি ব্ল্যাকনি ভাল আছেন তো?' প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করল শোভলিন।

'হ্যাঁ, তা আছেন,' শুষ্ক কণ্ঠে বললেন স্যার পার্সি। সুপ আর ওয়াইন শেষ করেছেন।

আড়চোখে ঘড়ি দেখল শোভলিন, ডেসগাস এখুনি ফিরবে। চরম শত্রুকে অবশেষে হাতের মুঠোয় পাওয়া গেছে।

'প্যারিস যাচ্ছেন নাকি, স্যার পার্সি?'

'উঁহুঁ,' হেসে জবাব দিলেন স্যার পার্সি। 'এই একটু লিলেতে যাব, প্যারিস আমার জন্যে সুবিধের জায়গা নয়, মিস্টার শোবার্টিন ইয়ে··· সরি, শোভলিন!'

'হ্যাঁ, আপনারা যারা বিপ্লবের ব্যাপারে আগ্রহী নন তাদের জন্যে প্যারিস একদমই ম্যাড়মেড়ে,' শোভলিনের কণ্ঠে বিদ্রূপ।

'তা যা বলেছেন।'

শোভলিন ঘড়ি দেখল আবার।

'কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে নাকি? আমার জন্যে সময় নষ্ট করবেন না আপনি আপনার কাজে যেতে পারেন,' বললেন স্যার পার্সি।

চুলোর কাছে চেয়ার নিয়ে গেলেন তিনি। মার্গারিট পারলে চিৎকার করে সাবধান করতেন তাঁকে। কিন্তু চুপ করে রইলেন। বড়ি অসহায়!

'কারও আসার কথা?' শোভলিনকে তৃতীয়বারের মত ঘড়ির দিকে চাইতে দেখে জানতে চাইলেন স্যার পার্সি।

'হ্যাঁ, এক বন্ধু আসবে।'

'কোন মহিলা নয় তো, পাদ্রী সাহেব?' হাসলেন স্যার পার্সি। 'গির্জা কিন্তু মেয়ে বন্ধু অ্যালাউ করে না। করে? আপনি আগুনের ধারে এসে বসুন না। আপনার শীত করছে না?'

আগুন উসকে দিলেন স্যার পার্সি। কোন তাড়া নেই তাঁর, পরম নিশ্চিন্ত। একটা চেয়ার টেনে আনলেন আগুনের কাছে। শোভলিন এসে ওটায় বসল।

'এখন বলুন,' বললেন স্যার পার্সি। 'আপনার বান্ধবী দেখতে কেমন? সুন্দরী? ফরাসি মহিলারা তো খুব রূপসী হয়।'

শোভলিন এ সব কথায় কর্ণপাত করছে না। সরাইখানার দিকে এগোচ্ছে সৈন্যদের পদশব্দ। কান পেতে শুনছে শোভলিন। তার কানে যেন মধু বর্ষিত হচ্ছে। ডেসগাস লোকজন নিয়ে এল বলে। আর বেশি হলে তিন মিনিট। তারপর বাছাধন যাবে কোথায়?

স্যার পার্সি এসময় উঠে টেবিলের কাছে চলে গেলেন। পকেট থেকে নস্যির খালি কৌটো আর একটা গোলমরিচের শিশি বার করলেন। শিশির পুরো গোলমরিচ ঢাললেন নস্যির কৌটোয়।

তারপর শোভলিনের দিকে চেয়ে বললেন, 'কিছু বললেন?'

'না তো,' বলল শোভলিন। 'আপনিই মনে হলো কি যেন বিড়বিড় করছেন।'

'বলছিলাম যে,' শোভলিনের কাছে এসে বললেন স্যার পার্সি, 'পিকাডিলির ইহুদিটা দারুণ মাল দিয়েছে এবার এত ভাল নস্যি আগে কখনও নিইনি। নেবেন খানিকটা?'

শোভলিন বুঝতেও পারল না কতবড় ভুল করতে যাচ্ছে। নির্দ্বিধায় নস্যি নিল ও।

আক্কেল সেলামীও দিতে হলো তক্ষুনি। হাঁচতে হাঁচতে দম আটকে এল তার এই ফাঁকে টেবিলে সাপারের বিলের টাকা রেখে, শোভলিনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে ধীরেসুস্থে বেরিয়ে গেলেন স্যার পার্সি।

বারো

মার্গারিটের বিহ্বলতা কাটতে কিছুক্ষণ লাগল। সবই খুব দ্রুত ঘটে গেছে। স্কারলেট পিম্পারনেল পালিয়ে গেছে।

খানিকটা সামলে উঠেছে শোভলিন। কম হাঁচছে এখন। বহু কষ্টে উঠে

দাঁড়িয়ে শুনতে পেল ডেসগাস তার লোকদের চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে। টলমল করতে করতে দরজার দিকে এগোল ও।

দরজা খুলে ডেসগাসকে কোন কথা বলার সুযোগ দিল না শোভলিন। দুবার হেঁচে জিজ্ঞেস করল, 'লম্বুটাকে দেখেছ?'

'কোথায়, সিটিজেন?' বিস্মিত ডেসগাস জানতে চাইল।

'এখান থেকে এই মিনিট কয়েক হলো বেরিয়ে গেছে।'

'আমরা কাউকে দেখিনি, সিটিজেন। তাছাড়া চাঁদও ওঠেনি– '

'অনেক দেরি করে ফেলেছ তোমরা,' রাগত স্বরে বলল শোভলিন।

'সিটিজেন, আমি– '

'কি বলেছিলাম মনে রাখতে পারোনি,' বলল শোভলিন। 'অনেক সময় লাগিয়ে দিয়েছ। ভাগ্য ভাল ক্ষতি তেমন কিছু হয়নি, নইলে সবই তোমার ওপর বর্তাত।'

মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল ডেসগাসের।

'লম্বা লোকটা, সিটিজেন– ' বিড়বিড় করল ও।

'পাঁচ মিনিট আগে এ ঘরেই ছিল। সাপারও খেয়ে গেছে। একা ওর সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারিনি। নাকের ডগা দিয়ে পালিয়েছে শালা।'

'বেশিদূর যেতে পারবে না। কেউ না কেউ দেখে ফেলবেই, সিটিজেন।'

'হুঁ।'

'ক্যাপ্টেন জাটলি সৈকতে বাড়তি চল্লিশজন লোক পাঠিয়েছেন। লাগাতর পাহারার ব্যবস্থা করবেন বলেছেন। ফলে কারও পক্ষেই এতগুলো মানুষকে ধোঁকা দিয়ে নৌকায় চেপে পালানো সম্ভব নয়।'

'এখন কথা হচ্ছে পাহারাদারেরা জানে তাদের কি কাজ?'

'খুব ভালমতই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি নিজে ওদের সঙ্গে কথা বলেছি। অচেনা কাউকে দেখলেই ফলো করবে। বিশেষ করে সে লোক যদি হয় লম্বা। অবশ্য কুঁজো বা ছদ্মবেশ নিয়েছে এমন সন্দেহ হলেও ছাড়বে না।'

'সৈন্যদের বলেছেন ওকে পিয়েরে ব্ল্যাঙ্কার্ডের কুঁড়ে পর্যন্ত যেতে দিতে? ওখানে ও যাক আগে, তারপর কেবল ঘেরাও করে পাকড়াও করা।'

'সব বলে দেয়া হয়েছে, সিটিজেন,' বলল ডেসগাস। 'লম্বা কাউকে দেখলেই একজন তার পিছে লেগে যাবে। আর আরেকজন সোজা এসে আপনাকে রিপোর্ট করবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল শোভলিন। হাত ঘষছে। সন্তুষ্ট।

'আরও খবর আছে।'

'কি?'

'লম্বা মত এক ইংরেজ পৌনে এক ঘণ্টা আগে এক ইহুদির সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করেছে। ইহুদিটার নাম রুবেন। কাছেই থাকে।'

'তো?' অসহিষ্ণু গলায় বলল শোভলিন।

'ইংরেজটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া নিতে চেয়েছে। এগারোটা নাগাদ গাড়ি রেডি চায় সে।'

'এগারোটা বেজে গেছে। রুবেন লোকটা কোথায়?'

'একদম কাছে। ক'মিনিটের রাস্তা।'

'একজন কাউকে পাঠিয়ে খবর নাও ইংরেজটা রুবেনের গাড়ি নিয়ে চলে গেছে কিনা।'

'ইয়েস, সিটিজেন।'

ডেসগাস নিজে গিয়েই রুবেনকে নিয়ে আসবে ঠিক করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইহুদিকে নিয়ে ফিরে এল ও। লোকটা বুড়ো মত, পরনে ময়লা কাপড়। লাল কোঁকড়া চুলগুলো ছড়িয়ে রয়েছে সারা মুখে। গালে খানিকটা কাদা লেপ্টে থাকতেও দেখা গেল। রীতিমত কুৎসিত দেখতে।

শোভলিন লোকটাকে দূরে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল। একে দেখে গা গুলোচ্ছে তার।

'এই-ই নাকি?'

'না, সিটিজেন। রুবেনকে পাওয়া যায়নি। তবে এ লোকটার কাছে খবর আছে। পয়সা পেলে বলবে বলছে।'

মোটা একটা লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে বুড়ো। চওড়া ব্রিমের হ্যাটটা ছায়া ফেলেছে চেহারায়।

'কিহে, কি খবর আছে তোমার কাছে? থাক থাক, ওখান থেকেই বলো। কাছে আসার দরকার নেই। আমি শুনতে পাচ্ছি।' ইহুদিকে এগোতে উৎসাহী দেখে ত্বরিত বলল শোভলিন।

'আমি আর রুবেন এক লম্বা মত ইংরেজের সঙ্গে কথা বলেছি। আজ সন্ধেতেই।'

'কি কথা?'

'ইংরেজটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া নিতে চাইছিল। সেন্ট মার্টিন রোডে যাবে। আজ রাতের মধ্যেই নাকি পৌছতে হবে।'

'তুমি কি বললে?'

'আমি কিছু বলার সুযোগ পেলাম কই? তার আগেই তো বদমাশ রুবেনটা ওর বেতো ঘোড়া আর ভাঙা গাড়িটা গছিয়ে দিল।'

'ইংরেজ লোকটা কি করল?'

'পকেট থেকে কিছু সোনার পয়সা বার করে রুবেনকে দেখাল। বলল, রাত এগারোটার মধ্যে গাড়ি তৈরি থাকলে সবই রুবেনের হবে।'

'গাড়ি নিশ্চয়ই রেডি ছিল? ছেড়ে দিয়েছে?'

'বললাম না রুবেনের ঘোড়াটা বাতে ধরা। নড়তে চায় না কিছুতেই। অনেক লাথি গুঁতো আর চাবুকের বাড়ি পড়ার পর এই তো মিনিট পাঁচেক হবে রওনা দিয়েছে।'

'আর কিছু জানো না?'

নোংরা চিবুকে ভাবুকের মত হাত ঘষছে বুড়ো। দীর্ঘ নীরবতা। শেষমেশ পকেটে হাত পুরে বেশ কয়েকটা রূপার মুদ্রা বার করে আনল ইহুদি। ওগুলোর দিকে চেয়ে আপন মনেই যেন বলল:

'ইংরেজ লোকটা এগুলো দিয়ে গেছে আমাকে, রুবেনকে নিয়ে রওনা দেয়ার আগে। বলে গেছে মুখ যাতে বন্ধ রাখি।'

'কত আছে ওখানে?' অধৈর্য শোনাল শোভলিনের কণ্ঠ।

'বিশ ফ্রাঁ, ইয়োর এক্সেলেন্সি,' জবাবে বলল ইহুদি। 'আমি আবার সৎ মানুষ। বন্ধ রাখব বললে মুখে তালা মেরে দিই।'

পকেট থেকে কয়েকটা সোনার মুদ্রা বার করে দোলাল শোভলিন।

'আমার হাতে কটা কয়েন আছে বলো দেখি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানল ইহুদি। লোভে চকচক করছে চোখ।

'কমপক্ষে পাঁচটা, ইয়োর এক্সেলেন্সি।'

'তোমার মুখের তালা এতে খুলবে?'

'কি জানতে চান, বলুন।'

'ওই ইংরেজ যেখানে গেছে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে আমাকে?'

'আমার ঘোড়ার গাড়ি আপনার সেবায় সর্বদা প্রস্তুত। যেখানে যেতে চান সেখানেই নিয়ে যাব।'

'যেখানে যেতে চাই মানে পিয়েরে ব্ল্যাঙ্কার্ডের কুঁড়ের কথা বলছ?'

'ইয়োর এক্সেলেন্সি ঠিকই ধরেছেন।'

'জায়গাটা চেনো?'

'চিনি।'

'কোন্ রাস্তায় পড়ে ওটা?'

'সেন্ট মার্টিন রোড, ইয়োর অনার। সেখান থেকে একটা পায়ে চলা পথ চলে গেছে পাহাড়ে।'

'রাস্তাটা চেনো?'

'ইয়েস, ইয়োর অনার।'

একে একে পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রাই ইহুদির দিকে ছুঁড়ে দিল শোভলিন। হাঁটু মুড়ে বসে কুড়োতে লাগল বুড়ো। একটা মুদ্রা গড়িয়ে চলে গেছে টেবিলের তলায়। ওটা বার করে আনতে রীতিমত কসরৎ করতে হলো ওকে।

বুড়ো কয়েন কুড়ানো শেষে আবার উঠে দাঁড়ালে শোভলিন বলল, 'তোমার গাড়ি কতক্ষণের মধ্যে রেডি করতে পারবে?'

'রেডিই আছে, ইয়োর অনার।'

'কোথায়?'

'দরজার কাছেই। দেখবেন?'

'দরকার নেই। আমাকে কদ্দূর পৌঁছে দিতে পারবে?'

'পিয়েরে ব্ল্যাঙ্কার্ডের কুঁড়ে পর্যন্ত তো অবশ্যই, তারপর দরকার পড়লে আরও।'

'কাছের গ্রামটা এখান থেকে কতদূর?'

'সিকুয়েলনই এখান থেকে সবচেয়ে কাছে। এই ধরুনগে চার মাইল।'

'চাইলেই ওখান থেকে অন্য কোন ট্র্যান্সপোর্টের ব্যবস্থা করতে পারে ওই ইংরেজ, তাই না?'

'তা পারে–তবে ওই গ্রামে আগে পৌঁছতে তো হবে।'

'তুমি আমাকে পৌঁছে দিতে পারবে?'

'আপনি যেতে চান?' পাল্টা জিজ্ঞেস করল ইহুদি।

'হ্যাঁ,' বলল শোভলিন। 'তবে মনে রেখো, আমাকে ঠকানোর চেষ্টা করলে তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেয়া হবে। আর যদি ওই ইংরেজকে খোঁজার ব্যাপারে সাহায্য করো তবে আরও দশটা সোনার কয়েন পাবে। রাজি?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে আবার চিবুক ঘষল ইহুদি। একবার মুঠোয় ধরা স্বর্ণ মুদ্রাগুলোর দিকে আরেকবার শোভলিনের চোখে চাইল ও। ইতস্তত করে মুহূর্ত পরে বলল, 'রাজি।'

'তবে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো,' বলল শোভলিন। 'কথার নড়চড় যাতে না হয়। আমি কিন্তু এক কথার মানুষ, যা বলি তাই করি।'

লম্বা বাউ করে ঘর ছাড়ল ইহুদি। জেরা করে খুশি হয়ে উঠেছে শোভলিন। হাত ঘষছে।

'আমার হ্যাট, কোট আর বুট,' ডেসগাসকে বলল ও।

দরজার কাছে গিয়ে অর্ডার দিল ডেসগাস। তক্ষুনি এক সৈনিক শোভলিনের কোট, বুট আর হ্যাট নিয়ে হাজির হয়ে গেল। পোশাক পরে তৈরি হওয়ার সময় ডেসগাসকে বলল শোভলিন, 'ক্যাপ্টেন জাটলিকে গিয়ে বলো তোমার সঙ্গে বারো জন লোক দিতে। ওদের নিয়ে সেন্ট মার্টিন রোডের দিকে রওনা হয়ে যাবে। আমাদের গাড়িটাকে তোমরা সহজেই ওভারটেক করতে পারবে। লম্বুকে ঘেরাও করে ওর সমস্ত প্ল্যান বানচাল করতে হবে। তবে আবারও বলছি ও যাতে কিছুতেই মারা না পড়ে।'

কথা বলার মাঝেই পোশাক পাল্টানো হয়ে গেল ওর। পাদ্রীর ছদ্মবেশ ছেড়ে এখন ও নিজের স্বাভাবিক পোশাক পরে নিয়েছে। সবার শেষে হ্যাটটা মাথায় চাপাল ও।

'চলি তবে,' বাঁকা হেসে বলল শোভলিন। 'ভাল দেখে লোক বাছাই করে নিয়ো। লড়তে হতে পারে। এইবার বাবাজী পালাবে কোথায়? কাঁপাকাঁপি অবস্থা হবে ওর। কিন্তু পায়ে ধরলেও তো আর মাথা বাঁচাতে পারছে না। কি বলো হে, ডেসগাস?'

কুৎসিত হাসল শোভলিন। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল মার্গারিটের।

তেরো

মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করলেন না মার্গারিট। সরাইখানার বাইরে মিলিয়ে গেছে শব্দ। সদলবলে রওনা দিয়েছে ডেসগাস। ক'মিনিট পরেই ইহুদিকে চেঁচাতে শুনলেন তিনি, ঘোড়াকে বকছে। চাকার ঘর্ঘর শব্দ। তারমানে শোভলিনকে নিয়ে গাড়ি ছেড়েছে ইহুদি।

সরাইখানার ভেতরটা নীরব। ব্রোগার্ড আর তার স্ত্রীর টিকিটিও দেখা যাচ্ছে

না। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন মার্গারিট। টেবিলে বিলের টাকা রেখে গায়ে ভাল করে ক্লোকটা জড়িয়ে নিলেন। তারপর বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

অন্ধকার রাত। বড় রাস্তা ছেড়ে পায়ে চলা পথ ধরলেন মার্গারিট, যাতে ডেসগাসের খপ্পরে না পড়েন।

এই ইহুদির ঘোড়াটারও যে করুণ হাল তা আন্দাজ করতে পারছেন মার্গারিট। পাহাড়ী রাস্তা ধরলে সহজেই ওটার সঙ্গে তাল মেলানো যাবে। সমুদ্র থেকে বেশ খানিকটা দূরে এই রাস্তা। দু পাশে গাছপালা আর ঝোপঝাড়।

ভাগ্য ভাল, চাঁদ ওঠেনি। আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে হেঁটে চলেছেন মার্গারিট। চারদিক নিথর। দূর থেকে কেবল মৃদু গোঙানির শব্দ। সমুদ্র ডাকছে।

হেঁটে চলেছেন মার্গারিট। ক্যালের আবছা আলোগুলো মিলিয়ে গেছে খানিক আগে। স্যার অ্যাণ্ড্রুকে বলে আসা গেল না। এত দেরি করলেন কেন ভদ্রলোক? অবশ্য ক্ষতি কিছু হয়নি। রাস্তা চেনা আছে তাঁর। চাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন স্পষ্ট। তবে দূরত্ব বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

মার্গারিট অনুমান করতে চাইলেন স্যার পার্সি এখন কোথায় রয়েছেন। খুব বেশি দূরে নয় নিশ্চয়ই, কারণ শোভলিনের চেয়ে বড়জোর পনেরো মিনিট আগে বেরিয়েছেন তিনি।

ওদিকে ইহুদির গাড়িতে বসে ক্ষণে ক্ষণেই পুলক অনুভব করছে শোভলিন। হাত ঘষছে ঘনঘন। এবার যাবে কোথায় স্কারলেট পিম্পারনেল? ইহুদির হাড্ডিসার ঘোড়াটা হাঁটার গতিতে ছুটছে।

'আর কত দূর?' খানিক পরপর জিজ্ঞেস করছে শোভলিন।

'এই এসে পড়েছি বলে,' শান্ত জবাব।

'ঠিক তো?'

'বিলকুল ঠিক।'

'লম্বুটাকে একবার বাগে পেলে হয়!'

'শুনেছেন! কিসের শব্দ?' হঠাৎ বলে উঠল ইহুদি।

ঘোড়ার খুরের শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

'চুপ!' ফিসফিসিয়ে বলল ইহুদি।

'থামো একটু, শুনতে দাও।'

মার্গারিটও সওয়ার খুরের শব্দ পেয়েছেন। ডেসগাস নিশ্চয়ই তার লোকজন নিয়ে আসছে। ইহুদির গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছে বুঝে আঁধারে মিশে গেলেন তিনি। নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন গাড়িটার কাছে। ওদের কথা শুনতে হবে।

'খবর কি?' শোভলিনের গলা।

দুজন ঘোড়সওয়ার গাড়িটার পাশে থেমেছে।

'লোকটাকে দেখেছ?' উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইল শোভলিন।

'না, সিটিজেন। পাহাড়ের কিনারা থেকে আসছি আমরা। ওখানে একটা কুঁড়ে দেখলাম। ভেবেছিলাম কেউ থাকে না। কিন্তু ধোঁয়া বেরোতে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম। কাউকে দেখতে পেলাম না। কেন যে

আগুন জ্বালানো হয়েছে বুঝলাম না। আমার পাঁচ কমরেডের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। ঠিক হলো, আমি পেছনে লুকিয়ে থেকে লক্ষ রাখব, আর ওরা সামনের দিকে ঘাপটি মেরে থাকবে।'

'হুঁ, কিছু দেখলে?'

'আধ ঘণ্টা পরে গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। দেখি কি দুজন লোক পাহাড়ের দিক থেকে নেমে আসছে। একজন কমবয়সী আরেকজন বুড়ো মত। খুব নিচু স্বরে কথা বলছিল, কিছু শুনতে পাইনি।'

মার্গারিট ঢোক গিললেন। গলা শুকিয়ে গেছে। লোক দুজন আরমাণ্ড আর কাউন্ট ডি টার্নি না হয়েই যায় না।

'লোক দুটো কুঁড়েয় ঢুকল,' বলে চলেছে অশ্বারোহী। 'হামাগুড়ি দিয়ে কুঁড়ের গায়ে কান ঠেকাতেই কথা শুনতে পেলাম।'

'তাই? বলো বলো, কি শুনলে?'

'বুড়ো জিজ্ঞেস করল তারা ঠিক জায়গায় এসেছে কিনা। অল্পবয়সী লোকটা বলল "হ্যাঁ।" তারপর একটা কাগজ দেখাল বুড়োকে। "এই প্ল্যান মাফিক কাজ করতে হবে আমাদের," বলল ও। আমি বোধহয় সে সময় শব্দ করে ফেলেছিলাম। ফলে দরজার কাছে গিয়ে একবার বাইরেটা দেখে এল ছোকরা। তারপর বুড়োর সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বলতে লাগল। আর শুনতে পাইনি।'

'আর কিছু?'

'ছজন পাহারায় ছিলাম। চারজন এখন কুঁড়ে পাহারা দিচ্ছে আর আমরা দুজন আপনাকে খবর জানাতে এসেছি।'

'লম্বা ইংরেজটাকে দেখোনি?'

'না, সিটিজেন।'

'তোমার লোকেরা জানে ওকে দেখলে কি করতে হবে?'

'জানে, সিটিজেন। ওকে কিছুতেই চোখের আড়াল করা চলবে না। পালাতে চেষ্টা করলে ঘেরাও এমনকি দরকার পড়লে গুলিও করতে হবে। মানে, যে করে হোক ধরতেই হবে ওকে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি চাই না লোকটা আহত হোক—অন্তত এখনই নয়।'

'এখানে আসার পথে রাস্তায় কয়েকজন সৈন্যকে দেখলাম।'

'ওরা কিছু বলল?'

'না, সিটিজেন। ওরাও কাউকে দেখেনি।'

'কিন্তু সে আছে কোথাও না কোথাও। হয়তো ঘোড়ার গাড়িতে নয়ত অন্য কোনখানে···শোনো, কুঁড়েটা এখান থেকে কদ্দূর?'

'এই মাইল দুয়েক।'

'আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারবে?'

'কেন পারব না?'

'তবে এক কাজ করো। তুমি গাড়িতে উঠে এসো। তোমার কমরেডকে দুটো ঘোড়াই নিয়ে যেতে বলো। ইহুদিটাকে দেখিয়ে দাও কোথায় যেতে হবে। শর্টকাট রাস্তা হলেই ভাল।'

শোভলিন যখন এসব কথা বলছে তখন সসৈন্যে দ্রুত এগোচ্ছে ডেসগাস। মার্গারিট বুঝলেন এখন সরে পড়ার সময়। রাস্তার পাশের একটা ঝোপে লুকিয়ে পড়লেন তিনি। ডেসগাস হাজির হয়ে গেছে ততক্ষণে।

গাড়িটা এখন বেশ খানিকটা দূরে। হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে অনুসরণ করতে লাগলেন মার্গারিট। পা ব্যথা করছে তাঁর, ফুলে গেছে। হাঁফাচ্ছেন। দু ঘণ্টা হয়ে গেল হাঁটছেন।

গাড়ি হঠাৎ থেমে পড়ল। মার্গারিট শুনলেন শোভলিন নেমে কিসব যেন নির্দেশ দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে ডেসগাসও পৌঁছল ওখানে। তারা দুজন পায়ে চলা একটা রাস্তা ধরে পাহাড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করল। পেছনে সৈন্য দল। ইহুদি রইল রাস্তাতেই। খানিক দূর গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল শোভলিনরা।

মার্গারিটকে ওদের কাছাকাছি হতে হবে। নইলে কথা শুনবেন কি করে? হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলেন তিনি। একটা ঘাসে ছাওয়া শুকনো নালার কাছে চলে এসেছেন। শোভলিন কি বলে শোনার জন্যে উৎকর্ণ হলেন।

'পিয়েরে ব্ল্যাঙ্কার্ডের কুঁড়ে কোথায়?' নিচু গলায় জানতে চাইল শোভলিন।

'আরও আটশো মিটারের মত যেতে হবে,' বলল একজন সৈন্য। 'পাহাড়ের ওপাশে।'

'গুড। তুমি আগে হাঁটো। আমরা যখন পাহাড় বেয়ে নামব তখন কুঁড়ের কাছে যাবে তুমি। কোন অভিজাতকে দেখা যায় কিনা জানা দরকার। পারবে না?'

'খুব পারব, সিটিজেন।'

'সবাই শোনো,' গলা উঠিয়ে বলল শোভলিন, 'ও যাবে কুঁড়েয় উঁকি দিতে। ইংরেজ লোকটাকে দেখলে শিস দিয়ে জানান দেবে ও। তোমরা সবাই তখন ঘিরে ফেলবে কুঁড়েটাকে। ওরা পিস্তল ব্যবহার করার আগেই কাত করে দেবে। আর বেশি তেড়িবেড়ি দেখলে হাতে পায়ে গুলি করতে পারো। কিন্তু মনে রাখবে ওই ইংরেজকে মেরে ফেলা চলবে না। কি, মনে থাকবে?'

'থাকবে, সিটিজেন।'

'তুমি শোনো,' যাকে কুঁড়ের কাছে পাঠানো হবে তার উদ্দেশে বলল শোভলিন, 'বেঈমানগুলোকে আগেই ধরার দরকার নেই। ওরা আছে কিনা দেখে নিয়েই পাথরের আড়ালে লুকাবে। আর ওই লম্বুকে ভেতরে ঢুকতে দেখলেই ধাওয়া করে ধরে ফেলবে। বেশি শব্দ যেন না হয়। তোমাদের প্রথম কাজ কিন্তু লম্বুটাকে গ্রেপ্তার করা।'

'আপনার কথা মতই কাজ হবে, সিটিজেন।'

'তবে রওনা দাও। আমিও ফলো করছি।'

'কিন্তু ইহুদিটার কি ব্যবস্থা করবেন, সিটিজেন?' জানতে চাইল ডেসগাস।

'ও হো, ভুলেই গিয়েছিলাম,' বলল শোভলিন। 'এই, কি যেন নাম তোমার?' সামান্য গলা তুলে গাড়ির পাশে দাঁড়ানো বুড়ো ইহুদিকে জিজ্ঞেস করল শোভলিন।

'বেঞ্জামিন রোজেনবাম, ইয়োর অনার।'

'আমি না ফেরা পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে এখানেই থাকবে তুমি। টুঁ শব্দটাও যেন না হয়, বুঝলে?'

'কিন্তু, ইয়োর অনার–' বলতে চাইল বুড়ো।

'কোন কথা নয়,' কর্কশ কণ্ঠে ধমকাল শোভলিন। 'এসে যদি তোমাকে না পাই তো বুঝো।'

'কিন্তু, ইয়োর এক্সেলেন্সি…'

'আবার কথা?'

'আমি তো বুড়ো মানুষ। আক্রমণ এলে ভয়ে হয়তো চেঁচামেচি জুড়ে দেব; পালিয়েও যেতে পারি। তখন আবার শাস্তি দেবেন না তো?'

এক মুহূর্ত ভাবলেন শোভলিন।

'ভীতুটাকে ফেরত পাঠালে ক্ষতি কি, সিটিজেন?' প্রস্তাব করল ডেসগাস।

'উঁহুঁ, আহতদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে ওর গাড়িটা দরকার,' বলল শোভলিন। 'এক কাজ করি বরং। ভীতু বুড়োটা আমাদের সঙ্গে আসুক। ডেসগাস, ব্যাটার হাত দুটো কষে বাঁধো তো।'

শোভলিনের দেয়া স্কার্ফ দিয়ে দু হাত বেঁধে দেয়া হলো বুড়োর।

'জলদি করো,' তাড়া লাগাল শোভলিন। 'খামোকা অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে।'

শোভলিন আর ডেসগাস আবার হাঁটতে শুরু করল। পেছনে আসছে ইহুদি।

মার্গারিট শোভলিনকে ফলো করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মন চাইছে চিল চিৎকার করে স্বামী আর তার বন্ধুদের সাবধান করে দিতে। কিন্তু তারা এখন ঠিক কোথায় আছে জানা তো নেই। চিৎকার করলে শুনতে কি পাবে? ছায়ার মত ঝোপের আড়ালে আড়ালে ক্রল করে এগোচ্ছেন তিনি। জুতো খুলে নিয়েছেন। জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে কাপড়।

মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়া চাঁদ এখন বেরিয়ে এসেছে। আলোর বন্যা চারদিকে।

পাহাড়ের কিনারে পৌঁছতে হলে আরও দুশো মিটার যেতে হবে। ওপাশে সমুদ্র। রূপালী পানিতে সাদা পাল তোলা চমৎকার একটা ইয়ট দাঁড়ানো। ডে ড্রিম।

ইয়টটাকে দেখে নতুন আশায় উজ্জীবিত হলেন মার্গারিট। এ মুহূর্তে দৌড়াচ্ছেন তিনি। কোন শব্দ করে ফেলেছেন কি? পেছনে পায়ের আওয়াজ। মার্গারিট এখন চুড়োয় পৌঁছে গেছেন। ঢাল নেমেছে। ওই তো কুঁড়েঘরটা। লাফিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড। এখনও হয়তো ওদের আগাম সাবধান করে দেয়া সম্ভব।

ঢাল বেয়ে নামছেন মার্গারিট। বড় বড় পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগোচ্ছেন। হঠাৎ আলগা নুড়িতে পা পিছলে পড়ে গেলেন। অতিকষ্টে যখন উঠলেন তখন ধাবমান পায়ের শব্দ আরও স্পষ্ট। আচমকা একটা হাত তাঁর কাঁধে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল হাঁটুর ওপর। কাপড় চাপা দেয়া হয়েছে মুখে।

বিহ্বল মার্গারিট অসহায়ভাবে চারদিকে চাইলেন। শোভলিন তাঁকে স্পষ্ট দেখতে না পেলেও চিকন আঙুলগুলো মার্গারিটের চেহারায় বুলিয়ে আনল।

'মেয়েমানুষ!' ফিসফিস করে বলল ও। 'মেয়েমানুষ এখানে কি করছে? কে তুমি?'

জবাব এল না। ক মুহূর্ত নীরব রইল শোভলিন। মার্গারিটবে চিনতে চেষ্টা করছে। এবার খলখল করে হাসল ও। আঙুলগুলো মার্গারিটের গালে আবারও পরশ বুলিয়ে দিল।

'বিরাট সারপ্রাইজ!' বলে উঠল ও।

জ্ঞান হারানোর দশা মার্গারিটের। কথা বলার শক্তি যোগাচ্ছে না। কুঁড়ের দিকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাঁকে। ব্যস, আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হারালেন মার্গারিট।

চেতনা ফিরলে দেখলেন একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন। চাঁদ আবার মেঘের আড়ালে লুকিয়েছে। অন্ধকার। দুশো ফুট নিচে সমুদ্রের গর্জন। মার্গারিট বুঝলেন, ঠিক জায়গাতেই পৌঁছে গেছেন।

কাছেই ফিসফিসিয়ে কথা বলছে সৈন্যরা।

'বাজে কটা?' জানতে চাইল একজন। শোভলিন।

'প্রায় দুটো,' জবাব দিল অন্যজন। ডেসগাস।

'জোয়ারের কি খবর?'

'আসছে।'

'স্কুনারটা কোথাকার?'

'ইংল্যাণ্ডের। কিন্তু ওটার নৌকো দেখা যাচ্ছে না।'

'সবাই কভার নিয়েছে?'

'হ্যাঁ, সিটিজেন।'

'ভুলচুক করবে না তো?'

'না, সিটিজেন।'

'আচ্ছা। মহিলার খবর কি?'

'অজ্ঞান।'

'ইহুদিটা?'

'আপনি যখন মহিলার পেছনে ছুটছিলেন তখন ওর পা-ও বেঁধে দিয়েছি। ওই ওদিকে পড়ে রয়েছে। নড়ার ক্ষমতা নেই।'

'গুড। তোমার পিস্তল রেডি রাখো—বলা তো যায় না। আমি এখানেই আছি। তুমি এগোও।'

মার্গারিট বুঝলেন, ডেসগাস কুঁড়ের দিকে পা টিপে টিপে এগোতে শুরু করল। ক মুহূর্ত পরেই ইস্পাতের মত শক্ত একজোড়া হাত চেপে ধরল তাঁর দু হাত।

'রুমাল খুলে দেয়ার আগে,' কানের কাছে হিসিয়ে উঠল শোভলিনের কণ্ঠ। 'সাবধান করে দিচ্ছি। ট্যাঁ ফোঁ করলেই পস্তাতে হবে। সোজা গুলি চালাব, হাত-পা খোয়াবেন।'

রুমালে মুখ বেঁধে রাখায় কোন শব্দ করতে পারলেন না মার্গারিট।

'চুপ করে এখানে বসে থাকবেন। চেঁচামেচির চেষ্টা করলে আরমাণ্ড আর কাউন্ট ডি টার্নিকে আপনার চোখের সামনে গুলি করে মারব।'

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলেন মার্গারিট।

'আমি তো জানি,' বলল শোভলিন, 'স্কারলেট পিম্পারনেলের ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই আপনার। আরমাণ্ড বাঁচলেই আপনি খুশি। ভাববেন না, চুপ করে থাকুন ; আরমাণ্ডের কোন ক্ষতি হবে না।'

শোভলিন রুমাল খুলে দিল। মার্গারিটের চেঁচানোর প্রশ্নই ওঠে না। চেঁচাতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন তা এ মুহূর্তে তাঁর মাঝে অনুপস্থিত।

হঠাৎ কাছেই কোথায় কে যেন গান গেয়ে উঠল, 'গড সেভ দ্য কিং।'

গানের আওয়াজটা ক্রমেই জোরাল হচ্ছে। স্যার পার্সির মত কণ্ঠস্বর।

শোভলিনের পিস্তলের সেফটি ক্যাচ নেমে গেল।

আর্তচিৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মার্গারিট। কুঁড়ের দিকে প্রাণপণে ছুটলেন। তাঁকে কেউ ঠেকানোর আগেই কুঁড়ের দরজায় দমাদম কিল বসাতে লাগলেন।

'আরমাণ্ড! আবমাণ্ড! গুলি চালা, আরমাণ্ড! তোর দুলাভাইকে বাঁচাতে চাইলে গুলি চালা।'

তাঁকে চেপে ধরে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দেয়া হলো। শক্ত পাথরে ঘষা খেয়ে ছড়ে গেল চামড়া। ফোঁপাচ্ছেন তিনি।

'পার্সি, ঈশ্বরের দোহাই লাগে পালিয়ে যাও। আরমাণ্ড, দেরি করছিস কেন? পালা, ভাই।'

'মেয়েলোকটাকে চুপ করাও তো,' হিসহিস করে উঠল শোভলিন। অতিকষ্টে চড় মারা থেকে বিরত রেখেছে নিজেকে।

মুখের ওপর কি একটা পড়তেই জ্ঞান হারালেন মার্গারিট।

'কুঁড়েয় ঢুকে পড়,' নির্দেশ দিল শোভলিন। 'কেউ যাতে পালাতে না পারে।'

কজন সৈন্য হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। কিন্তু ঘর তল্লাশী করে কাউকে পাওয়া গেল না।

অধৈর্য শোভলিনও ঢুকেছে তাদের পেছন পেছন।

'কই, লোকজন কই?' শোভলিনের কণ্ঠে হতাশা।

'কেউ তো নেই,' জবাব দিল এক সৈন্য।

'পালিয়েছে? কিভাবে পালাল? ধরো ওদেরকে–ধরতেই হবে।'

লোকগুলো সৈকতের দিকে ছুটল।

অবশিষ্ট সৈনিকদের উদ্দেশে বলল শোভলিন, 'এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে জীবন দিয়ে।'

'আমাদের কি দোষ?' প্রতিবাদ করল ডেসগাস। 'লম্বা লোকটা কুঁড়েয় ঢুকলে তবে তাকে গ্রেপ্তার করার কথা। কিন্তু তেমন কেউ তো এলই না।'

'কিন্তু মেয়েলোকটা চেঁচানোর আগে তোমাকে বলিনি কুঁড়ের দিকে যেতে? লোকগুলো পালাল কিভাবে?'

'হয়তো আমি পৌঁছনোর আগেই পালিয়েছে।'

দূরে গোলাগুলির শব্দ হচ্ছে। সৈকতের দিকে চাইল শোভলিন। কিছু দেখা যাচ্ছে না। চাঁদ এখনও মেঘের আড়াল ছাড়েনি।

অকস্মাৎ বৈঠা বাওয়ার ছলাৎ ছল শব্দ শোনা গেল। রুমাল বার করে

কপালের ঘাম মুছল শোভলিন।

'নৌকা!' কোনমতে বলতে পারল ও।

আরমাণ্ড ও কাউন্ট ডি টার্নি হামাগুড়ি দিয়ে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের এক পাশ দিয়ে নিঃশব্দে নেমে গেছে। ওখানকার টহলদার সৈনিকরা তাদের ঠেকায়নি। কারণ, তাদের ওপর নির্দেশ রয়েছে লম্বা ইংরেজকে ধরতে হবে অন্যদের ব্যাপারে কিছু বলে দেয়া হয়নি।

ডে ড্রিমের নৌকা অপেক্ষা করছিল পলাতকদের জন্যে। এ মুহূর্তে নিশ্চয়ই ইয়টটির ডেকে বসে রয়েছে তারা। বন্দুকের শব্দে সন্দেহটা বদ্ধমূল হলো।

'ইয়টটা ছেড়ে দিল, সিটিজেন,' শান্ত ভাবে বলল ডেসগাস।

রাগে শোভলিনের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু মেজাজ দেখিয়ে লাভ কি? তাছাড়া আসল লোকটাকে তো ধরার সুযোগ এখনও রয়েছে। খানিক আগেই গান গাইছিল ব্যাটা। এত শীঘ্রি নিশ্চয় পালাতে পারেনি।

আরমাণ্ডদের পেছনে যারা ধাওয়া করছিল তারা এখন আবার চড়াই বেয়ে পাহাড়ে উঠে আসছে।

'দেরি করে ফেলেছি আমরা,' বলল একজন। উঠে এসেছে ওপরে। 'নৌকা অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। আমরা সৈকতে পৌঁছতে পৌঁছতেই পালিয়েছে গুলি করেও কোন লাভ হয়নি। মেয়েলোকটা চেঁচানোর আগেই পার হয়ে গেছে লোকগুলো।'

তারমানে ওদের পাঠাতে পারলেও নিজে পালাতে পারেনি স্কারলেট পিম্পারনেল। এখনও ফ্রান্সের মাটিতেই রয়েছে সে।

'ল্যান্টার্ন নিয়ে এসো!' বলল শোভলিন, ঢুকল কুঁড়েয়। লণ্ঠন এসেছে কুঁড়েটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল শোভলিন। এক কোণে সাদা মত ছোট্ট কি যেন একটা পড়ে রয়েছে।

'ওটা নিয়ে এসো তো,' আদেশ করল শোভলিন।

ডেসগাস কাগজটা কুড়িয়ে এনে শোভলিনের হাতে দিল। দ্রুত চোখ বুলাল ও; বোঝাই যায় খুব তাড়াহুড়ো করে লেখা হয়েছে।

'এটা হাতে পেয়ে মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করবে। তারপর একে একে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসবে। বাঁয়ে ঘুরে সাবধানে নেমে যাবে পাহাড় থেকে খাঁড়িতে নৌকা রেডিই থাকবে। নামার আগে শিস দেবে। শিসের শব্দ শুনলেই আমার লোকেরা তোমাদের ডে ড্রিমে পৌঁছে দেবে। জাহাজে উঠেই নৌকাটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়ো। আমি শ্যাট গ্রিসের উল্টোদিকের খাঁড়িতে চলে যাব। সঙ্কেত না দেয়া পর্যন্ত দূরত্ব বজায় রাখতে বলবে আমার লোকদের। দেরি কোরো না। যা যা বললাম সবই করতে চেষ্টা করবে।'

'তোমাদের মধ্যে সৈকতটা সবচেয়ে ভাল চেনো কে?' জানতে চাইল শোভলিন।

'আমি, সিটিজেন,' জবাব দিল একজন।

'শ্যাট গ্রিসের উল্টোদিকে খাঁড়ি আছে একটা?'

'আছে, সিটিজেন। চিনি আমি।'

'লম্বু ওখানেই পৌঁছতে চায়। ওই ব্যাটার আগে যে ওখানে পৌঁছবে তার জন্যে এক হাজার ফ্রাঁ।'

'পাহাড়ের ওপর দিয়ে একটা শর্টকাট রাস্তা আছে,' বলল সেই সৈনিকটি। বন্ধুদের নিয়ে তক্ষুনি ছুটল।

একজন সৈন্য মার্গারিটের পাহারায় ছিল।

'একে পাহারা দিয়ে লাভ কি?' ক্ষোভের সঙ্গে বলল শোভলিন। 'আসল লোকগুলোকে তো ধরতে পারলে না।'

সৈনিকটি বিনাবাক্যব্যয়ে অন্যদের অনুসরণ করল।

'ইহুদিটা কই?' জিজ্ঞেস করল শোভলিন।

'কাছেই আছে,' বলল ডেসগাস।

'নিয়ে এসো ওকে।'

ডেসগাস গিয়েই এক লাথি কষাল ইহুদির গায়ে। পায়ের বাঁধন খুলে তাকে নিয়ে এল শোভলিনের সামনে।

'চুক্তির কথা মনে আছে নিশ্চয়?' ক্রূর হেসে জানতে চাইল শোভলিন।

'ইয়েস, ইয়োর অনার,' কাঁপছে বৃদ্ধ ইহুদি।

'আমার কাজ হাসিল হয়নি। কাজেই চুক্তির শর্ত আমাকে পালন করতেই হবে,' বলল শোভলিন।

'কিন্তু, ইয়োর অনার…'

'কোন কথা নয়। এই,' ঘুরে সৈন্যদের ডাকল শোভলিন। 'বেল্ট দিয়ে পেটাতে শুরু করো একে। তবে সাবধান; মেরে ফেলো না যেন।'

নিজের ব্যর্থতার দায় নিরীহ ইহুদির ওপর চাপিয়ে গায়ের ঝাল মেটানোর ব্যবস্থা করল আসলে শোভলিন।

'বুড়োটাকে আচ্ছাসে পিটিয়ে ওর গাড়ি নিয়ে ক্যালেতে ফিরে যাব আমরা। বুড়ো আর ওই মেয়েলোকটা এখানেই পড়ে থাকুক। কাল সকালে ওদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোক পাঠাব। ওদের এখন যা দশা তাতে পালাতে চাইলেও বেশিদূর যেতে পারবে না।'

শোভলিন এখনও আশা ছাড়েনি। ত্রিশ জন লোকের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে এবার আর পালাতে হচ্ছে না স্কারলেট পিম্পারনেলকে। তবে ভরসাও হতে চায় না পুরোপুরি। সৈনিকগুলো যে এত আহাম্মক তা তো আগে বোঝা যায়নি।

বেল্টের বাড়ি খেয়ে গলা ছেড়ে কাঁদছে ইহুদি। খুশি হয়ে উঠল শোভলিন। হাত ঘষছে। ওদিকে বেড়েই চলেছে বেঞ্জামিনের চিৎকার। ওর চেঁচানিতে মড়াও যেন জ্যান্ত হয়ে উঠে বসবে।

'যথেষ্ট হয়েছে,' বলল শোভলিন। 'ওকে মেরে ফেলার দরকার নেই।'

সৈন্যরা বেল্ট গুটিয়ে নিল।

'ও ওখানেই থাকুক,' বলল শোভলিন। 'গাড়ির দিকে এগোও, আমি আসছি।'

মার্গারিট যেখানে পড়ে রয়েছেন সেদিকে এগোল শোভলিন। মার্গারিট উঠে বসতে চেষ্টা করলেন। চারদিকে চাইছেন, চোখে আতঙ্ক; বেদনা। শোভলিন ঝুঁকে

চুমু খেলো তাঁর হাতে।

'আপনাকে ফেলে যেতে হচ্ছে, সুন্দরী,' শ্লেষ ঝরল ওর কণ্ঠে, 'তবে সঙ্গী পাবেন একজনকে। বেঞ্জামিন আপনাকে দেখেশুনে রাখবে।'

'আবার দেখা হবে, হয়তো লণ্ডনে। প্রিন্স অভ ওয়েলসের পার্টিতেও দেখা হতে পারে, কি বলেন? স্যার পার্সিও থাকবেন তো সেখানে?' কুৎসিত হাসল শোভলিন।

বাউ করে হাঁটা ধরল ও। পেছনে সৈন্যবাহিনী।

চোদ্দ

লোকগুলোর পায়ের শব্দ মিলাতে শুনলেন মার্গারিট।

নিথর পরিপার্শ্ব, ঘোড়ার গাড়ির চাকার শব্দ দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। এখানে কতক্ষণ যাবৎ পড়ে রয়েছেন কে জানে। সময়ের হিসেব নেই তাঁর। শুধু এটুকু জানেন, স্বামীকে বাঁচাতে পারেননি। ব্যর্থ তিনি।

স্যার পার্সি এ মুহূর্তে হয়তো ফরাসি সরকারের সৈন্যদের হাতে বন্দী। তাঁকে নিয়ে হয়তো মশকরা করছে ওরা। আরমাণ্ডও বেঁচে আছে বলে মনে হলো না তাঁর।

প্রচণ্ড দুর্বলতা অনুভব করছেন মার্গারিট। আর কোনদিন কি হাঁটতে পারবেন? গত কদিনের তীব্র মানসিক উত্তেজনা আর দ্বন্দ্ব কাবু করে দিয়েছে তাঁকে। চারদিক নীরব। কানে আসছে শুধু তীরে আছড়ে পড়া স্রোতের শব্দ।

হঠাৎ কিসের যেন শব্দ হলো। জোরাল শব্দ। কেউ কথা বলল? অদ্ভুত! মার্গারিট স্বপ্ন দেখছেন না তো?

কে যেন বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলে উঠেছে, 'জঘন্য!'

নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না মার্গারিট। তালুতে ভর দিয়ে শরীর খানিকটা জাগালেন। শব্দটা কোন্‌দিক থেকে এল?

আবার সব শান্ত। মার্গারিট নিশ্চিত হলেন, স্বপ্নই দেখছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ আবার কথা বলার শব্দ শুনতে পেলেন। সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশটা দেখে নিলেন মার্গারিট। নিজের কানকে আর বিশ্বাস হচ্ছে না।

'বজ্জাতগুলো কি মারটাই না মেরেছে!'

আর ভুল হওয়ার কথা নয়। এভাবে কেবলমাত্র একজন ইংরেজই কথা বলেন। আর তিনি হচ্ছেন–

'উহ্, কাহিল করে ছেড়েছে!'

পরমুহূর্তেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মার্গারিট।

পাগলের মত চারদিকে চাইলেন। পাহাড়ের উঁচু চূড়া, নির্জন সৈকত আর পরিত্যক্ত কুঁড়েটা চোখে পড়ল। কণ্ঠস্বরের অধিকারীকে হন্যে হয়ে খুঁজছে তাঁর দু চোখ।

'পার্সি! পার্সি!' তীক্ষ্নস্বরে চেঁচালেন তিনি। 'এই যে আমি এখানে! কোথায়

তুমি?'

'আমি শুনতে পাচ্ছি, বউ। কিন্তু তোমার কাছে আসার শক্তি আমার নেই।'

মার্গারিট বুঝতে পারলেন কোন্‌দিক থেকে কণ্ঠস্বরটা এল। কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না, শুধু ওই যে বুড়ো ইহুদিটা পড়ে রয়েছে। একি স্বপ্ন না সত্যি?

চাঁদের আলোর দিকে পিঠ তাঁর। ওঠার চেষ্টা করছেন, কিন্তু হাত বাঁধা থাকায় পারছেন না। এক ছুটে স্বামীর কাছে পৌঁছে গেলেন মার্গারিট। তাঁর মুখটা দু হাতে চেপে ধরে সরাসরি চোখের দিকে চাইলেন।

'পার্সি! পার্সি! জান আমার,' আনন্দে ফুঁপিয়ে উঠলেন মার্গারিট।

'দেখো তো, সোনা, হাতের বাঁধনটা খুলে দিতে পারো কিনা।'

সঙ্গে ছুরি নেই। আঙুলেও জোর পাচ্ছেন না। বাঁধন খুলতে দু পা ব্যবহার করলেন মার্গারিট। অঝোর ধারায় জল গড়াচ্ছে চোখ বেয়ে।

'বাঁচলাম, বাবা,' বাঁধন আলগা হলে বললেন স্যার পার্সি। 'ভীষণ মেরেছে ব্যাটারা। আর কোন ইংরেজ কখনও এত মার খেয়েছে বলে মনে হয় না। তাও আবার একতরফাভাবে।'

বেহাল দশা স্যার পার্সির। পকেট থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল বার করলেন। নিজে কয়েক ঢোক পান করলেন, মার্গারিটকেও দিলেন।

'আমাকে আজব দেখাচ্ছে, না?' স্বভাবসিদ্ধ প্রাণখোলা হাসলেন স্যার পার্সি। 'কোঁকড়া চুলে অবশ্য অদ্ভুত দেখানোরই কথা।'

পরচুলা খুলে নিলেন তিনি। হাত-পা টান টান করলেন। এতক্ষণ ঝুঁকে কুঁজো বুড়োর অভিনয় করায় ব্যথা হয়ে গেছে শরীর। এবার সরাসরি স্ত্রীর মায়াবী নীল চোখজোড়ার দিকে চাইলেন তিনি।

'পার্সি,' লাল হলেন মার্গারিট, 'তুমি যদি জানতে তোমাকে আমি কতখানি...'

'জানি, সোনা...সবই জানি,' আন্তরিক হাসলেন স্যার পার্সি।

'আমার ওপর আর রাগ নেই তো?'

'কি যে বলো না তুমি–রাগ তো থাকার কথা তোমার। আমারই ভুল হয়েছিল। বিশ্বাস করে প্রথমেই সব জানিয়ে দিলে আজ আর তোমাকে এত কষ্ট পেতে হত না।'

একটা পাথরে হেলান দিয়ে পাশাপাশি বসে রয়েছেন স্বামী-স্ত্রী। স্যার পার্সি ক্লান্ত মাথাটা স্ত্রীর কাঁধে রেখেছেন। মার্গারিটকে এ মুহূর্তে নিঃসন্দেহে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী স্ত্রী বলা যায়।

মার্গারিটের ছেঁড়া কাপড়ের ভেতর দিয়ে ছড়ে, ফুলে যাওয়া পা বেরিয়ে পড়েছে। স্যার পার্সি হাত রাখলেন স্ত্রীর হাঁটুতে, চুমু খেলেন গালে। তাঁর জন্যে কী কষ্টটাই না সহ্য করেছে তাঁর স্ত্রী।

'কিন্তু আরমাণ্ড...' হঠাৎ মনে পড়তে বললেন মার্গারিট।

'ওর জন্যে ভাবতে হবে না,' বললেন স্যার পার্সি। 'তোমাকে বলিনি ওর কোন ক্ষতি হতে দেব না? কাউন্ট ডি টার্নি আর ও এখন ডে ড্রিমের ডেকে।'

'কিভাবে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন মার্গারিট। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'খুব সোজা। যখন বুঝলাম শোভলিনটাকে কিছুতেই খসানো যাবে না তখন ঠিক করলাম ওর সঙ্গে সঙ্গেই থাকব। ডোভারের সরাইখানার ব্যাপারটা অ্যাণ্ড্রুর মুখে শুনে সন্দেহ হয়েছিল। তখনই আমার প্ল্যান সামান্য বদলে নিয়েছিলাম। নইলে আর শোভলিনকে ধোঁকা দেয়া যেত না। কিন্তু আরমাণ্ডদেরকে খবর দিই কিভাবে। সব রাস্তাতেই তখন পাহারা, আমাকে খুঁজছে। জানতাম ব্রোগার্ডের সরাইখানায় তখনকার মত পার পেলেও শোভলিন আমাকে ছাড়বে না, পিছে লেগে থাকবে। তাই ইহুদির ছদ্মবেশ নিলাম।

'এই ছদ্মবেশে ধরা পড়ার ভয় কম। রুবেনের সঙ্গে বিকেলে দেখা করলাম। টাকা ধরিয়ে দিতেই কাপড় আর পরচুলার ব্যবস্থা করে দিল।'

'কিন্তু শোভলিন যদি কোনভাবে তোমাকে চিনে ফেলত?'

'তবে আর রক্ষে ছিল না, সব আয়োজনই মাঠে মারা যেত। কিন্তু এটুকু ঝুঁকি তো নিতেই হবে। মানুষকে মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে আমার। বেশিরভাগ ফরাসিই কিন্তু ইহুদিদের দেখতে পারে না। ইহুদিদের দিকে ভাল করে তাকাতেও চায় না ওরা, কাছে আসা তো দূরের কথা।'

'তারপর–তারপর কি করলে?'

'তারপর সবই কপাল। আমি একটা কাগজে আগেই লিখে রেখেছিলাম আরমাণ্ডদের কি করতে হবে। হাত-পা বাঁধা থাকায় ক্রল করে কুঁড়ে পর্যন্ত পৌঁছতে জান বেরিয়ে গেছে আমার। কুঁড়ের ভেতর কাগজটা ফেলে দিয়েছি। ওটা পড়েই আমার কথা মত কাজ করেছে ওরা–বেঁচেও গেছে।

'যখন বুঝলাম ওরা নিরাপদ তখনই খুশিতে গলা ছেড়ে গান ধরলাম। অবশ্য আমিই যে গাইছি তা কেউই বোঝেনি।'

'হ্যাঁ, আমিও,' বললেন মার্গারিট। স্বামীর সাহসিকতায় মুগ্ধ তিনি, গর্বিত।

'কিন্তু শোভলিনের হাতে যে এমন মার খেলে এর প্রতিশোধ নেবে না?'

'নেব না আবার! ও ইংল্যাণ্ডে আসুক। কড়ায় গণ্ডায় ওর পাওনা মিটিয়ে দেব।'

হেসে ফেললেন মার্গারিট। স্বামীর পাশে বসে থাকতে বড্ড ভাল লাগছে। অদ্ভুত অনুভূতি–সেই প্রেমময় দিনগুলোর মত।

হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠলেন মার্গারিট। খসে পড়ছে আলগা নুড়ি। শোভলিন লোক পাঠাল?

'ও কি! কিসের শব্দ?'

'ভয়ের কিছু নেই। ফোকসের কথা ভুলে গেছ মনে হচ্ছে?'

'স্যার অ্যাণ্ড্রু!' হাঁফ ছেড়ে বললেন মার্গারিট। সত্যিই ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর কথা।

'উঠে পড়ো,' বললেন স্যার পার্সি। 'ডে ড্রিমের নৌকা কাছেই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'ডে ড্রিমের নৌকা? ওটা না আরমাণ্ডদের নিয়ে চলে গেছে?'

'গিয়েছিল, আবার এসেছে,' আকর্ণ হাসলেন স্যার পার্সি। 'এ জন্যেও বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে। দুটো কাগজ ফেলে এসেছিলাম কুঁড়েয়। একটা আরমাণ্ডদের

জন্যে, আরেকটা শোভলিন। আরমাণ্ডকে বলেছিলাম শোভলিনের কাগজটা ওখানেই ফেলে যেতে; যাতে ওটা পড়ে উল্টো দিকে ছোটে ব্যাটা। অন্যটায় ছিল আমার আসল নির্দেশ, ব্রিগসের জন্যে। ব্রিগসকে বলেছিলাম তখনকার মত পশ্চিম দিকে সরে যেতে। ওদিকে ভুল কাগজ পড়ে শোভলিন ছুটেছে শ্যাট গ্রিসের খাঁড়িতে।'

সব শোনা শেষ হলে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন মার্গারিট। পারলেন না। পড়ে যাওয়ার আগেই ধরে ফেললেন স্যার পার্সি।

'আমি–আমি হাঁটতে পারছি না,' গুঙিয়ে উঠলেন মার্গারিট।

'আমি তো আছি,' সহজভাবে বললেন স্যার পার্সি। পাঁজাকোলা করে তুলে নিলেন স্ত্রীকে।

দাঁতে দাঁত পিষে পাহাড় বেয়ে নামছেন স্যার পার্সি। প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড় তাঁর। কিন্তু চেহারায় তা প্রকাশ পেল না। ওদিকে পরিশ্রান্ত মার্গারিট কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন স্বামীর কোলে।

পুবাকাশে লালের ছিটে। পাহাড় থেকে নেমে এসেছেন তাঁরা। নৌকা তৈরি। স্যার পার্সি শিস দিতেই দুজন বৃটিশ নাবিক বৈঠা বেয়ে তীরের কাছাকাছি চলে এল।

আধঘণ্টা পরে ডে ড্রিমে উঠে পড়লেন তাঁরা। নাবিকরা স্যার পার্সির ছদ্মবেশ দেখে মোটেও আশ্চর্য হলো না। অভ্যস্ত তারা। এর আগেও তাঁকে বহু রূপে দেখেছে।

আরমাণ্ড আর অন্যান্যরা অপেক্ষা করছিল এঁদের জন্যে।

'স্যার পার্সি, আপনি আমার, আমার বউ ছেলেমেয়ে- সবার জীবন বাঁচিয়েছেন। আপনার ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না,' স্কারলেট পিম্পারনেলের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন কাউন্ট।

মার্গারিট ভাইকে জড়িয়ে ধরেছেন। সে যে নিরাপদে ইংল্যাণ্ডে পৌছতে পারবে তা স্বপ্নেও আশা করেননি তিনি।

ডে ড্রিম ডোভারে পৌছল। দুঃসাহসী স্কারলেট পিম্পারনেল আবারও শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে সদলবলে দেশে ফিরে এলেন।

স্যার অ্যাণ্ড্রু যে সুজানকে ঘটা করে বিয়ে করলেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। লণ্ডনের মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হলেন তাঁদের বিয়েতে। প্রধান অতিথি প্রিন্স অভ ওয়েলস।

বলাই বাহুল্য, শোভলিন বিয়েতে আসেনি। লর্ড গ্রেনভিলের সেই পার্টির পরে লণ্ডনের আর কোন অনুষ্ঠানে কখনও দেখা যায়নি তাকে।

***